উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

এক কোটি নাম উড়ে যাবে ›› ৫

মাতৃদুগ্ধে ইউরেনিয়াম
বিহারের ভোজপুর, সমস্তিপুর, বেগুসরাই, খাগারিয়া, কাটিহার ও নালন্দা জেলার মায়েদের স্তনদুগ্ধের নমুনা পরীক্ষা করে ইউরেনিয়ামের হদিস মিলেছে। ›› ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৭° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন

সোনমের হাতে জেলখানাও পাঠশালা ›› ৭

শিলিগুড়ি ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 24 November 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 185

জরা আঁখ মে ভর লো পানি...

শোকের মাঝেও কর্তব্যে অবিচল। দুবাইয়ে বায়ুসেনার বিমান দুর্ঘটনায় মৃত নমংশ সিয়ালের কফিনবন্দি দেহের সামনে মেয়েকে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন স্ত্রী উইং কমান্ডার আফসান আখতার। হিমাচলের কাংড়ায়।

নাবালিকারা বাড়ি ফিরলেও জিইয়ে রহস্য

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : আপাতত নিখোঁজ-পর্ব মিটল। কিন্তু অন্তর্ধান-রহস্য মিটল না।

শিলিগুড়ি থেকে নিখোঁজ তিন নাবালিকা বাড়ি ফিরে এল। এলাকাতেই থাকা বান্ধবীর জন্মদিনে শামিল হতে যাচ্ছে বলে তাদের দুজন গত বুধবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কথা ছিল আধ ঘণ্টার মধ্যেই তারা ফিরে আসবে। কিন্তু তারা বাড়ি ফেরেনি। উলটে যার জন্মদিনের কথা বলা হচ্ছিল সে-ও উধাও হয়ে যায়। এনিয়ে রহস্য ঘনীভূত হতে থাকে। অপরিচিত এক ব্যক্তির নম্বর থেকে শনিবার রাতে ওই তিন নাবালিকার একজনের বাড়িতে ফোন আসে। উলটোপাশ থাকে ওই নাবালিকা নিজের মা-কে বলে, 'আমরা ফিরে এসেছি।' আর এই সূত্রেই পরে এনজেপি জংশন থেকে ওই নাবালিকাদের উদ্ধার করা হয়। পরিবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও এবারে গোটা 'নাটক'-এ আরও এক চরিত্রের খোঁজ মিলেছে। সেই চরিত্রও আবার নাবালিকা। সম্পর্কে সে উধাও হওয়া এক নাবালিকার মাসি।

চারজনে মিলে কলকাতা গিয়েছিল বলে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পেরেছে। মোবাইল ফোনের চ্যাট পরীক্ষা করে পুলিশের অনুমান, ওই চারজনে কলকাতায় তাদের কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে বা স্রেফ ঘুরতে গিয়েছিল। তবে গোটা ঘটনার সঙ্গে পাচার কিংবা

এরপর দশের পাতায়

টোটোয় প্রসব, ছুটে গেলেন ডাক্তার

থ্রি ইডিয়টস সিনেমার সেই র‍্যাঞ্চোর কথা মনে আছে? ডাক্তার প্রেমিকা পিয়ার সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলে কলেজ হস্টেলেই পিয়ার দিদির প্রসবের ব্যবস্থা করেছিল। আর মালদা শহরের চিকিৎসক দেবচন্দন রায় ভিড়ে ভরা রাস্তায় টোটোর মধ্যে এক বধূর প্রসব করালেন আপৎকালীন পরিস্থিতিতে।

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৩ নভেম্বর : রবিবার দুপুরে এমনিতেই ভিড়ে ঠাসা থাকে মালদা শহরের মকদুমপুর বাজার এলাকা। এদিন সেই ভিড়েই আটকে গিয়েছিল পূজা রাজবংশীর টোটো। প্রসবযন্ত্রণায় তখন ছটফট করছিলেন বছর কুড়ির সেই তরুণী। ভাগ্যিস পাশেই ছিল দেবচন্দন রায়ের চেম্বার। বলছেন শহরের বাসিন্দারা।

কী করেছেন দেবচন্দন? টোটোতেই সেই মহিলার প্রসবে সাহায্য করেছেন অভিজ্ঞ হাতে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে থ্রি ইডিয়টস সিনেমার র‍্যাঞ্চোর থেকে তাঁর কৃতিত্ব কিছু কম নয়। কারণ ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে সাকশনের যন্ত্র বানিয়ে প্রসব করানোর প্রক্রিয়া তো দেখানো হয়েছিল রুপোলি পর্দায়।

চিকিৎসক দেবচন্দন রায়ের হাতে সদ্যোজাত। রবিবার মালদা শহরে।

আর এদিন চিকিৎসক দেবচন্দন যে কাপড় দিয়ে টোটো ঘিরে দিয়ে, ভিড়ে ভরা রাস্তাতেই প্রসব করিয়ে, নাড়ি কাটার ব্যবস্থা করেছেন, সেটা কিন্তু বাস্তব। বর্তমানে মা ও সন্তান সুস্থ রয়েছে। দুজনেই মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ওই বধূর শ্বশুরবাড়ি মালদা শহরের জাহাজফিল্ড এলাকায়। এদিন দুপুরে হঠাৎ তাঁর প্রসবযন্ত্রণা শুরু হয়। তাঁকে টোটোতে চাপিয়ে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন। কিন্তু মকদুমপুর বাজারের কাছে আসতেই পূজার পেটের যন্ত্রণা আরও বাড়তে থাকে। মকদুমপুর এলাকায় বাজার যেমন রয়েছে, তেমনই পরপর রয়েছে ডাক্তারদের চেম্বার ও ক্লিনিক। তেমনই একটি ক্লিনিক চালান দেবচন্দন। তিনি নিজেও স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ। দেবচন্দনের ক্লিনিক সংলগ্ন এলাকাতেই পূজাদের টোটো দাঁড়িয়ে যায়। ততক্ষণে প্রসব শুরু হয়ে গিয়েছে। লোকজন জড়ো হয়ে গিয়েছে। তাঁরাই টোটোর চারপাশে কাপড় লাগিয়ে দিয়ে আব্রুরক্ষার ব্যবস্থা করেন। তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছেন পূজা। ওদিকে লাগোয়া চেম্বারে তখন রোগী দেখছিলেন দেবচন্দন। হইচই কানে যায় তাঁরও। তিনি নিজের চেম্বারে রোগী দেখা বন্ধ করে ছুটে যান সেখানে।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

নবান্নে ঐতিহ্যের পঞ্চামৃত ভোগ
›› *দুইয়ের পাতায়*

ফের ইজরায়েলি হামলার বলি ২৪
›› *সাতের পাতায়*

সেঞ্চুরি মুথুস্বামীর, জানসেন ৯৩
›› *এগারোর পাতায়*

ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়, গ্রেপ্তার তিন

এনআইএ কর্তা পরিচয়ে ফাঁদ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : নীরজ পান্ডে পরিচালিত 'স্পেশাল ২৬'-এর চিত্রনাট্য যেন। সিনেমায় অক্ষয়কুমার আর অনুপম খের আরও কয়েকজনকে নিয়ে দল তৈরি করেছিলেন। কখনও ভুয়ো সিবিআই, কখনও আয়কর আধিকারিক পরিচয়ে তাঁরা হানা দিতেন সোনার দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে মন্ত্রীর বাড়িতে। এরপর 'বাজেয়াপ্ত' করা টাকা, গয়না ভাগ করে নিতেন নিজেদের মধ্যে। সব ক্ষেত্রেই কাজে লাগানো হত কেন্দ্রীয় এজেন্সির 'জুজু'-কে।

বাস্তবের অজয়-পিকে শর্মারা এসআইআর-আতঙ্ক, অনুপ্রবেশকারী তত্ত্ব এবং চিকেন নেকের সুরক্ষায় সেনা ও পুলিশকর্তাদের ঘনঘন সফরের সময়কেই বেছে নিলেন প্রতারণার ফাঁদ পাততে। শহর শিলিগুড়িতে এনআইএ (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি) কর্তা পরিচয় দিয়ে তোলাবাজির অভিযোগ উঠল। চক্রের ফাঁদে পা দিয়ে মেডিকেল মোড় সংলগ্ন চটহাটের নমতাপল্লির এক পরিবার খোয়াল এক লক্ষ টাকা।

প্রতারিত পরিবারের কর্তার সঙ্গে মূল চক্রীর পরিচয় দীর্ঘদিনের। নভেম্বরের ১৫ তারিখ সেই বাড়িতে অভিযান চালায় ভুয়ো টিম। এরপর থেকে শুরু হয় ভয় দেখানো। প্রথমে প্রতারিতর পরিবারকে অনুপ্রবেশকারীর তকমা, তারপর বিষয়টি ধামাচাপা দিতে এবং ঝামেলা এড়ানোর প্রস্তাবের পরিবর্তে দুই ভাগে সবমিলিয়ে এক লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। এরমধ্যেই সন্দেহ হয় প্রতারিতর। খবর যায় পুলিশের কানেও। শনিবার আরও দুই লক্ষ টাকা হাতানোর ছক কষেছিলেন অভিযুক্তরা। তবে পুলিশের পাতা ফাঁদে ফেঁসে যান মূল চক্রী সহ আরও দুজন। প্রথমে আটক, পরে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের।

ধৃতদের নিয়ে আদালতের পথে পুলিশ। রবিবার।

'স্পেশাল ৪' চক্রের কীর্তি

- মূল চক্রী প্রতারিতর পূর্বপরিচিত, চায়ের দোকানে আলাপ হওয়া এহেসানকে তিনি পরিকল্পনাটি জানান
- পরে একে একে দলে শামিল হন রেহান ও অধরা অভিযুক্ত
- প্রতারিতর বাড়িতে হানা দিয়ে কিছু নথি নিয়ে নেন তাঁরা
- এরপর পুলিশি ঝামেলার ভয় দেখিয়ে দু'বারে এক লক্ষ টাকা আদায় করেন
- তৃতীয়বার টাকা আদায় করতে গিয়েই গ্রেপ্তার তিন

ধৃতদের কাছ থেকে নগদ তেরো হাজার টাকার পাশাপাশি ছয়টি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া, তাঁদেরই ব্যবহার করা একটি চার চাকার গাড়ি ও স্কুটার বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ধৃতরা হলেন এহেসান আহমেদ, রেহান বাবর ও মানিক রায়। মানিকই মাস্টারমাইন্ড। তিনি সেবক রোডের বাসিন্দা। এহেসান ও রেহানের বাড়ি পাঞ্জিপাড়ায়। এঁরা দুজন সম্পর্কে ভাই। এহেসান পেশায় ফুড ডেলিভারি বয়। রেহান শহরেরই একটি শপিং মলে আউটলেটে কাজ করেন। চক্রে জড়িত চতুর্থ ব্যক্তির খোঁজ চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। ধৃতদের রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ঘটনা প্রসঙ্গে শিলিগুড়ির ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বললেন, 'এনআইএ কোনওদিনই 'ফরেনার্স' সংক্রান্ত ব্যাপারে তদন্ত করে না। এটা প্রতারিত প্রথমে বুঝতে পারেননি। এনআইএ কর্তা হিসেবে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে ধৃতরা প্রতারিতকে থানা সংলগ্ন এলাকায় ডেকে টাকা তুলেছে। ঘটনায় আরেকজনের হদিস পেতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এই চক্র আরও লোকের কাছ থেকে একই পদ্ধতিতে টাকা তুলেছে কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে।'

কীভাবে তৈরি হয়েছে চিত্রনাট্য? প্রতারিত ব্যক্তি ধৃত মানিকের পূর্বপরিচিত। মানিকের বাড়ি চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায়।

এরপর দশের পাতায়

৩০০ ভুয়ো নথি, আশায় ওয়েটিং লিস্টের প্রার্থীরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : ভুয়ো শব্দ যেন স্কুল সার্ভিস কমিশনকে (এসএসসি) পিছু ছাড়ছে না। ইন্টারভিউয়ের আগে অনেক ভুয়ো নথি ধরা পড়ছে। গত পাঁচদিন ধরে চলছে নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়া। এসএসসি সূত্রে খবর, এই পাঁচদিনে যে ৪২০০ জনের নথি যাচাই হয়েছে, তার মধ্যে ৩০০ জনেরই নথি ঠিক নেই। যাচাই পর্ব শেষ হতে হতে ভুয়ো নথিধারীর হদিস আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক বাছাইয়ের প্রক্রিয়ায় ইন্টারভিউয়ে ডাক পেয়েও অনেকে ছিটকে যেতে পারেন।

কথায় বলে কারও সর্বনাশ, কারও পৌষমাস। ভুয়ো নথির কারণে ইন্টারভিউয়ে ডাক পেয়েও অনেকে বাদ পড়তে পারেন জেনে আশা বাড়ছে ওয়েটিং লিস্টের চাকরিপ্রার্থীদের। যাঁরা ছিটকে যাবেন, তাঁদের জায়গায় ওয়েটিং লিস্ট থেকে কেউ কেউ ডাক পেতে পারেন বলে অনেকে আশায় আছেন। যদিও অনেকের আবার আশঙ্কা, ১০০টি শূন্যপদের জন্য যেহেতু ১৬০ জন ডাক পাচ্ছেন, ফলে ওয়েটিং লিস্ট থেকে সুযোগ খুব একটা নেই বললেই চলে।

বাছাইয়ে গেরো

- একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির নিয়োগে নথি যাচাই হয়েছে ৫ দিন
- ৪২০০ জনের নথি যাচাই ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে
- ৩০০ জনের নথি ভুয়ো ধরা পড়েছে
- ভুয়ো নথি থাকলে বাছাই পর্ব থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনা

চাকরিহারা শিক্ষক প্রসেনজিৎ ঘোষের কথায়, 'ইতিহাসের মতো বিষয়গুলিতে কাট অফ মার্কস অনেক বেশি। ইতিহাসে জেনারেল ক্যাটিগোরির আসন ১৭৯। ১ জনের নথি ভুয়ো বলে বাতিল হলে অতিরিক্ত যাঁদের ডাকা হয়েছে, তাঁরাই সুযোগ পাবেন। ফলে ওয়েটিং লিস্টের প্রার্থীদের কোনও জায়গা নেই।'

একই সুরে আরেক চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলম বলেন, 'অতিরিক্ত যাঁদের ডাকা হচ্ছে, তাঁদের সংখ্যা যদি শেষ হয়ে যায়, তবেই ওয়েটিংরা সুযোগ পাবেন। একমাত্র শূন্যপদ বাড়ানো হলে ওয়েটিংদের সুযোগ বাড়তে পারে।' চাকরিহারা অনেক শিক্ষক ওয়েটিং লিস্টে রয়েছেন। পুরোনো-নতুন মিলিয়ে ওয়েটিং লিস্টের চাকরিপ্রার্থীদের অধিকাংশের মতে, জাতিগত ক্যাটিগোরির ক্ষেত্রে সুযোগ মিললেও মিলতে পারে।

অন্যদিকে, সোমবার নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগে পরীক্ষার ফল প্রকাশের সম্ভাবনাকে ভাগ্যনির্ধারণের শেষ উপায় বলে মনে করছেন চাকরিপ্রার্থীরা।

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

সেই মহাভারত থেকে এই মহা-ভারত

অমিতাভ কাঞ্জিলাল

মহাভারতে উল্লেখ আছে, দ্রৌপদী তাঁর জ্ঞানবন্ত ধার্মিক স্বামীশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, 'আপনি নাকি ধর্মপুত্র! কই, আপনার বিপত্তিতে ধর্ম তো আপনাকে রক্ষা করল না? আপনার ধর্ম যদি এতই অথর্ব, অক্ষম, অপারগ- তাহলে আপনি তাকে অবলম্বন করে কী উপায়ে নিজেকে ধার্মিক বলে সান্ত্বনা দেবেন?' উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, "পাঞ্চালি, তুমি রক্ষাপ্রাপ্তি হেতু 'ত্রাহিমাম মধুসূদন' বলে প্রার্থনা করেছিলে বলে তিনি তোমায় রক্ষা করেছেন, আমি তো ধর্মের কাছে রক্ষা প্রার্থনা করিনি! আমি নিজ পৌরুষে কৃত্য করে গেছি। তুমি এখানে দুর্যোধনের উদাহরণ দিচ্ছ, আমি জানতাম তার পৌরুষের অনেকাংশই অনৈতিক, কিন্তু সেই অনৈতিকতায় সে আমাকেও নিমজ্জিত করতে পেরেছিল। অতএব আমার কোনও অধিকার ছিল না ধর্মের কাছে রক্ষা প্রার্থনা করবার। এই বিপুল মহাভারতীয় ক্ষয়ক্ষতির জন্য তুমি আমাকে দায়ী করতেই পারো, দ্রৌপদী, কিন্তু ধর্ম জানেন, আমি আজীবন অনাঘাতকেই ধর্ম বলে পালন করেছি।"

কথায় বলে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে যা নাই (মহা) ভারতে, তা নাই (ভূ) ভারতে। তাই মহাভারতীয় নিদান, রাজপুরুষেরা রাজক্ষেত্রে ধর্ম-কে ডেকেহেঁকে এনে না-মেশালে, ধর্ম যার যার আচরণের ব্যাপার। ধর্ম 'সুয়োমোটো' তৎপরতাও দেখায় না, 'খতরোঁ কা খিলাড়ি'ও হয়ে ওঠে না, এমনকি স্বতঃপ্রণোদিত 'খতরা' বোধ তার নেই! যে রাজনীতি সংখ্যানির্ভর, তাতে আনুপাতিক হারে কিংবা শতাংশের হিসেবে ফের বদল হলে যে পক্ষ 'খতরা' অনুভব করে- সেই আশঙ্কাকে বহুজনে বণ্টন করতে তারা ছদ্ম-ধার্মিক হয়ে ধর্ম আর সংস্কৃতি, ধর্ম আর রাজনীতি ঘেঁটে ঘ' করে দিতে তৎপর হয়। এই মাথাপচা রোগ একবার ধরে গেলে সে মহামড়ককে সংগঠিত ও অসংগঠিত,

এরপর দশের পাতায়

দখলদারি নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভারের নীচে

জায়গা অনুযায়ী রেট, বসছে গুমটি-ভ্যান

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : গাছে কাঁঠাল না পাকতেই গোঁফে তেল মাখতে শুরু করে দিয়েছে দখলদাররা। শালুগাড়ায় এলিভেটেড হাইওয়ের অংশ হিসেবে ফ্লাইওভারে নির্মাণকাজে যুক্ত শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে একাধিকবার। এই ইস্যুতে তর্জার মাঝে ফ্লাইওভারের নীচে শুরু হয়েছে দখলদারি।

অভিযোগ, জায়গার মাপ হিসেবে মোটা টাকার বিনিময়ে রফা হচ্ছে একদল ব্যবসায়ীর সঙ্গে। এরপর রাতের অন্ধকারে পিলার লাগোয়া জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে গুমটি, ভ্যান। দাম শুরু হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা থেকে। এরপর গুমটি বা ভ্যান যত বড় হবে, অর্থের অঙ্কও তত বৃদ্ধি পাবে। জায়গা দখলে যেন আপত্তি না ওঠে, তাই রাতে জায়গা দখলের পরদিন সকালেই পসরা সাজিয়ে বিকিকিনি শুরু করে দিচ্ছেন দোকানদাররা। কেউ হটাতে এলে পুনর্বাসনের দাবি জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। রবিবার নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভারের নীচে সবমিলিয়ে পঞ্চাশটিরও বেশি ভ্যান এবং গুমটি চোখে পড়ল।

অভিযোগ, এই দখলদারিচক্রের সঙ্গে এলাকার কিছু ব্যক্তি জড়িয়ে। মাথায় হাত রয়েছে প্রভাবশালীদেরও। বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরির ক্ষোভ, 'ফ্লাইওভারের কাজই তো এখনও শেষ হল না। তার আগেই দখলরাজ চলছে। পরিস্থিতি যথেষ্ট আশঙ্কার। কাজ শেষের আগেই নীচে গুমটি, ভ্যান ঢুকিয়ে ব্যবসা শুরু করলে যখন-তখন বড় বিপদ ঘটে যেতে পারে।'

তাঁর পরামর্শ, 'ঠিকাদারি সংস্থার পাশাপাশি প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে পদক্ষেপ করা।' এব্যাপারে ঠিকাদারি সংস্থার তরফে কেউ মন্তব্য করতে চাননি। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেছেন, 'পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব। যারা এই বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িয়ে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।' দখল উচ্ছেদের আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।

নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভারের পিলার ঘেঁষে বসেছে গুমটি। শালুগাড়ায়।

এরপর দশের পাতায়

পাছে স্কুল ভাঙে গজরাজ, ছাদে বিনিদ্র গ্রামবাসী

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : ডুয়ার্সের জঙ্গল লাগোয়া জনপদগুলির কৃষিজীবী বাসিন্দাদের কাছে এই সময়টায় রাতজাগাটা নতুন কিছু নয়। তাঁরা রাত জাগেন হাতির হানা থেকে ফসল বাঁচানোর জন্য। জলপাইগুড়ি জেলার সরস্বতী বনবস্তির বাসিন্দারাও রাত জাগছেন। পিছনে কারণটাও সেই হাতির হানাই বটে। তবে তাঁরা ফসল বাঁচানোর জন্য রাত জাগছেন না। জাগছেন এলাকার একমাত্র প্রাথমিক স্কুলটি বাঁচানোর জন্য। রাত নামলেই নিজের ঘর-জমি ছেড়ে উঠে যাচ্ছেন তাঁরা স্কুলের ছাদে। সেখানেই অস্থায়ী তাঁবু খাটিয়ে চলছে রাতভর পাহারা। হাতির আক্রমণ থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য।

গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া হওয়ায় ধান পাকার সময় এলেই বাড়ে হাতির আনাগোনা। গত দুই সপ্তাহ ধরে সন্ধ্যা নামলেই দলবেঁধে কিংবা একা একা হাতি ঢুকে পড়ছে গ্রামে। পাকা ধান নষ্ট করছে, বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। তবে স্থানীয়দের সবচেয়ে বড় ভয়, আবার হাতির আক্রমণের নিশানায় পড়তে পারে সরস্বতী বনবস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

হাতির হানায় আগেও একাধিকবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই স্কুল। সেই স্মৃতি এখনও টাটকা। তাই এবছর স্কুলকে রক্ষা করতে গ্রামবাসীরা নিজেরাই প্রহরী হয়ে উঠেছেন। গ্রামবাসী বান্দা ওরাওঁ নিজ হাতে অস্থায়ী সিঁড়ি বানিয়ে ছাদের ওপর তাঁবু খাটিয়ে ফেলেছেন। প্রায় এক মাস ধরে রাতভর সেখানেই পাহারা দিচ্ছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে পালা করে যুক্ত হচ্ছেন রঞ্জিত ওরাওঁ, ভিনসে ওরাওঁ সহ গ্রামের আরও অনেকে।

এই পাহারায় আছেন স্থানীয় অভিভাবক লালদো ওরাওঁ-ও। তাঁর মেয়ে মাহি ওরাওঁ এই বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। লালদো বলেন, 'এই স্কুলটি ছাড়া কাছাকাছি বলতে দেড় কিলোমিটার দূরে আরেকটি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। কিন্তু সেখানে যাতায়াত করা ভীষণ কষ্টকর। পথে আবার ছোট জঙ্গলও পড়ে। আমাদের গ্রামের স্কুলটি যদি আবার হাতির হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে গ্রামের অনেকেই আর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে না।'

হাতি তাড়াতে বিদ্যালয়ের ছাদে রাত জাগছেন গ্রামবাসী।

সেই স্কুলে বর্তমানে ছাত্রছাত্রী রয়েছে ২২ জন। শিক্ষক ৩ জন। প্রধান শিক্ষক গৌতম রায়ের কথায়, 'দিনেরবেলায়ও কখনো-কখনো স্কুলের সামনে হাতি চলে আসে। আমরা সবাই ভয়ে ভয়ে থাকি।'

হাতির তাণ্ডব ঠেকাতে বন দপ্তরের পক্ষ থেকেও নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। লাটাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'সন্ধ্যা নামলেই বনকর্মীদের গ্রামে মোতায়েন করা হচ্ছে, যাতে হাতির দল ভেতরে ঢুকতে না পারে। এখনও বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।'

ফসল হারালেও ভবিষ্যৎ যেন হারিয়ে না যায়, এই শপথ থেকেই স্কুলের ছাদে রাত কাটাচ্ছেন সরস্বতী বনবস্তির মানুষজন। জমিতে এখন যে ধান রয়েছে সেই ধান দিয়েই বছরভর খাদ্যের সংস্থান হবে গ্রামবাসীদের। সঞ্জয় ওরাওঁয়ের মতো স্থানীয় বনবস্তিবাসীরা বিলক্ষণ জানেন সেকথা। তা সত্ত্বেও বলছেন, 'আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্কুলটা।' সরস্বতী বনবস্তির বাসিন্দারা তাই বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন 'সরস্বতীর আবাস'।

ফিল্ম ফেস্টিভালের জন্য মনোনীত

মোবাইলের ক্যামেরায় অটিজমের গল্প

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : আগামী বছর জানুয়ারি মাসে কলকাতায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভালে জায়গা করে নিল শিলিগুড়ির প্রতীক চক্রবর্তী পরিচালিত ছবি 'প্রতীক্ষা'। শুধু পরিচালক একাই নন, এই ছবির ডিরেক্টর অফ ফোটোগ্রাফি (ডিওপি), এডিটর থেকে শুরু করে কলাকুশলী প্রত্যেকেই শিলিগুড়ির বাসিন্দা। ১০ মিনিটের এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিটি পুরোটাই মোবাইল ক্যামেরায় শুট করা। ছবির মূল বিষয় অটিজম।

অটিজম নিয়ে সমাজে এখনও সচেতনতার অভাব রয়েছে। রোগটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় অনেকে অটিস্টিক বাচ্চাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা ঠিক কী কী সমস্যার মধ্যে দিয়ে যায়, তা নিয়ে সমাজকে সচেতনতামূলক বার্তা দিতেই এই ছবিটি প্রতীক তৈরি করেছেন বলে জানালেন। প্রতীক পেশায় শিক্ষক। তিনি ডন বসকো স্কুলে চাকরি করেন। তবে ছবি বানানোটা তাঁর নেশা। এটাই প্রতীকের প্রথম ছবি।

প্রতীক বলেন, 'লেখালেখির প্রতি বরাবরই আগ্রহ ছিল, তবে এই প্রথম সিনেমা তৈরি করলাম। শিক্ষকতা করার সুবাদে বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, একেকজনের একেকরকম সমস্যা রয়েছে। তাই প্রথম ছবিটা সামাজিক বার্তা দিতে তৈরি করেছি। কোনও হাইটেক ক্যামেরা ব্যবহার করিনি, পুরোটাই মোবাইলে শুট করা।'

এই মুহূর্তে শিলিগুড়িতে আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভাল চলছে। তবে সেখানে ছবিটি দেখানো হচ্ছে না। ফলে শিলিগুড়ির বাসিন্দারা ছবিটি দেখার সুযোগ পাচ্ছেন না। এ বিষয়ে প্রতীকের আক্ষেপ, 'শিলিগুড়ি আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভালের কথা আগে জানা থাকলে সিনেমাটা স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ের উদ্যোগ নেওয়া যেত।' দু'দিন ধরে গুলমার বিভিন্ন জায়গায় ছবির শুটিং করা হয়েছে। স্বল্প বাজেটের এই ছবিটি তৈরি করতে কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে, সে বিষয়ে ডিওপি শুভাঙ্ক পালিত বলেন, 'খুব অল্প আয়োজনের মধ্যে পুরো সিনেমাটার শুট করেছি। আশা করছি দর্শকদের ভালো লাগবে।' ছবিতে অভিনয় করেছে দুই খুদে অভিনেতা অর্ক চক্রবর্তী ও আদৃত দত্ত।

রাজদীপ ও রিজু সরকার।

জাতীয় মঞ্চে দুই 'চ্যাম্পিয়ন'

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৩ নভেম্বর : বাংলার জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'ডান্স বাংলা ডান্স'-এ যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এবার জাতীয় মঞ্চে আলোড়ন ফেলে দিল মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঘমারা শুখানদিঘি এলাকার দুই সহোদর রিজু ও রাজদীপ সরকার। শনিবার 'ইন্ডিয়াস গট ট্যালেন্ট সিজন-১১'-এ দুই খুদের পারফরমেন্সে মুগ্ধ বিচারক নভজ্যোত সিং সিধু, শান ও মালাইকা অরোরা। রিজু ও রাজদীপ সামাজিক মাধ্যমেও সমান জনপ্রিয়। রিজুর বয়স ৯ ও রাজদীপের বয়স ৬ বছর। বাবা রাসেন্দ্র সরকার পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। মা সুমিত্রা সরকার সংসার সামলান। অভাব নিত্যসঙ্গী হলেও দুই ছেলের নাচের প্রতি আগ্রহ দেখে রাসেন্দ্র ও সুমিত্রা চেষ্টায় কোনও খামতি রাখেননি।

যাত্রীদের সামগ্রী চুরিতে ধৃত

নিউজ ব্যুরো

২৩ নভেম্বর : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ১৯ ও ২০ নভেম্বর তল্লাশি চালিয়ে যাত্রীদের জিনিসপত্র চুরির সঙ্গে জড়িত কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে। গুয়াহাটি এবং কাটিহারের ট্রেন এবং স্টেশন থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার জিনিস উদ্ধার হয়েছে। ২০ নভেম্বর কাটিহারের আরপিএফ এবং সিপিডিএস কাটিহার রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৪০ হাজার টাকার চুরি হওয়া দুটি মোবাইল ফোন সহ দুজনকে আটক করে। একইদিনে গুয়াহাটি স্টেশনে একজনের থেকে ৮০ হাজার টাকার দুটি চুরি হওয়া সোনার আংটি উদ্ধার করা হয়েছে। ১৯ নভেম্বর কাটিহারে ২০ হাজার টাকার একটি চুরি হওয়া মোবাইল মেলে বলে জানিয়েছেন মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

ফুলঝাড়ুতে স্বনির্ভরতার স্বপ্ন

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৩ নভেম্বর : হাতের কাছেই কাঁচামাল। অথচ এতদিন যথোপযুক্ত ব্যবহার বা উপযোগিতা বলে কার্যত কিছু ছিল না বললেই চলে। এবার পাহাড়ের গায়ে ইতিউতি জন্মানো সেই ফুলঝাড়ু নিয়েই বিশেষ উদ্যোগ নিল তাসিডিং মাল্টিপারপাস উইমেন্স প্রাইমারি কো-অপারেটিভ সোসাইটি। পুরোটাই সমবায়িক ভাবনার ওপর তৈরি হয়েছে এই নয়া প্রকল্প। ফুলঝাড়ুর পাশাপাশি বাঁশের ঝাড়ু তৈরির কাজেও হাত দিয়েছে কালিম্পং-১ নম্বর ব্লকের তাসিডিং গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা।

রবিবার এই নয়া প্রকল্পের পথ চলা শুরু হয়। প্রকল্পটির জন্য জমি দান করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা মণিকুমার ঘিমিরে। এর ফলে তাসিডিংয়ের অন্তত পাঁচশো মহিলা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আত্মনির্ভর হয়ে উঠবেন। সমবায়ের চেয়ারম্যান মোতি রাই বলেন, 'কালিম্পং-১ নম্বর ব্লকের ১৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে আমরাই প্রথম সমষ্টিগতভাবে ঝাড়ু তৈরির উদ্যোগ নিলাম।' কাঁচামালের সহজলভ্যতাকে কাজে লাগিয়ে, এই নয়া প্রকল্প আগামীতে স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে পাহাড়ি মহিলাদের নতুন দিশা দেখাবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। এজন্য জিটিএ ও প্রশাসনের কাছ থেকে সব রকম সাহায্যও মিলছে বলে জানিয়েছেন মোতি।

কলকাতা থেকে আসা ঝাড়ু তৈরির মেশিন। -সংবাদচিত্র

ইতিমধ্যেই কলকাতা থেকে ফুলঝাড়ু তৈরির মেশিন চলে এসেছে তাদের হাতে। রবিবার ওই ফ্যাক্টরির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন কালিম্পং-১ নম্বর ব্লকের বিডিও সামিরুল ইসলাম, জিটিএ-র সভাসদ ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দায়িত্বে থাকা এমওডি সিনোরা নামচু সহ আরও অনেকে।

জানা গিয়েছে, ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশনের তরফে ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং ক্লাস্টারের মাধ্যমে তাসিডিংয়ের ওই ফ্যাক্টরি ঝাড়ু তৈরির মেশিন পেয়েছে। ইতিমধ্যেই ওই মেশিনে স্থানীয় মহিলাদের কাছ থেকে কাঁচা মাল কিনে ঝাড়ু তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ উৎপাদন করা গেলে, তারপর বিপণনের কাজ শুরু করা হবে।

নিজেদের তৈরি ঝাড়ুগুলি বিক্রির আগে স্থানীয়স্তরে বিক্রির পরিকল্পনা নিয়েছে সমবায়। এজন্য তাঁরা এলাকার স্কুল-কলেজ ও সরকারি অফিসগুলিতে কথা বলেছে। তাঁদের থেকে সাড়াও মিলেছে।

এবিষয়ে মহিলা সমবায়ের সম্পাদক অম্বিকা ছেত্রী বলেন, 'এখানে ফুলঝাড়ু ও বাঁশ সবার বাড়িতেই আছে। সেটাই ওঁরা আমাদের কাছে বিক্রি করছেন। এতদিন এর কোনও ব্যবহার ছিল না। উৎপাদন ঠিকঠাক চললে, আগামীতে বিপণন নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসে পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

সমবায়ের আরেক কর্তৃপক্ষ ছুংকু শেরপার কথায়, 'পাহাড়ে ঝাড়ুর চাহিদা সর্বত্রই। তাই এর ফলে যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নতুন আয়ের দিশা খুলে যাবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

সুষমা খারকা নামে এক মহিলা বলেন, 'এই প্রকল্পের কথা জানতে পেরেই ফ্যাক্টরিতে ঝাড়ু বিক্রি করা শুরু করে দিয়েছি। আশা করি যত দিন যাবে এই প্রকল্প আরও বিকশিত হবে।'

এর আগেই কালিম্পংয়ের তাসিডিংয়ের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে তৈরি ক্লাস্টার তাসিডিং মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি নানা কাজের সুবাদে মডেল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর খেতাব পেয়েছিল। এবার ঝাড়ু তৈরির এই নয়া প্রকল্প নিয়েও নতুন করে স্বপ্ন দেখছেন তাসিডিংয়ের মহিলারা।

দেখা না হওয়ায় মন খারাপ

বন্ধুর খোঁজে প্যারিস থেকে তুফানগঞ্জে

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ২৩ নভেম্বর : গুগল বলছে, আকাশপথে তুফানগঞ্জ থেকে প্যারিসের দূরত্ব প্রায় সাড়ে ৭ হাজার কিলোমিটার। এত পথ পাড়ি দিয়ে শুধুমাত্র 'বন্ধু'র টানে আইফেল টাওয়ারের দেশ থেকে তুফানগঞ্জে এলেন এক তরুণ। যদিও 'বন্ধু'র ফোন সুইচড অফ থাকায় এত কাছে এসেও দেখা হল না। ফিরতে হল বিষণ্ণ চিত্তে। ভাষাগত সমস্যার কারণে তরুণ সবকিছু স্পষ্ট করে জানাতেও পারেননি। শনিবার এই ঘটনাকে ঘিরে চর্চা চলল শহরজুড়ে। পরে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশও।

ঠিক কী ঘটনা? পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্যারিসের ওই তরুণের নাম অস্তাভ। পেশায় ট্রেনার। তবে কীসের প্রশিক্ষক, তা স্পষ্ট করতে পারেননি। মন্টি নামে তুফানগঞ্জের বাসিন্দা একজনের সঙ্গে তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ হয়েছিল। গত শনিবার ছিল সেই 'বন্ধু'র জন্মদিন। কথা ছিল, রসিকবিলে হবে জন্মদিন উদযাপন। সে কারণে 'সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে' শনিবার অস্তাভ পৌঁছে গিয়েছিলেন তুফানগঞ্জে। ভেবেছিলেন 'বন্ধু'র জন্মদিনে তাঁকে আইফোন উপহার দেবেন। কিন্তু বিধি বাম। শহরে নেমে ফোন করতেই দেখা গেল মন্টি নামে সেই 'বন্ধু'র মোবাইল সুইচড অফ। বিষণ্ণ চিত্তে তিনি এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছিলেন। প্রথমে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছান চামটা মোড়ে। এরপর নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুলের সামনে ব্যাগ হাতে বসে পড়েন। বিদেশিকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে আসেন উৎসাহী লোকজন। কিন্তু ভাষাগত সমস্যার কারণে কেউই কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না। খবর দেওয়া হয় তুফানগঞ্জ থানায়। পুলিশকর্মীরা এসে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

প্যারিসের তরুণ অস্তাভ।

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে অস্তাভ জানান, এটাই তাঁর প্রথম ভারত সফর। এদেশের মানুষ খুব আন্তরিক, সহজ-সরল। প্যারিসের জীবন অনেক যান্ত্রিক। 'বন্ধু'র দেখা না পেলেও সুযোগ পেলে ফের এদেশে আসতে চান বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে এতদূর এসে বন্ধুর দেখা না পেয়ে তিনি যে হতাশ, তা আড়াল করেননি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফ্রান্সের বাসিন্দা ওই তরুণ বৈধভাবেই এদেশে এসেছেন। কাগজপত্রও রয়েছে। যদিও সেই 'বন্ধু'র কোনও হদিস মেলেনি। ঘটনাটি স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে চর্চার হয়ে উঠেছে।

২০টি গাছের গুঁড়ি উদ্ধার

বারবিশা, ২৩ নভেম্বর : পাচারের উদ্দেশে কুমারগ্রাম ব্লকের অসম-বাংলা সীমানার পাকরিগুড়ি এলাকার বাঁশ বাগানে ২০টি সেগুন গাছের গুঁড়ি মজুত করেছিলেন অবৈধ কাঠ কারবারিরা। খবর পেয়ে শনিবার রাতে গোপন ডেরায় হানা দেন কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জ ও ভল্কা রেঞ্জের বনকর্মীরা। প্রায় ৫০ ঘনফুট কাঠ উদ্ধার হলেও ঘটনায় জড়িতদের পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধার হওয়া গাছের গুঁড়ির বাজারমূল্য অন্তত একলক্ষ টাকা।

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-017/2025-26** Last date of online bid submission **18/12/2025 Hrs 10:00 AM.** For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

Abridged E-Tender Notice
Tender for eNIT No.-23(2025-26) Memo No-649/PS, eNIT No.-24/(2025-26) Memo No-648/PS, Last date of submission is 08.12.2025. eNIT No-25(2025-26) Memo No 691/PS Last date of submission is 17.12.2025, eNIT No-26(2025-26) Memo No-692/PS Last date of submission is 19.12.2025 & No-27 (2025-26) Memo No-693/PS Last date of submission is 20.12.2025 of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal **http://wbtenders.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/- E.O
Blg. P.S

কিডনি চাই
A+ গ্রুপের কিডনি প্রয়োজন। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি যোগাযোগ করলে উপকৃত হব। মো : 9832835481. (D/S)

বিক্রয়
শিলিগুড়িতে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট লাগোয়া ৬ কাঠা জমি শীঘ্রই বিক্রি হবে। (খতিয়ানভুক্ত) Ph - 7908987319.

কর্মখালি
স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/- থাকা-খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/118378)

শিলিগুড়িতে কুরিয়ার ফিল্ডের কাজ জানা ছেলে চাই। যোগাযোগের সময় দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। M - 9434464989. (C/119153)

অ্যাফিডেভিট
ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 2001 0929373 আমার এবং বাবার নাম ভুল এবং জন্ম তারিখ ভুল থাকায় গত 20-11-25, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Parauddin Mia এবং Paruddin Miah, বাবা Umar Uddin Mia এবং Umaruddin Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার জন্ম তারিখ 01.01.1978 বদলে 01.01.1980 করার জন্য হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম : পশ্চিম ঘুঘুমারি, পো : টাপুরহাট, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। (C/118903)

ছেলের (Sudipta Mandal) জন্ম শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশন নং B-2018:19-00788-008449 তাং 14-12-2018 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 21.11.2025, J.M. 1st চাঁচল কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Tapas Kumar Mandal এবং Tapas Mandal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। - Tapas Kumar Mandal, S/o- Sahadeb Mandal, চাঁচল জেলেপাড়া, চাঁচল, মালদা। (S/T)

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR
Accredited by NAAC with Grade B++
ADMISSION TO POSTGRADUATE DIPLOMA COURSE IN TEA MANAGEMENT
Applications are invited from candidates having Bachelor's Degree in any discipline, obtained under 10+2+3 system for admission one year Postgraduate Diploma in Tea Management (PGDTM) Course. For details visit University's Website : www.nbu.ac.in
Advt. No. 34 /R-2025, Dated : 24.11.2025 Registrar (Acting)

আজ টিভিতে

সোহাগে আদরে রাত ৮.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ হানিমুন, দুপুর ১.০০ লভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.০০ মিস কল, সন্ধে ৭.০০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, রাত ১০.০০ লাভেরিয়া
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ সংসার সংগ্রাম, দুপুর ১.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৪.০০ আমাদের সংসার, সন্ধে ৭.১৫ প্রেমী, রাত ১০.৪৫ শিবা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বিপাশা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্ত্রীর মর্যাদা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জীবন তৃষ্ণা
স্টার গোল্ড : দুপুর ১২.২৮ টোটাল ধমাল, ২.৩৯ তকদির, বিকেল ৫.০৪ হঙ্গামা, সন্ধে ৭.৫০ চেন্নাই এক্সপ্রেস, রাত ১০.৩৯ ম্যায় হুঁ না
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০৬ বঙ্গারাজু, দুপুর ২.০৬ বিজয় দ্য মাস্টার, বিকেল ৫.২৬ অজয়, সন্ধে ৭.৫৮ ইন্টারন্যাশনাল খিলাড়ি, রাত ১০.৩৫ শক্তি দ্য পাওয়ার
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১.১৭ অ্যালান, বিকেল ৩.৩০ দাগ দ্য ফায়ার, সন্ধে ৬.৫০ অর্জুন পণ্ডিত, রাত ৯.৪২ সুহাগ
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০৬ অন্দাজ, ২.১৭ কে থ্রি : কালী কা করিশমা, বিকেল ৪.৫৬ ওয়েলকাম ব্যাক, সন্ধে ৭.৩০ চক্র কা রক্ষক, রাত ৯.৫৬ গুমনাম
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.০০ মেরে ইয়ার কি শাদি হ্যায়, বিকেল ৩.৪৫ আগলি অওর পাগলি, ৫.৪৫ এক ভিলেন, সন্ধে ৭.৫৯ বিল্লু, রাত ১০.১৫ ফোর্স-টু

ক্রিয়েটিভ কিলার্স
সন্ধে ৬.২৭ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

বিল্লু সন্ধে ৭.৫৯
স্টার গোল্ড সিলেক্ট

ফেস্টিভ ট্রেলস রাত ৮.০০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

নবান্নে ঐতিহ্যের পঞ্চামৃত ভোগ

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৩ নভেম্বর : অগ্রহায়ণ মানেই গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব। এই উৎসবে নতুন ধান ঘরে তুলে প্রথমে দেবী লক্ষ্মী বা গৃহদেবতাকে তা উৎসর্গ করা হয়। হরিশ্চন্দ্রপুরের রায় জমিদারবাড়িতে আজও পুরোনো রীতিনীতি মেনে নতুন ধান প্রথমে কুলদেবতাকে নিবেদন করা হয়। রবিবার এই জমিদারবাড়িতে বেশ ধুমধাম করে নবান্ন উৎসব হয়েছে। এই বাড়ির সদস্য সৌমিত্র রায়ের কথায়, 'গৃহদেবতা রামকানাই ও গোপালজিউকে নবান্ন উৎসবের দিন পুজো করা হয়। জমির নতুন ধান থেকে তৈরি চাল, খই, মুড়ি, মুড়কি, চিঁড়ে ইত্যাদি গৃহদেবতাকে উৎসর্গ করা হয়। প্রায় ১৫০ বছর ধরে এভাবেই নবান্ন উৎসব পালন করা হচ্ছে।'

এই জমিদারবাড়ির আরেক সদস্য কানুপ্রিয়া মিশ্র জানান, পুরোনো রীতি মেনে এই বাড়িতে এখনও নবান্ন উৎসব হয়। জমি থেকে নতুন ধান ঘরে তোলার পর সেখান থেকে যে চাল পাওয়া যায় সেই চাল দিয়ে পঞ্চামৃত তৈরি করা হয়। সেই পঞ্চামৃত ঠাকুরকে ভোগ হিসেবে দেওয়া হয়। এছাড়াও এই নতুন চাল দিয়ে মোয়া, মুড়কি বানিয়ে গৃহদেবতাদের নিবেদন করা হয়। এর সঙ্গে দই, চিঁড়ে ও নানারকমের ফল দেওয়া হয়। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা এদিন নতুন চালের সঙ্গে কয়েকরকমের ফল দিয়ে ভুজ্যি সাজিয়ে দেবতাকে উৎসর্গ করেন। এসব বাদে ছাতু, তেল, লংকা প্রভৃতিও রামকানাইকে দেওয়া হয়।

হরিশ্চন্দ্রপুরের রায় জমিদারবাড়িতে পালিত হচ্ছে নবান্ন উৎসব।

এছাড়া নবান্ন উৎসবের দিন জমিদারবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে শীতলা মা, চণ্ডী মা, বুড়িকালী, রক্ষাকালীকে পায়েস রেঁধে ভোগ রূপে দেওয়া হয়। জমিদারবাড়ির নিয়ম অনুযায়ী এদিন রামকানাই নিজের মন্দির থেকে বেরিয়ে ভোগ মন্দিরে যান। সেখানে তিনি অন্নভোগ গ্রহণ করেন। তারপর নিজের মন্দিরে ফিরে আসার পর তাঁকে ভোগ হিসেবে ক্ষীর ও লুচি দেওয়া হয়। ভোগ গ্রহণের পর তিনি নিদ্রা যান।

কথিত আছে, একবার ক্ষীর-লুচি বাদ পড়েছিল সেবার রামকানাই বাড়ির সদস্যদের স্বপ্নে দর্শন দিয়ে লুচি খাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। তারপর থেকে প্রতিবছর এই ক্ষীর-লুচি দেওয়া হয়। নবান্নের পরের দিন এই জমিদারবাড়িতে বাসি নবান্ন পালন করা হয়। সেদিন ভাত, পাঁচরকমের ভাজা, সবজি ও মাছ গৃহদেবতাকে ভোগ হিসেবে দেওয়া হয়। আগে বিভিন্ন বিল থেকে মাছ নিয়ে আসা হলেও এখন স্থানীয় বাজার থেকে বাসি নবান্নের জন্য মাছ নিয়ে আসেন জমিদারবাড়ির সদস্যরা।

এই জমিদারবাড়ির নতুন প্রজন্মের সদস্য আর্জেশ রায় বলেন, 'যত দিন যাচ্ছে নতুন প্রজন্ম যেন বাংলার পুরোনো রীতিনীতি ও সংস্কৃতিগুলি ভুলে যাচ্ছে। এই প্রজন্মের অনেকে গ্রামবাংলার এই উৎসবগুলি সম্পর্কে অবগত নয়। আমাদের বাবা-কাকারা এখনও এই রীতিগুলিকে ধরে রেখেছেন। আগামীতে আমরাও এই রীতিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করব।'

> গৃহদেবতা রামকানাই ও গোপালজিউকে নবান্ন উৎসবের দিন পুজো করা হয়। জমির নতুন ধান থেকে তৈরি চাল, খই, মুড়ি, মুড়কি, চিঁড়ে ইত্যাদি গৃহদেবতাকে উৎসর্গ করা হয়। প্রায় ১৫০ বছর ধরে এভাবেই নবান্ন উৎসব পালন করা হচ্ছে।
>
> **সৌমিত্র রায়**
> জমিদারবাড়ির সদস্য

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামাজিক কাজে জনপ্রিয়তা বাড়বে। ধীর, স্থির সভাবের কারণে অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারবেন। আয়ের ভারসাম্য বজায় থাকবে। **বৃষ :** কর্মক্ষেত্রে খুব বুঝেশুনে কথা বলুন। সংসারের সামগ্রী কেনাকাটায় ব্যয় বাড়বে। প্রেমে দোলাচল থাকবে। **মিথুন :** সামান্য ভুলে কাজে ক্ষতি হতে পারে। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। **কর্কট :** কথাবার্তায় সংযমী হতে না পারলে সংসারে অশান্তি বাড়বে। ব্যবসা নিয়ে বাবার সঙ্গে পরামর্শে লাভবান হবেন। **সিংহ :** কাছের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে দামি উপহার পেতে পারেন। বাড়ি সংস্কার করতে জমানো টাকায় হাত দিতে হতে পারে। **কন্যা :** ব্যবসায় ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা। পরিবার নিয়ে নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। **তুলা :** ঝগড়া-ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। পথেঘাটে একটু সতর্কভাবে চলাফেরা করুন। দিনের শেষে টাকার সমস্যা হতে পারে। **বৃশ্চিক :** সন্তানের কর্মপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন, উপকৃত হবেন। **ধনু :** নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। পৈত্রিক ব্যবসা নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে ঝামেলা মিটে যাবে। **মকর :** ধার্মিক কাজে মনোনিবেশ করলে মানসিক চাপ কাটাতে পারবেন। হারিয়ে-যাওয়া কোনও কাগজ পেয়ে স্বস্তি পাবেন। **কুম্ভ :** বন্ধুর সঙ্গে দীর্ঘদিনের মনোমালিন্য কেটে যাবে। নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন না হলে সমস্যা হতে পারে। **মীন :** পরিবার নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা সফল হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। দাম্পত্যে ঝামেলা মিটে যাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ৩ অগ্রহায়ণ, ২৪ নভেম্বর, ২০২৫, ৭ অঘোন, সংবৎ ৪ মার্গশীর্ষ সুদি, ২ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১, অঃ ৪।৪৭। সোমবার, চতুর্থী রাত্রি ৬।১৬। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ৭।৫৮। শূলযোগ দিবা ১১।৫৩। বিষ্টিকরণ রাত্রি ৬।১৬ গতে ববকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ৭।৫৮ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ২।১৯ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ৭।৫৮ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ৬।১৬ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি- ৭।২২ গতে ৮।৪৩ মধ্যে ও ২।৬ গতে ৩।২৬ মধ্যে। কালরাত্রি- ৯।৪৫ গতে ১১।২৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৬।১৬ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৭।৫৮ গতে পুনর্যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- বিবাহ- রাত্রি ৭।৫৮ গতে ৯।৪৫ মধ্যে মিথুন ও কর্কটলগ্নে পুনঃ রাত্রি ৩।৫ গতে শেষরাত্রি ৬।২ মধ্যে তুলা ও বৃশ্চিকলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৮ মধ্যে ও ৯।৬ গতে ১১।১২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৫ গতে ১১।৭ মধ্যে ও ২।৪২ গতে ৩।৩৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিকিম ফেরার পথে দুর্ঘটনা, বরপক্ষের ৩ জনের মৃত্যু

মুহূর্তে আনন্দ বদলাল বিষাদে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার পথে শনিবার গভীর রাতে আট মাইলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বরপক্ষের গাড়ি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুজনের। আরেকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। মৃতদের নাম অর্জুন গুপ্ত (৪২), ব্রিজমোহন গুপ্ত (৬৭) ও রাজকুমার গুপ্ত (৫১)। এছাড়াও জখম হয়েছেন ওই গাড়িতে থাকা আরও ৮ জন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর রবিবার তাঁদের হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মৃত ও জখম প্রত্যেকেরই বাড়ি সিকিমের জোরথাংয়ে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শনিবার ছিল জোরথাংয়ের মণীশ গুপ্তের সঙ্গে শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডের বাসিন্দা সীমা গুপ্তের বিয়ে। চার হাত এক হওয়ার আনন্দের ভাগীদার হতে পাহাড় থেকে সমতলে এসেছিলেন অর্জুন, ব্রিজমোহন, রাজকুমার সহ মোট ১১ জন। প্রত্যেকেই মণীশের আত্মীয়। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে অনেকটাই রাত হয়ে যায়। অনেকে তাঁদের ওই রাতটা শিলিগুড়িতেই থেকে যেতে বলেন। কিন্তু রবিবার সকালে কয়েকজনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকায়, তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন রাতেই সিকিমে ফিরবেন। আর এই ভুল সিদ্ধান্তেই এক লহমায় সমস্ত আনন্দ বদলে গেল বিষাদে।

দুর্ঘটনার জেরে দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে গাড়িটি।

মর্মান্তিক
- বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে রাত ১১টা নাগাদ শিলিগুড়ি থেকে সিকিমে ফিরছিলেন মোট ১১ জন
- আট মাইলে চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে সজোরে ধাক্কা মারে
- ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ২ জনের, আরেকজন হাসপাতালে মারা যান, জখম হন মোট ৮ জন

মৃত রাজকুমারের ভাই চন্দ্রমান গুপ্ত দুর্ঘটনার সময় ওই গাড়িতেই ছিলেন। দাদার দেহ হাতে পাওয়ার পর তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। দুর্ঘটনাটি কীভাবে ঘটল, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'উলটোদিক থেকে একটা বড় গাড়ি আসছিল। গাড়ির আলো সংক্রান্ত সমস্যা হওয়ায় আমাদের গাড়ির চালক সামান্য স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ফেলে। রাস্তার ধারে একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আমাদের গাড়ি ট্রাকটিতে ধাক্কা মারে।'

চন্দ্রমান আরও জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ব্রিজমোহন ও অর্জুনের। বাকি নয়জনকে উদ্ধার করে পুলিশ তড়িঘড়ি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। রাতভর চিকিৎসার পর সেখানেই রাজকুমারের মৃত্যু হয়। এদিন মৃত তিনজনের দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।

মৃতদের এক আত্মীয় মনোজ গুপ্ত বলেন, 'রাতে খাওয়াদাওয়া শেষে অনেকটাই রাত হয়ে যাওয়ায় বলেছিলাম রাতটা শিলিগুড়িতে থাকার জন্য। রাত এগারোটার দিকে ওরা সিকিমে ফেরার জন্য রওনা দেয়।' হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মিহির গুপ্তের আক্ষেপ, 'রাতে রওনা না দিলেই ভালো হত। সব শেষ হয়ে গেল।'

কাজ করেও মিলছে না টাকা

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে বিভিন্ন সময় কাজ করেও বকেয়া টাকা পাচ্ছে না নির্মাণকারী সংস্থাগুলি। বেশ কয়েক বছরে বকেয়ার পরিমাণ প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা। বিষয়টি নিয়ে পূর্ত দপ্তরের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এজেন্সিগুলি। পূর্ত দপ্তরও বিষয়টি নিয়ে বেশ চাপে রয়েছে।

অভিযোগ, পূর্ত দপ্তর কাজ করিয়ে নিলেও স্বাস্থ্য দপ্তর সহযোগিতা না করায় এজেন্সিগুলি টাকা পাচ্ছে না। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক সময়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পূর্ত দপ্তরের কাছে কোনও কাজের হিসেব না নিয়ে নিজেরাই বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে বলেও অভিযোগ। সমস্যা মেটাতে সম্প্রতি জেলা হাসপাতালে দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকের মধ্যে বৈঠকও হয়েছে। তারপরেও রফাসূত্র মেলেনি।

পূর্ত দপ্তরের উত্তরবঙ্গ নির্মাণ বিভাগের এক আধিকারিকের কথায়, 'অনেকদিন ধরে এই সমস্যা চলছে। দ্রুত সমস্যা মিটবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।' দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পূর্ত দপ্তর এই কাজগুলি করায়। ঠিকাদারদের টাকা মেটানোর বিষয়টি তারাই ভালো বলতে পারবে।'

২০২২ সালে জেলা হাসপাতালে জরুরি বিভাগের সামনের বাগানে সৌন্দর্যায়নের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এজেন্সি সময়মতো কাজ করলেও এখনও টাকা হাতে পায়নি। তাগাদা দিয়েও টাকা না পেয়ে এজেন্সি পূর্ত দপ্তরকে আইনি নোটিশ পাঠায়। সেই নোটিশ পূর্ত দপ্তর হাসপাতালের সুপারকে পাঠিয়ে দিয়েছে। গত বছর থেকে হাসপাতালে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের (এমসিএইচ) সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। এখানে অত্যাধুনিক টয়লেট ব্লক তৈরি করা, স্বয়ংক্রিয় শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা করা এবং পুরো ব্লকের সংস্কারের জন্য ৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল স্বাস্থ্য দপ্তর। কাজ শেষ করে এমসিএইচ ব্লক পুরোপুরি চালু হয়ে গিয়েছে। অথচ এখনও ওই কাজের বরাত পাওয়া এজেন্সি টাকা পায়নি। ঠিকাদার সংস্থাগুলির বক্তব্য, সবার কাছে ৩৫-৪০ লক্ষ টাকার কাজ করার মতো আর্থিক পরিস্থিতি থাকে না। ফলে ঋণ নিয়েও কাজ করতে হয়। কিন্তু কাজ করে সময়মতো বরাদ্দ হাতে না পাওয়ায় ভীষণ সমস্যা হচ্ছে।

বকেয়া অনেক
- বিভিন্ন সময় কাজ করেও বকেয়া টাকা পাচ্ছে না নির্মাণকারী সংস্থাগুলি
- ২০২২ সালে জেলা হাসপাতালে সৌন্দর্যায়নের কাজ করা একটি সংস্থার পাঁচ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে
- হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের সংস্কারের কাজ শেষ করেও টাকা পায়নি একটি সংস্থা
- টাকা না পাওয়ায় সম্প্রতি ডায়ালিসিস বিভাগে ১২টি শয্যা তৈরির কাজ বন্ধ করে দেয় একটি সংস্থা

বর্তমানে হাসপাতালে ডায়ালিসিস বিভাগে ১২টি শয্যা তৈরির কাজ চলছে। সেই কাজের জন্য প্রাথমিকভাবে যে টাকা মেটানোর কথা সেটা না পেয়ে এজেন্সি কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। পূর্ত দপ্তর আবেদননিবেদন করে আবার কাজ শুরু করিয়েছে। তবে তারাও এখনও টাকা হাতে পায়নি বলে অভিযোগ।

জোড়া চুরিতে চাঞ্চল্য

খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া, ২৩ নভেম্বর : খড়িবাড়ি থানার পেছনে অবস্থিত একটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার এনিয়ে পুলিশে অভিযোগ জানান বাড়ির মালিক পরমাত্মা গুপ্তর ছেলে সতীশ গুপ্ত।

সতীশ ছাড়া ওই বাড়ির সকল সদস্য উত্তরপ্রদেশে গিয়েছেন একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। এদিকে ব্যবসার কাজে শনিবার বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন সতীশ। রাতে বাড়ি ফিরে তিনি দেখেন বাড়ির দরজা, আলমারি ভাঙা। এরপর তিনি দেখেন বাড়িতে থাকা বেশকিছু নগদ টাকা এবং সোনা ও রুপোর গয়না চুরি গিয়েছে। সতীশ বলেন, 'থানা লাগোয়া বাড়ি তাও কীভাবে চুরির ঘটনা ঘটল বুঝতে পারছি না।' খড়িবাড়ি থানার ওসি অনুপ বৈদ্য জানান, একটি চুরির অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

অন্যদিকে, ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ সাজিরুল হকের বাড়িতে চুরির ঘটনায় চটহাটের হাগরাগছে চাঞ্চল্য ছড়াল রবিবার। সাজিরুল জানান, এদিন পরিবারের কেউ বাড়িতে ছিলেন না। সেই সুযোগে আলমারি ভেঙে সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। যদিও চুরির ঘটনা নিয়ে রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

চা পাতা চুরির অভিযোগ

চোপড়া, ২৩ নভেম্বর : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁচাকালী এলাকায় শিলিগুড়ির এক চা বাগান মালিকের জমি থেকে রবিবার স্থানীয়দের একাংশের বিরুদ্ধে প্রায় এক হাজার কেজি কাঁচা চা পাতা চুরির অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ওই বাগান মালিকের অভিযোগ, এদিন সকালে তার একটি প্লট থেকে স্থানীয়দের একাংশ কাঁচা চা পাতা তুলে নিয়ে পালান। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন

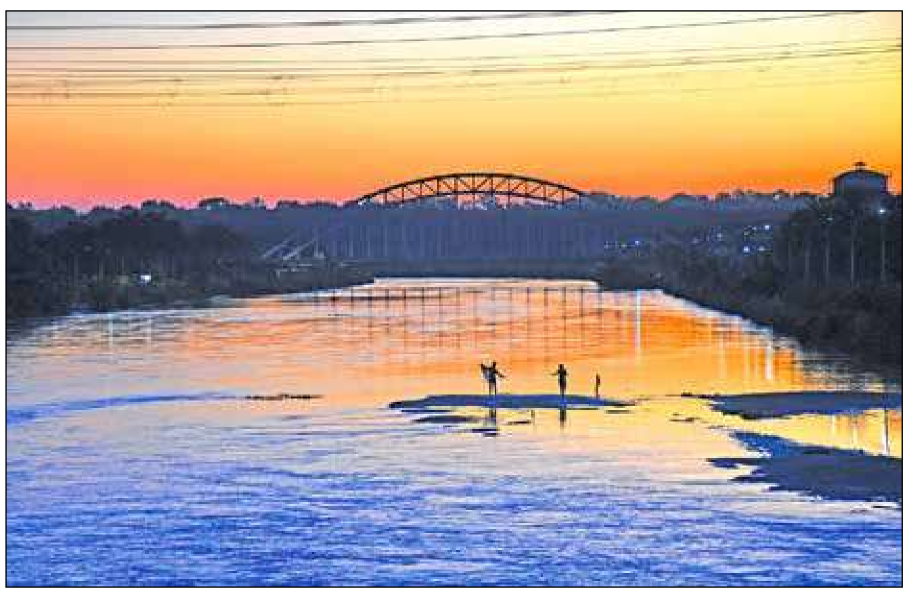
দিনশেষে।। *রবিবার গজলডোবায় সুশান্ত পালের ক্যামেরায়।*

আবর্জনায় 'ভাত' খোঁজেন মাম্পিরা

কোচবিহার, ২৩ নভেম্বর : রাসমেলার আড়ম্বর নিয়ে ওদের মাথাব্যথা নেই। মেলায় কত মানুষ এসেছিলেন, নতুন কী কী পাওয়া গিয়েছে, কত টাকার ব্যবসা হয়েছে, সেসব ওদের না জানলেও চলে। কিন্তু যেটা জানা চাই-ই চাই তা হল, পুরসভা মেলার মাঠের আবর্জনা পরিষ্কার করবে কবে? কারণ সব পরিষ্কার করা হয়ে গেলেই তো ওদের রোজগার করার মওকাও শেষ হয়ে যাবে।

খোলসা করেই বলা যাক। রাসমেলা শেষ হওয়ার পর থেকেই জনাদশেক মহিলাকে দেখা যাচ্ছে। কাঁধে বস্তা নিয়ে তাঁরা মেলা চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মেলার আবর্জনার স্তূপ থেকে বেছে বেছে 'মূল্যবান সামগ্রী' অর্থাৎ কাগজের কার্টন, প্লাস্টিকের বোতল বস্তায় ভরছেন। সেগুলি নিয়ে যাচ্ছেন বিক্রি করতে। দিনশেষে কারও রোজগার ৩০০, আবার কারও ৪০০ টাকা। পুরসভা মাঠ পরিষ্কার করে ফেললেই মেলার মাঠ থেকে তাঁদের এই রোজগার বন্ধ। তাই যতক্ষণ না সব পরিষ্কার হচ্ছে ততক্ষণে আবর্জনার স্তূপ থেকেই বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করছেন তাঁরা। দিনভর চলছে তাঁদের কাজ।

কথা হচ্ছিল শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনপল্লির বাসিন্দা মাম্পি রায়ের সঙ্গে। তিনি আবার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের প্রতিবেশী। তিনি বলছিলেন, 'কাগজের কার্টনের দাম ১২ টাকা কেজি। ২০ কেজি জোগাড় করতে পারলেই ২৫০ টাকার মতো রোজগার হয়।' মাম্পি পালটা প্রশ্ন ছুড়লেন, 'আচ্ছা, সরকার থেকে মাঠ কবে পরিষ্কার করে দেবে জানেন?' হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন, তা জানতে চাওয়ায় জবাব মিলল, 'মাঠে এখনও অনেক জিনিস পড়ে রয়েছে। সব পরিষ্কার করে ফেললে তো আর নিতে পারব না।'

মাম্পির মতো তোর্ষার বাঁধের পাড়ের বাসিন্দা শিউলি বর্মনও এসেছিলেন তিনটি বস্তা নিয়ে। বিকেলের মধ্যে তাঁর প্রতিটি বস্তাই ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

বিএলও সাক্ষাতে মন্ত্রী

চোপড়া, ২৩ নভেম্বর : চোপড়ার অসুস্থ বিএলও-র শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে রবিবার ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে যান রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি ও তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। চোপড়া ব্লকের জাগিরবস্তি বুথের বিএলও মুস্তফা কামাল শনিবার সকালে শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। বিএলও ও তাঁর পরিবারের অভিযোগ, এসআইআর-এর কাজের চাপে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতা নিয়ে একই সুরে নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করেন মন্ত্রীও।

কানাইয়ালাল বলেন, 'নির্বাচন কমিশন আড়াই বছরের কাজ আড়াই মাসে করাতে গিয়ে বিএলও-দের চাপে ফেলেছে। কেউ সুইসাইড করছেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।'

স্বাস্থ্য শিবির

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ নভেম্বর : ফাঁসিদেওয়া-১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে চটহাট দলীয় কার্যালয়ে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয় রবিবার। শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালের সহযোগিতায় এদিনের শিবিরে প্রায় ১০০-র বেশি সাধারণ মানুষের বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা করা হয়।

একই কায়দায় ফের সোনার দোকানে চুরি

পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : ফের একইভাবে সোনার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটল দক্ষিণ একতিয়াশাল এলাকায়। রবিবার সকালে একটি সোনার দোকান থেকে সোনার গয়না ভর্তি ব্যাগ নিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা। দোকান মালিক সুজয় পালের অভিযোগ, সকাল এগারোটার দিকে দোকান খুলে ভেতরে একটি সোনার গয়নাভর্তি ব্যাগ রাখেন। দোকানের সামনে থাকা আবর্জনা ঢাকা দেওয়ার জন্য বালি আনতে গিয়েছিলেন। সেসময় হঠাৎ একটি বাইক দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। একজন বাইক থেকে নেমে দোকানে ঢুকে ব্যাগটি নিয়ে বাইকে উঠে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুতগতিতে বাইক নিয়ে পালিয়ে যায় দুই দুষ্কৃতী।

এমন ঘটনায় থতমত খেয়ে যান স্থানীয়রা। দুই দুষ্কৃতীকে ধরার জন্য বাইকের পিছু নেন অনেকে। যদিও ইস্টার্ন বাইপাস হয়ে চলে যায় বাইকটি। বিষয়টি নিয়ে আশিঘর ফাঁড়িতে অভিযোগ জানান ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ী। তিনি বলেন, 'দশ বছর ধরে ব্যবসা করছি। এর মধ্যে তিনবার চুরি হয়েছে। কোনওবারই চুরির সামগ্রী উদ্ধার হয়নি। এবারেও উদ্ধার হবে কি না জানি না।'

এদিকে, রবিবারের ঘটনাটি নিয়ে পুলিশের অন্দরেও চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। কেননা এদিনের ঘটনা নিয়ে একই পদ্ধতিতে গত চার মাসে তিনটি চুরির ঘটনা ঘটলেও এখনও পর্যন্ত একটি ঘটনারও কিনারা করতে পারেনি পুলিশ। এদিনের ঘটনার পর পুলিশ আধিকারিকরা অনুমান করছেন, তিনটি ঘটনার পিছনে কোনও একটি নির্দিষ্ট গ্যাং রয়েছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'প্রাথমিকভাবে তদন্ত করে একটি লিংক পেয়েছি। অভিযুক্তরা ওই ব্যবসায়ীর পিছু করছিল। এরপর সুযোগ বুঝে সোনার ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।'

> প্রাথমিকভাবে তদন্ত করে একটি লিংক পেয়েছি। অভিযুক্তরা ওই ব্যবসায়ীর পিছু করছিল। এরপর সুযোগ বুঝে সোনার ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।
>
> **রাকেশ সিং**
> *ডিসিপি (পূর্ব), শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ*

একের পর এক চুরির ঘটনায় স্বর্ণ ব্যবসায়ী মহলেও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্প সমিতির ক্ষুদিরামপল্লি ১ নম্বর শাখার সম্পাদক হরিপদ দাসের বক্তব্য, 'অনেকে রাতে দোকানে সোনার সামগ্রী ফেলে রেখে যেতে চায় না। সেকারণে বাড়িতে নিয়ে যায়। এখন যাওয়া-আসার পথে এভাবে রেইকি চালিয়ে যদি সোনার ব্যাগটাই নিয়ে পালিয়ে যায় তাহলে এটা দুশ্চিন্তার বিষয়। বিক্ষিপ্তভাবে থাকা সোনার দোকানগুলিকে টার্গেট করা হচ্ছে।'

এদিনের ঘটনা সামনে থেকে দেখেন মনোরঞ্জন রায়। তাঁর কথায়, 'বাইকে চেপে দুজন এসে নিমেষের মধ্যে ঘটনাটি ঘটাল। আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই দোকান থেকে গয়নার ব্যাগ নিয়ে চম্পট দিল।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা সন্তোষ কুমার পান্ডে - কে 24.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 57K 40616 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার মতো সাধারণ পরিবারের কারও জন্য এক কোটি টাকা জেতা সত্যিই ভাবনাতীত ছিল। ডিয়ার লটারি অনেক মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনেছে এবং তাদের মধ্যে আমিও একজন। এই অসাধারণ আশীর্বাদের জন্য আমি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি এবং ডিয়ার লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

মদের আসরে স্বামীকে কোপ

ধূপগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : দৃশ্য সিনেমার মতো। বন্ধুদের নিয়ে জমে উঠেছিল মদের আসর। পাশেই চলছিল গানের অনুষ্ঠান। তা হঠাৎ ছত্রভঙ্গ করলেন স্ত্রী। চলল বেশ কিছুক্ষণের বিতণ্ডা। এর মধ্যেই মাংস রান্নার কারণ নিয়ে মদের আসরেই ক্ষিপ্ত স্ত্রীর ধারালো অস্ত্রের কোপ পড়ল স্বামীর মাথায়। শনিবার গভীর রাতে ধূপগুড়ি ব্লকের উত্তর খট্টিমারি এলাকায় এক গানের অনুষ্ঠান চলাকালীন এক দম্পতির এই কাণ্ডে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় স্ত্রী পদবালা রায়ের আঘাতে আহত হয়েছেন স্বামী ভরত রায়।

জানা গিয়েছে, ভরত প্রায় রাতেই মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে স্ত্রী পদবালার সঙ্গে ঝামেলা করতেন। নয়ছয় করতেন টাকাপয়সা। হাত বাড়াতেন স্ত্রীর ব্যক্তিগত সঞ্চয়েও। এদিন রাতে বাড়িতে ছিলেন না পদবালা। সেই সুযোগে ভরত মাংস রান্না করে বন্ধুদের নিয়ে ওই গানের অনুষ্ঠানের আড়ালে মদের আড্ডা জমিয়েছিলেন। এরই মধ্যে খবর পান স্ত্রী পদবালা। ধারালো অস্ত্র নিয়ে ছুটে যান স্বামীর মদের ঠেকে। সেখানেই তাঁদের দাম্পত্যকলহ পৌঁছোয় তুঙ্গে। তখন স্বামী ভরতের অজুহাত ছিল, জামাই ধ্রুব মাংস খেতে চেয়েছিলেন। তাই নিজে হাতে রান্না করে মাংস নিয়ে এসেছেন। এক হাতে মাংসের গামলা নিয়ে এবং অন্য হাত দিয়ে স্বামীর মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিকবার কোপ মারেন। খবর পেয়ে জামাই ধ্রুব ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। আহতকে উদ্ধার করে জামাই এবং ভরতের বন্ধুরা ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এরপর ধূপগুড়ি থানার পুলিশও হাসপাতালে পৌঁছে যায়। ভরতের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুতে ভাঙচুর মেডিকেলে

রক্তের জন্য দাবি ৩০০০ টাকা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগীমৃত্যু এবং রক্তের জন্য টাকা চাওয়ার অভিযোগে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। শনিবার মৃতের পরিবার হাসপাতালে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায়। পরিবারের অভিযোগ, সড়ক দুর্ঘটনায় পায়ে গুরুতর আঘাত নিয়ে তরুণ সিং নামে ১৭ বছরের এক কিশোরকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছিল। তার প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় দ্রুত রক্তের প্রয়োজন ছিল। মেডিকেলের ব্লাড ব্যাংকে গেলে রক্তের জন্য ইউনিট প্রতি ৩০০০ টাকা দাম চাওয়া হয় বলে অভিযোগ। কোনওমতে পরিবার তিন ইউনিট রক্তের ব্যবস্থা করে। কিন্তু তারপরেও বাঁচেনি ওই কিশোর। পরিবারের দাবি, হাসপাতালের চিকিৎসকরা সময়মতো রোগীর চিকিৎসাই শুরু করেননি। এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতের পরিবারের সদস্যরা ট্রমা কেয়ার ইউনিটের দরজা, জানলা ভাঙার চেষ্টা করেন। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ময়নাতদন্তের পরে দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যদিও মেডিকেলের অর্থোপেডিক বিভাগ চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

হাসপাতাল সুপার সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ ঠিক নয়। সময়মতোই চিকিৎসা করা হয়েছিল। তবে রক্তের জন্য টাকা চাওয়ার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে।' গত শুক্রবার সকালে কিশনগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয় তরুণ। তার বাঁ পায়ে গুরুতর চোট লাগে। প্রথমে তাকে এমজিএম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও পরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করা হয়। রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য দ্রুত অপারেশন করা জরুরি বলে জানিয়েছিলেন এমজিএম-এর চিকিৎসকরা। রাতেই তাকে পরিবারের সদস্যরা উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। কিশোরের জামাইবাবু শত্রুঘ্ন মাহাতোর কথায়, 'জরুরি বিভাগে রোগীর পায়ে সামান্য ড্রেসিং করে ওয়ার্ডে নিয়ে যেতে বলা হয়। আমরা সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করে রোগীকে মেল ক্যাজুয়ালটি ওয়ার্ডে নিয়ে যাই। কিন্তু সেখানে শয্যা খালি ছিল না। ফলে রোগীকে মেঝেতে শুইয়ে রাখতে হয়েছে। রাত পর্যন্ত একজন ডাক্তারও দেখেননি।'

তাঁর আরও অভিযোগ, একবার এক নার্স এসে রোগীকে দ্রুত রক্ত দিতে হবে বলে জানান। এই শুনে পরিবারের সদস্যরা রোগীকে রেখে ব্লাড ব্যাংকে যান। সেখানে রক্তের জন্য প্রতি ইউনিট ৩০০০ টাকা করে চাওয়া হয়। সেই টাকাতেই রক্তের ব্যবস্থা করা হয়। যদিও অনেক রাত পর্যন্ত সেই রক্ত ওয়ার্ডে ফেলে রাখা হলেও রোগীকে দেওয়া হয়নি। ভোরে ট্রমা কেয়ার ইউনিটে একটি শয্যা খালি হয়েছে জানিয়ে কিশোরকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়। অভিযোগ, সেসময় স্ট্রেচার বা হাসপাতালের কর্মীদের সাহায্যের জন্য পাওয়া যায়নি। শুধু একজন আয়াকে দেখিয়ে দেওয়া হয়। বাধ্য হয়ে পরিজনরাই রোগীকে তুলে অক্সিজেন সিলিন্ডার কাঁধে চাপিয়ে দোতলার ট্রমা ইউনিটে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেন। সেখানে রক্তাক্ত অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা করে রোগীর মৃত্যু হয়।

যদিও এই ঘটনায় অর্থোপেডিক বিভাগের প্রধান পার্থসারথি সরকারের বক্তব্য, 'সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম ওই কিশোরকে মেডিকেলে নিয়ে আসার পরেই চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। কিন্তু তাকে বাঁচানো যায়নি। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ মিথ্যা।'

যা ঘটেছে

- পায়ে গুরুতর ক্ষত নিয়ে তরুণ সিংকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে আনা হয়
- মেল ক্যাজুয়ালটি ওয়ার্ডে শয্যা না থাকায় রোগীকে মেঝেতে শুইয়ে রাখা হয়
- রাত পর্যন্ত একজন ডাক্তারও দেখেননি বলে অভিযোগ
- ব্লাড ব্যাংকে রক্তের জন্য ইউনিট প্রতি ৩০০০ টাকা করে চাওয়া হয়

সোনার ফসল ঘরে তোলার পালা।। *পোড়াঝাড়ে ধান কাটতে ব্যস্ত মহিলারা। ছবি : সূত্রধর*

তছরুপে ধৃত রেলকর্মীর স্ত্রী

টিকিট বিক্রির টাকা নিয়ে তদন্তের জের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : রবিবার এক রেলকর্মীর স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম জয়শ্রী সরকার। বাড়ি ভক্তিনগর এলাকার সেন্ট্রাল কলোনিতে। ধৃতের স্বামীর নাম অনীশ সরকার। তিনি এনজেপি স্টেশনে কমার্সিয়াল সুপারভাইজারের দায়িত্বে ছিলেন। এদিন দুপুরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জয়শ্রীকে থানায় ডেকে পাঠানো হয়। তাঁর আয়ের সঙ্গে সংগতিহীন সম্পত্তির বিপুল পরিমাণ দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। আয়ের উৎস সম্পর্কে পুলিশের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে না পারায় জয়শ্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারির পর জয়শ্রীকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁকে একদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। সোমবার তাঁকে ফের আদালতে পেশ করা হবে। এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'এই ঘটনায় এদিন একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

পুলিশ জানিয়েছে, অনীশের ওপর এনজেপি স্টেশনের কাউন্টার থেকে টিকিট বিক্রির টাকা ব্যাংকে জমা করার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু ২০২৪ সালের ৩ জানুয়ারি টিকিট বিক্রি থেকে আয় হওয়া ১৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫৩৪ টাকা অনীশ ব্যাংকে জমা দেননি বলে অভিযোগ। এই ঘটনা সামনে আসায় এনজেপির চিফ কমার্সিয়াল ইনস্পেকটর গত বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, সব মিলিয়ে টিকিট বিক্রির প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যাংকে জমা পড়েনি।

অভিযোগ ওঠে, অনীশ টিকিট বিক্রির টাকা তছরুপ করে তাঁর স্ত্রীর বিভিন্ন ব্যবসায় খাটাচ্ছিলেন। এদিকে, থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরই অনীশ গা-ঢাকা দেন এবং পরবর্তীতে তিনি জলপাইগুড়ির কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ থেকে আগাম জামিন নেন। তবে তাঁর চার চাকার একটি বিলাসবহুল গাড়ি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে।

পুলিশ জানিয়েছে, জয়শ্রী একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে শিক্ষকতা করেন। সেই স্কুল থেকে পাওয়া যৎসামান্য মাইনে সত্ত্বেও জয়শ্রীর বিলাসবহুল জীবনযাত্রা দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। তাঁর আয়ের উৎস যাচাইয়ের পাশাপাশি তিনি কত টাকা আয়কর দেন, সেই কাগজ পুলিশ খতিয়ে দেখে। পুলিশ দেখে, জয়শ্রীর আয়করের নথিতে দেখানো হয়েছে তাঁর বার্ষিক আয় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। যা তাঁর বিপুল সম্পত্তির সঙ্গে সংগতিহীন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশের এক কর্তা জানান, টিকিট বিক্রি থেকে তছরুপ করা টাকা অনীশ তাঁর স্ত্রীর ব্যবসাতে খাটাতেন। এদিকে অনীশ শ্রমিক নেতা হিসাবে পরিচিত। সেই ক্ষমতা তিনি বিভিন্নভাবে অপব্যবহার করতেন বলে অভিযোগ।

এদিন তাঁর স্ত্রীর গ্রেপ্তারির পর অনীশকে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও, তাঁর ফোন 'এনগেজ' পাওয়া যায়। হোয়াটঅ্যাপে কল করলেও তিনি জবাব দেননি।

কী ঘটেছে

- জয়শ্রীর স্বামী অনীশ সরকার এনজেপি স্টেশনের কমার্সিয়াল সুপারভাইজার
- অনীশ টিকিট বিক্রির প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যাংকে জমা দেননি বলে অভিযোগ
- ওই টাকা অনীশ জয়শ্রীর বিভিন্ন ব্যবসাতে খাটাতেন বলে জানা গিয়েছে

১০ বছর পর কালভার্ট নির্মাণ

খড়িবাড়ি, ২৩ নভেম্বর : প্রায় ১০ বছর পর অবশেষে শুরু হল কালভার্ট নির্মাণের কাজ। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তত্ত্বাবধানে রবিবার থেকে বুড়াগঞ্জের চেকরমারি গ্রাম ও ফুলবাড়ি চা বাগানের সংযোগকারী রাস্তার কালভার্ট তৈরির কাজের সূচনা হয়।

১০ বছর আগে বুড়াগঞ্জের দোদলং নদীর উপর অবস্থিত কালভার্টটির উইংস জলের তোড়ে ভেঙে যায়। তারপর থেকে ওই রাস্তা হয়ে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় থেকেই দৈনন্দিন যাতায়াত কিংবা পণ্য পরিবহণে ব্যাপক সমস্যায় পড়ছিল এলাকার কয়েকশো পরিবার। এলাকার পড়ুয়াদেরও বর্ষায় চরম ভোগান্তি পোহাতে হত। তারপর থেকে কালভার্ট নির্মাণের জন্য দশ বছরে বহু আন্দোলন করেন এলাকাবাসী। অবশেষে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের তরফে ১৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা অনুমোদন করা হয় এই কালভার্ট তৈরির জন্য।

রবিবার থেকে মহকুমা পরিষদের তত্ত্বাবধানে নতুন করে বক্স কালভার্ট তৈরির কাজ শুরু হল। এদিন এই কাজের শিলান্যাস করেন মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ। এছাড়াও ছিলেন বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনীতা রায় প্রমুখ। দীর্ঘদিন পর নতুন করে কালভার্ট তৈরির কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার বাসিন্দারা।

নদীর ঘাটে র‍্যাশন কার্ড

মালবাজার ও মেটেলি, ২৩ নভেম্বর : রবিবার বিকেলে মাল নদীর নিরঞ্জন ঘাটে আবর্জনার স্তূপের মধ্যে ২০-২৫টি র‍্যাশন কার্ড পড়ে থাকতে দেখেন কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। উদ্ধার হওয়া কার্ডগুলির মধ্যে মেটেলি ব্লকের গোবরা বস্তির বাবলু ইসলাম ও রমেশ ওরাওঁ-এর কার্ডও রয়েছে। তাঁদের র‍্যাশন দোকানের ডিলার অপু সরকার বলেন, 'ওই দুইজন এখনও আমার দোকানে নিয়মিত র‍্যাশন নিচ্ছেন।' বাবলু ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, বর্তমানে অনলাইন থেকে ডুপ্লিকেট কপি ডাউনলোড করে র‍্যাশন নিচ্ছেন। নতুন কার্ড এখনও হাতে পাননি তিনি। এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়া হতেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে র‍্যাশন ও ভোটার কার্ড উদ্ধার হচ্ছে। এই বিষয়ে মহকুমা খাদ্য আধিকারিক কিংশুক মিত্র বলেন, 'আমি এখন অসুস্থতার জন্য ছুটিতে রয়েছি। তবু বিষয়টির ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখছি।' মেটেলির বিডিও অভিনন্দন ঘোষও একই কথা বললেন।

উধাও ক্যাশবাক্স

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : গোয়েল মোড় এলাকায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার সকালে ওই বাড়ির লোকজন দেখেন, তাঁদের বাড়িতে থাকা একটি দামি ক্যামেরা উধাও হয়ে গিয়েছে। এমনকি ওই বাড়ি সংলগ্ন চায়ের দোকান থেকে উধাও ক্যাশবাক্সও। এরপর বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজে তাঁরা দেখেন, এক মহিলা এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

বাঘের মাসি।। *শিলিগুড়ির অরবিন্দপল্লিতে ছবিটি তুলেছেন সুবীর বর্মন।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ভগ্নপ্রায় কালভার্টে স্থানীয়দের ভোগান্তি

গৌতম চাকী

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পতিরাম এলাকার গ্যাস গোডাউনের দিকে যাওয়ার রাস্তাটির কালভার্টের বেশিরভাগ অংশ ভেঙে গিয়েছে। কালভার্টের ভেঙে যাওয়া অংশের ওপর পেতে দেওয়া হয়েছে লোহার পাত। এই লোহার পাতের ওপর দিয়েই যানবাহন চলাচল করছে। এই রাস্তা দিয়ে টোটো, বাইক সহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করে।

কালভার্টের এই অবস্থার জন্য যে কোনও সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। এর পাশাপাশি চৌরঙ্গি মোড় থেকে মাটিগাড়া চা বাগান হয়ে শুঁটকিহাটি পর্যন্ত রাস্তাটিও দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই কারণে স্থানীয়দের মনে ক্ষোভ জন্মেছে।

এ বিষয়ে মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপালি ঘোষ বলেন, 'খুব দ্রুত এই সমস্যাগুলির সমাধান করা হবে।'

অভিযোগের সুরে স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ রায় বলেন, 'দুর্গাপুজোর আগে থেকে এই রাস্তার কালভার্টটি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কিন্তু এই নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের কোনও হেলদোল নেই। খুব সাবধানে এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে হয়, যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' তিনি যোগ করেন, 'ভোটের সময় নেতারা বারবার এলাকায় ভোট চাইতে আসেন। কিন্তু সমস্যার সময় তাঁদের দেখা মেলে না।'

আরেক স্থানীয় শিপ্রা মল্লিক বলেন, 'এই কালভার্টটি অনেকদিন ধরে ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই কারণে মাঝে মাঝেই এই রাস্তায় টোটো উলটে যায়। পাশাপাশি চৌরঙ্গি মোড় থেকে শুঁটকিহাটি পর্যন্ত রাস্তাটি তো যাতায়াতের অযোগ্য। আমরা স্থানীয়রা এ নিয়ে বহুবার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে জানিয়েছি। প্রতিবার আমাদের গালভরা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না।'

ভাঙা কালভার্টে লোহার পাত দিয়ে চলছে যাতায়াত।

এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য জয়নন্দ সরকার বলেন, 'কালভার্টের ভাঙা জায়গায় আমরা লোহার পাত পেতে দিয়েছি। চৌরঙ্গি মোড় থেকে শুঁটকিহাটি পর্যন্ত রাস্তাটি যখন নতুন করে তৈরি করা হবে তখন এই কালভার্টের জায়গায় একটা বড় নর্দমা তৈরি করা হবে। তাই এখন কালভার্টটি সারানো হচ্ছে না।'

যদিও পঞ্চায়েত সদস্যের আশ্বাসে ভুলতে নারাজ স্থানীয়রা।

বধূর মৃত্যু, গ্রেপ্তার স্বামী

বাগডোগরা, ২৩ নভেম্বর : স্ত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে চন্দন দাসকে শনিবার রাতে গ্রেপ্তার করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। বাগডোগরা থানার ওসি পার্থসারথি দাস বলেন, 'রবিবার ধৃতকে আদালতে পাঠানো হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।' মৃত দুর্গা দাস (২২)-এর বাড়ি আলিপুরদুয়ারের কালচিনিতে। দুর্গার দাদা রাধেশ্যাম দাসের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, '৩ বছর আগে দুর্গার সঙ্গে বাগডোগরার চন্দন দাসের বিয়ে হয়। তাঁদের ২ বছরের মেয়ে রয়েছে। বিয়ের পর থেকে বোনের স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর-ননদ মিলে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত।' তাঁর আরও সংযোজন, শনিবার সকালে বোনের শ্বশুরবাড়ি থেকে ফোন করে জানানো হয় বোন অসুস্থ। কালচিনি থেকে বাগডোগরায় বোনের বাড়ি এসে রাধেশ্যাম জানতে পারেন, তাঁর বোন ফাঁস দিয়েছেন। কিন্তু রাধেশ্যাম ও তাঁর পরিবারের অভিযোগ, দুর্গাকে মেরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

চলার অযোগ্য পাথরঘাটার রাস্তা

বাগডোগরা, ২৩ নভেম্বর : রাস্তায় বড় বড় বোল্ডার বেরিয়ে এসেছে। হাঁটাচলা করতে গেলে নাক, মুখ চাপা দিতে হয়। স্থানীয়দের কথায়, বৃষ্টি হলে সমস্যা দ্বিগুণ হয়। রাস্তায় তৈরি হয়েছে বড় গর্ত। মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটা গ্রামের হরসুন্দর হাইস্কুল থেকে পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার রাস্তার এমন ছবি দীর্ঘদিনের। তবে এই সমস্যার সমাধান করতে প্রশাসনের তরফে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এমনকি এলাকার বাসিন্দা তথা মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন ওই রাস্তা দিয়ে নিত্য যাতায়াত করলেও রাস্তা মেরামতির ব্যাপারে তিনিও উদাসীন বলে অভিযোগ করেছেন বাসিন্দারা।

এদিকে রাস্তার বেহাল অবস্থার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বিধায়ক। তিনি বললেন, 'বিধানসভায় রাস্তার বিষয়টি উত্থাপন করেছিলাম। তবুও মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।' স্থানীয়দের কাছে এই রাস্তার বেশ গুরুত্ব রয়েছে। পাশাপাশি এই রাস্তা হয়েই পাথরঘাটায় অবস্থিত বেশ কয়েকটি বেসরকারি স্কুল এবং একটি বেসরকারি ল' কলেজে যাতায়াত করতে হয়। ফলে স্কুল, কলেজের পড়ুয়াদের বেশ সমস্যায় পড়তে হয়।

অন্যদিকে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা না থাকায় রাতে চলাচল করা বেশ সমস্যার বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় জ্যোতিষ বর্মনের কথায়, 'বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করি। ডিউটি শেষে বাড়ি ফিরতে রাত হলে এই রাস্তা হয়ে যাতায়াত করতে ভয় হয়।' বাসনা বর্মন বলেন, '৫ বছর আগে একবার মেরামত করা হয়েছিল রাস্তাটি। তারপর থেকে এভাবেই রয়েছে। বৃষ্টি হলে রাস্তার জল দোকানে ঢুকে যায়। আর এখন ধুলোর জন্য রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা যায় না।' একই সমস্যার কথা জানালেন নারায়ণ বর্মন। বিধায়ক বা সাংসদ তহবিল থেকে রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষও রাস্তার বেহাল অবস্থার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'এই রাস্তা মেরামত করা খুবই জরুরি। ব্যস্ততম এই রাস্তা মেরামত করার জন্য সমিতির তরফ থেকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, এসজেডিএ-র কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। এছাড়াও পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তাটি সংস্কার করা যায় কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বোল্ডারে ভরা পাথরঘাটার এই পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা।

> বিধানসভায় রাস্তার বিষয়টি উত্থাপন করেছিলাম। তবুও মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।
>
> **আনন্দময় বর্মন**
> *বিধায়ক, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি*

মোহনদের কথা এবার বিশ্বের দরবারে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৩ নভেম্বর : ভালো নাম 'ব্ল্যাক সফট শেল' কচ্ছপ। কোচবিহারে তাদেরই ডাকনাম মোহন। তবে ডাকনামেই তাদের যত নামডাক। এবার সেই বাণেশ্বরের মোহনদের গল্প আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভালের সৌজন্যে উঠে আসবে বিশ্বের দরবারে। ডিসেম্বরে হাওয়াই আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভালে প্রদর্শিত হবে মোহনদের নিয়ে তৈরি করা তথ্যচিত্র 'দ্য টার্টল ওয়ারিয়র্স'। কোচবিহারের প্রাক্তন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য এই তথ্যচিত্রটি তৈরি করেছিলেন।

মোহনকে নিয়ে কোচবিহারের মানুষের বরাবরই একটি আবেগ রয়েছে। বিশ্বের হাতেগোনা কয়েকটি জায়গায় এই 'ব্ল্যাক সফট শেল' কচ্ছপ পাওয়া যায়। তার মধ্যে কোচবিহার একটি। কিন্তু পথ দুর্ঘটনা ও পাচারের কারণে দিন-দিন এখানে মোহনের সংখ্যা কমে আসছে। বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার দশা। ২০২৪ সালে কোচবিহারের তৎকালীন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের তৈরি করা সেই তথ্যচিত্রে মোহনের বেঁচে থাকার যুদ্ধের কাহিনী ফুটে উঠেছে। গতবছর ৩০ ডিসেম্বর ২৯ মিনিটের 'দ্য টার্টল ওয়ারিয়র্স' নামের তথ্যচিত্রটি মুক্তি পেয়েছিল।

নির্মাতারা জানান, মোহনদের নানা সমস্যা, গাড়িচাপা পড়ে তাদের মৃত্যু, পাচারের মতো ঘটনা ও কীভাবে মোহন সংরক্ষণ করা যায় তা তথ্যচিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও মোহন রক্ষা কমিটি কীভাবে মোহনের জন্য কাজ করছে তার বর্ণনা রয়েছে তথ্যচিত্রে। প্রায় মাস দেড়েকের বেশি সময় ধরে সেটি তৈরি করা হয়েছিল। তার প্রযোজনা করেন পুলিশ সুপারের সহধর্মিণী রোশনি দাস ভট্টাচার্য। ক্যামেরার দায়িত্ব সামলেছেন প্রশান্ত মোহন্ত। গত শুক্রবার নির্মাতাদের কাছে হাওয়াই ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস কর্তৃপক্ষের তরফে মেল মারফত জানানো হয়, সংশ্লিষ্ট তথ্যচিত্রটি সেখানে সেমিফাইনালিস্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। এরপর ডিসেম্বরে তা প্রদর্শিত হবে। বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়ে দ্যুতিমান ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'কোচবিহারের বাণেশ্বর মোহনদের নিয়ে আমাদের তথ্যচিত্রটি এবার সুদূর হাওয়াইয়ে। পুরো টিম জিন্দাবাদ।'

তথ্যচিত্রটির ক্যামেরার দায়িত্ব সামলানো প্রশান্ত মোহন্ত উচ্ছ্বাসের সুরে বললেন, 'এর আগেও আমাদের তথ্যচিত্রটি একাধিক জায়গায় পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। হাওয়াই আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভালে নির্বাচিত হতে পারাটা অনেক গর্বের।' মোহনদের নিয়ে দীর্ঘবছর ধরে কাজ করা মোহন রক্ষা কমিটির সভাপতি পরিমল বর্মন বলেছেন, 'বাণেশ্বরের মোহন গোটা বিশ্বের সামনে উঠে আসবে এটি অত্যন্ত ভালো বিষয়। মোহনদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র দুই সরকারেরই উচিত গুরুত্ব দিয়ে আরও বেশি পদক্ষেপ করা।'

পুলিশ সূত্রে খবর, কয়েকবছর আগেও বাণেশ্বর এলাকায় প্রতিবছর ৬০-৭০টি মোহন পথ দুর্ঘটনায় মারা যেত। প্রশাসন, পুলিশ ও স্থানীয় মোহন রক্ষা কমিটির তৎপরতায় তা অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তবুও মাঝেমধ্যেই মোহনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। বাণেশ্বরের শিবদিঘিতে সবচেয়ে বেশি মোহন রয়েছে। সেখানেও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সেই প্রবণতা ঠেকাতে আরও পদক্ষেপ প্রয়োজন বলে মনে করছেন পরিবেশপ্রেমী ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

বাণেশ্বরে মোহনদের সমস্যা নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরি।

> এর আগেও আমাদের তথ্যচিত্রটি একাধিক জায়গায় পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। হাওয়াই আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভালে নির্বাচিত হতে পারাটা অনেক গর্বের।
>
> **প্রশান্ত মোহন্ত**
> *তথ্যচিত্রটির ক্যামেরাম্যান*

হাতি দেখে অসুস্থ, পরে মৃত্যু তরুণীর

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ২৩ নভেম্বর : বাড়ির সামনের রাস্তায় প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় হঠাৎ করে বিশালাকার এক হাতি সেখানে উপস্থিত হয়। হকচকিয়ে পালাতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে তিনি রাস্তায় পড়ে যান। পরে ওই তরুণীকে উদ্ধার করে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে লিপিকা রায় (২৬) মারা যান। রবিবার ভোরে চালসা সংলগ্ন শালবাড়ি মোড়ের খরিয়ার বন্দর এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। এলাকাটি মাটিয়ালি-বাতাবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। মৃতার পাঁচ মাসের একটি সন্তান রয়েছে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে।

ময়নাতদন্তের জন্য মাল থানার পুলিশ মৃতদেহ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই মহিলা মারা গিয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর গোটা বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে বন দপ্তর জানিয়েছে। মৃতার পরিবার বন দপ্তরের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে। বন দপ্তরের খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে বলেন, 'ঘটনার পরই এলাকায় যাই। গোটা বিষয়টি ওপরমহলকে জানানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।'

শনিবার গভীর রাতে দুটি হাতি খরিয়ার বন্দর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে শালবাড়ি মোড় সংলগ্ন ওই এলাকায় চলে এসেছিল। পরে সেগুলির একটি এলাকা ছাড়ে। আরেকটি হাতি ভোরবেলা জনবসতি এলাকা থেকে খরিয়ার বন্দর জঙ্গলের দিকে ফিরছিল। সেই সময় লিপিকা প্রাতর্ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি সেই সময় হাতিটির সামনে পড়ে যান। তড়িঘড়ি করে পালাতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে তিনি রাস্তায় পড়ে যান। হাতিটি অবশ্য তাঁকে তাড়া করেনি। সেটি নিজের মতো করেই এলাকা ছাড়ে। বাসিন্দারা লিপিকাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু তাঁকে বাঁচানো যায়নি। ঘটনার খবর ছড়ানোর পর বাসিন্দারা ওই তরুণীর বাড়িতে ভিড় জমান। মৃতার বাবা পবিত্র রায় বলেন, 'এলাকায় নিয়মিত হাতি হানা দিচ্ছে। হাতির কারণেই এদিন আমার মেয়ের মৃত্যু হল। এই পরিস্থিতিতে ওর সন্তানের কী হবে বুঝতে পারছি না।' বন দপ্তরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে তিনি দাবি জানিয়েছেন।

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা মিঝার বললেন, 'খুবই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। পরিবারটিকে সমবেদনা জানাই।' তৃণমূলের কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলার সাধারণ সম্পাদক জোশেফ মুন্ডা হাসপাতালে যাওয়ার পাশাপাশি মৃতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। সরকারি ক্ষতিপূরণের বিষয়ে তিনি সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

মৃত লিপিকা রায়ের বাড়ির সামনে জটলা। রবিবার খরিয়ার বন্দর এলাকায়।

তাজ্জব

এক ব্যক্তির নাম ৪৪টি জায়গার ভোটার তালিকায়। পশ্চিম বর্ধমান জেলার পান্ডবেশ্বর বিধানসভার মায়ারানি গোস্বামীর এনুমারেশন ফর্মে কোড স্ট্যাম্প করতে গিয়ে এমনটাই দেখে তাজ্জব বিএলও।

তদন্তে পুলিশ

পরিচারককে বাড়িতে আটকে রেখে মারধরে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারকে ক্লোজ করে তদন্তে নামল পুলিশ। বাঁকুড়া জেলা পুলিশের তরফে ঘটনার তদন্ত করে দ্রুত রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ছাত্রীর দেহ

ঠাকুরপুকুরে মাধ্যমিকের ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। জানা গিয়েছে, মা ফোন দিতে রাজি হননি। তারপরেই তার দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।।

বিদেশে সুকান্ত

শিক্ষায় কৃত্রিম মেধার ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশে স্লোভাকিয়া গেলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।।

‘১ কোটি নাম বাদ যাবে’

অনুপ্রবেশকারীদের উদ্দেশ্যে ফের কড়া বার্তা শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়ায় বিজেপিতেই পিছু হটছে মেরুকরণের রাজনীতি। রবিবার কাঁথিতে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার সভায় ’২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির অভিমুখ স্থির করে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নির্বাচনি প্রচারে মমতার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকেই মূল অস্ত্র করতে চায় বিজেপি। যদিও মেরুকরণের রাজনীতিকে একেবারে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে না বিজেপি। রাজনৈতিক মহলের মতে, এসআইআর নিয়ে বিজেপির লক্ষ্য অনেকটাই সফল হতে চলেছে, এই ইঙ্গিত পাওয়ার পরই বিভাজনের রাজনীতি নিয়ে কিছুটা হলেও নরম মনোভাব নিতে চাইছে বিজেপি।

’২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মোদির দেখানো পথে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা আবার শুরু করেছে রাজ্য বিজেপি। প্রতিদিনই নিয়ম করে রাজ্যের কোনও না কোনও বিধানসভায় সুকান্ত, শুভেন্দু বা শমীকরা এই সভা করছেন। রবিবার

> যতই আইপ্যাক প্যাক প্যাক করুক না কেন, বাবাকে শ্বশুর, শ্বশুরকে বাবা, ছেলেকে জামাই, জমাইকে ছেলে সাজান না কেন, এসআইআর-এর পর খসড়া ভোটার তালিকা থেকে এক কোটি নাম উড়ে যাবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

কাঁথির সভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে রাজ্যে চাকরি নেই রাজ্যে পরিণত হয়েছে। ৮২০০ স্কুল বন্ধ হয়েছে এক বছরে। ৬৮৮৮ শিল্প তাড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে সবাই বুঝে গিয়েছেন মমতা থাকলে রাজ্যে চাকরি হবে না। তাই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়াকে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত করুন।’

প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা ছাড়া নারী ও মহিলাদের সুরক্ষাকেও প্রচারে হাতিয়ার করতে চায় বিজেপি। এদিনও শুভেন্দু দাবি করেছেন, তৃণমূল বা আইপ্যাক যতই চেষ্টা করুক না কেন খসড়া ভোটার তালিকায় এক কোটি নাম উড়ে যাবে। শুভেন্দু বলেন, ‘যতই আইপ্যাক প্যাঁক প্যাঁক করুক না কেন, বাবাকে শ্বশুর, শ্বশুরকে বাবা, ছেলেকে জামাই, জামাইকে ছেলে সাজান না কেন, এসআইআরের পর খসড়া ভোটার তালিকা থেকে এক কোটি নাম উড়ে যাবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না।’ অনুপ্রবেশকারীদের উদ্দেশে এদিনও ফের কড়া বার্তা শুনিয়ে শুভেন্দু বলেছেন, ‘নির্বাচন কমিশন গর্তে কার্বলিক অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছে। পিল পিল করে পালাচ্ছে। আমি বলি এদের জেলে পাঠানোর দরকার নেই। তবে পালাও। না হলে বিজেপি সরকার এলে অসমে যা হয়েছে, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট সরকার যা করেছে, এখানেও তাই হবে।’ অসমে এনআরসি করতে গিয়ে বহিরাগত অভিযোগে বহু হিন্দুকেও ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়েছিল বিজেপি। উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাটে অনুপ্রবেশকারীদের পুলিশ ও বিএসএফ মিলে সীমানার ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছে। রাজ্যে ’২৬-এ তৃণমূল ফের সরকার গড়লে এই অনুপ্রবেশকারীরাই হাতে মাথা কাটবে এমনটাই মনে করে বিজেপি। তাই হিন্দু ভোট এক করতে সক্রিয় বিজেপি। কাঁথির সভা থেকেও এদিন শুভেন্দু সেই বৃহত্তর সনাতনী ঐক্য গড়ে তোলার পক্ষে সওয়াল করেছেন।

তবে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা বা মেরুকরণের রাজনীতি দিয়ে যে শেষরক্ষা নাও হতে পারে, তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন শুভেন্দুরা। তাই নির্বাচনের আগে সংকল্প পত্রে যে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এদিন দেশের একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি যে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে বিজেপি, তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে রাজ্যের মানুষকে পরিবর্তনের ভোটে ভুল না করতে আহ্বান জানিয়েছেন শুভেন্দু।

নয়া শ্রমবিধি নিয়ে মতভেদ রাজ্যের শ্রমিক সংগঠনগুলির

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : সম্প্রতি ৪টি শ্রম কোডকে আইনে পরিণত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই ঘোষণার পর রাজ্যের শ্রমিক সংগঠনগুলির বক্তব্য, প্রতিটি রাজ্যের আপত্তি সত্ত্বেও জোর করে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই নয়া শ্রমবিধি কার্যকর করা হয়েছে। শীঘ্রই এই বিধি বাতিল না করা হলে বড়সড়ো আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে তারা। তবে ভিন্ন মত আরএসএস ঘনিষ্ঠ শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস) ও কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সিআইআই)-এর। এই শ্রমবিধিকে শ্রমিকদের স্বার্থেই পরিচালিত বলে মনে করছে তারা।

নতুন শ্রমবিধি বাংলায় কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চাপ দিলেও রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক ইতিমধ্যেই স্পষ্ট জানিয়েছেন, ৮ ঘণ্টার ওয়ার্কিং আওয়ার্স বাড়িয়ে ১২ ঘণ্টা করার নিয়মকে কোনওভাবেই মান্যতা দেবে না রাজ্য। আপাতত রাজ্যের নিজস্ব শ্রম আইনই চালু রাখা হবে। রবিবার আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘নতুন শ্রমবিধিতে বলা হয়েছে, কোনও শিল্পে ৩০০ জনের কম শ্রমিক সংখ্যা থাকলে তা চিরতরে বা সাময়িক বন্ধ করতে অনুমতি নিতে হবে না মালিকদের। এর ফলে ৭৫ শতাংশেরও বেশি শ্রমিক ও ৭০ শতাংশ শিল্প সংস্থা আইনি সুরক্ষা কবচের বাইরে চলে গেল।’ ঘর ভাড়ার টাকা, জল ও বিদ্যুৎ বাবদ খরচ, ভ্রমণের জন্য ছাড়, চিকিৎসাজনিত খরচগুলিও শ্রমিকদের মজুরি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে সিটুর তরফে অনাদি সাহু বলেন, ‘সব থেকে বিপদে পড়বেন চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকরা। শিল্প কারখানায় ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ এই ধরনের শ্রমিক রয়েছেন। পুরো বিধিটাই মালিক শ্রেণির পক্ষে। বেতন, সামাজিক সুরক্ষা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, কাজের স্থায়িত্ব সবটাই এখন প্রশ্নের মুখে।’

তবে শ্রমিক সংগঠনগুলির একাংশের মত, রাজ্যে কয়লা, চা সহ একাধিক শিল্পক্ষেত্র কেন্দ্রীয় শ্রম আইন অনুযায়ী চলে। ফলে নয়া বিধির বিরোধিতা করলেও তৃণমূলকে শেষপর্যন্ত এই নিয়ম কার্যকর করতেই হবে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পলিটব্যুরো বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নিতে ও শ্রমিক শ্রেণির যে কোনও আন্দোলনকে অপরাধ বলে গণ্য করতেই এই নয়া বিধি তৈরি হয়েছে। অবশ্য সিআইআই ইস্টার্ন রিজিয়নের চেয়ারম্যান শাশ্বত গোয়েঙ্কা জানান, শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা ও মর্যাদা বাড়াতে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ রক্ষার্থে এই নতুন নিয়ম কাজ করবে। শিল্প সংস্থাগুলির কাজকর্ম এর ফলে আরও সুসংগঠিত হবে। এআইটিইউসি-র সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য অরুণ চট্টরাজের পালটা যুক্তি, ‘সংবিধানে শ্রমিকদের যে অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তা নয়া বিধিতে কেড়ে নেওয়া হল। কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা করে তবেই সরকারের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল।’

সন্তানের হেপাজত নিয়ে তদন্তের নির্দেশ

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : মানসিক দ্বন্দ্বের জেরে আলাদা থাকছেন স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু সন্তান কার হেপাজতে থাকবে, এটাই এখন প্রশ্ন। এই নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রায়গঞ্জের পুলিশ সুপারকে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত নির্দেশ দিয়েছেন, অবিলম্বে ডিএসপি পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিককে দিয়ে ঘটনার তদন্ত করাতে হবে।

রায়গঞ্জের বাহিন পালপাড়ার এক দম্পতির বিয়ে হয় ৯ বছর আগে। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে। স্বামীর বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ

নাবালিকার কান্নার ভিডিও-তে ধন্দ

এনে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন স্ত্রী। স্বামীর দাবি, এই ঘটনায় নিযুক্ত তদন্তকারী আধিকারিক নাবালিকার মতামত নেওয়ার নাম করে ওই নাবালিকাকে মায়ের কাছে দিয়েছেন। তবে একটি ভিডিও ফুটেজ সামনে এনেছেন আবেদনকারী স্বামীর তরফের আইনজীবী। তাতে দেখা গিয়েছে, নাবালিকা কাঁদতে কাঁদতে বাবার কাছে থাকতে চাইছে। অথচ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেওয়া বয়ানে সে মায়ের কাছে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। নাবালিকা কার কাছে থাকতে চায়, এই বিষয়ে ডিএসপির পদমর্যাদার আধিকারিককে দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। আইনানুযায়ী নাবালিকার বাবা মেয়েকে নিজের হেপাজতে রাখার জন্য আদালতে আবেদনও জানাতে পারবেন। আবেদনকারীর আগাম জামিনের আবেদনও মঞ্জুর করা হয়েছে।

শীতের আগমনী... ফুলকপি তুলতে ব্যস্ত কৃষক। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

রাজ্যপাল পদে সিভি আনন্দ বোসের তৃতীয় বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান। রবিবার রাজভবনে। ছবি : ডি মণ্ডল

৩৭ বছর পর খুশি পরিবার

ভাইকে বাড়ি ফিরিয়ে দিল এসআইআর

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : ৩৭ বছর পর খুঁজে পাওয়া গেল হারিয়ে যাওয়া ভাইকে। সৌজন্যে কুম্ভ মেলা নয়, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর। কোনও রাজনৈতিক তর্জা নয়, এই গল্প এসআইআরকে সেতু বানিয়ে পরিবারকে কাছে পাওয়ার। পুরুলিয়ার গোবরান্ডা গ্রামের চক্রবর্তী পরিবারের বড় ছেলে বিবেক চক্রবর্তী ১৯৮৮ সালে হঠাৎই বাড়ি ছেড়ে চলে যান। তারপর থেকেই তিনি নিখোঁজ। এসআইআরের জাদুবলে ছোটভাই প্রদীপ চক্রবর্তীর সঙ্গে হঠাৎ যোগাযোগ হয় তাঁর। প্রায় চার দশক পর প্রদীপের কাছে ফোন আসে বিবেকের ছেলের। কাকা-ভাইপোর কথা থেকে পাওয়া যায় বেশ কিছু পরিচিত সূত্র। সেই সূত্র ধরেই বিবেককে ফিরে পায় পরিবার।

পুরুলিয়ার গোবরান্ডা গ্রামের সেই দুই ভাই। রবিবার।

প্রদীপ বর্তমানে বিএলও হিসেবে কর্মরত। এসআইআর চলাকালীন গ্রামে ওই এলাকায় যে এনুমারেশন ফর্মগুলি বিলি করা হচ্ছিল, তাতে ছাপা ছিল প্রদীপের নাম ও ফোন নম্বর। সেই নম্বরে একদিন ফোন আসে কলকাতা থেকে। ফোনের ওপারে এক তরুণ নিজের ভোট সংক্রান্ত কিছু সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করতে শুরু করেন প্রদীপকে। প্রথমে কথোপকথন ছিল নিছক প্রশাসনিক স্তরে। কিন্তু কথার মধ্যেই উঠে আসতে শুরু করে কিছু পারিবারিক প্রসঙ্গ। সেই কথাই অবাক করে দেয় প্রদীপকে। ধীরে ধীরে সূত্র মিলিয়ে বোঝা যায়, ফোনের অপর প্রান্তের তরুণটি প্রদীপের নিজেরই নিখোঁজ দাদার সন্তান। তখনই বিবেকের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাঁর। ৩৭ বছর পর দুই ভাই আবার কথা বলেন। হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে খুঁজে পেয়ে আনন্দিত পরিবারও। এভাবে অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে, তা ভাবতেই পারেননি তাঁরা।

একটা নাম, একটা ফোন নম্বর, কী কী ঘটাতে পারে তা দেখে অবাক গ্রামবাসীও। প্রদীপ বলেন, ‘দাদা শেষবার ১৯৮৮ সালে বাড়িতে এসেছিলেন। তারপর হঠাৎ যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। হয়তো কোনও ভুল বোঝাবুঝিও থাকতে পারে। অনেক খুঁজেছি। যখন ভাইপো ফোন করে এমন কিছু কথা বলল, যা শুধু পরিবারেরই জানার কথা, তখন বুঝলাম ও তো নিজেরই ভাইপো। বাবার নাম জানতে চাইলে স্পষ্ট হল, ও বিবেকেরই ছেলে।’ আবেগে ভাসছেন বিবেকও। তাঁর কথায়, ‘এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নির্বাচন কমিশনকে অনেক ধন্যবাদ। এসআইআর প্রক্রিয়া না থাকলে এই পুর্নমিলন কখনোই সম্ভব হতো না।’ গ্রামবাসীদের কথায়, সরকারি কাজ এভাবেই কখনও কখনও হয়ে উঠতে পারে মানববন্ধনের সেতু।

ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের ছাড়াই সাফল্য

প্রায় ৫০ শতাংশ ফর্ম পূরণ কমিশনের

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : রবিবার রাত পর্যন্ত রাজ্যে ফর্ম বিলি হয়েছে ৭ কোটি ৬৪ লক্ষ। শতাংশের হিসেবে ৯৯.৭৫। পূরণ করা ফর্মের সংখ্যা ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ। শতাংশের হিসেবে যা ৪৯.২৬। পূরণ করা ফর্ম ডিজিটাইজ করা নিয়েই ক্ষুব্ধ বিএলওদের একাংশ। তাঁদের দাবি, ফর্ম বিলি ও পূরণ করা ফর্ম সংগ্রহ করা তাঁদের দায়িত্বের মধ্যে। কিন্তু বিএলও অ্যাপে সেই ফর্ম আপলোড করা বা ডিজিটাইজ করা তাঁদের দায়িত্ব নয়। কমিশন কার্যত এক্তিয়ার বহির্ভূতভাবে তাঁদেরকে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে। বিএলওদের এই ক্ষোভের জেরে ফর্ম বিলি হলেও নির্ধারিত সময়ের (৪ ডিসেম্বর) মধ্যে সব ফর্ম ডিজিটাইজ করা যাবে কি না তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল কমিশনে। কিন্তু কাজের চাপ এবং ক্ষোভ সত্ত্বেও রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় ৫০ শতাংশ বিলি করা ফর্ম ডিজিটাইজ হয়ে যাওয়ায় খুশি কমিশন। কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, ‘এটা ঠিকই বিএলওদের ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের কাজও করতে হচ্ছে। কাজের চাপ সত্ত্বেও যে হারে ফর্ম ডিজিটাইজ হয়েছে তাতে বিএলওরা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।’

এসআইআর শুরুর আগেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এক হাজার ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল সিইও দপ্তর। কিন্তু অভিযোগ, সেই ফাইল এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের অনুমোদন পায়নি। এসআইআরের মতো সাংবিধানিক কাজের ক্ষেত্রে নবান্নের এই মনোভাবে সন্তুষ্ট নয় কমিশন। বিএলওদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা ও তাঁদের হয়রানির শিকার হওয়ার জন্য কমিশনকে দুষে এসআইআর স্থগিত করতে মুখ্যমন্ত্রী মুখ্য নির্বাচনি কমিশনারকেও চিঠি লিখেছিলেন। জবাবে মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করে একে ‘কুমিরের কান্না’ বলে কটাক্ষ করেছিল বিজেপি। এই রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যে এসআইআরের কাজে যাতে বাধা না হয়, তাই নবান্নের সঙ্গে সংঘাতের রাস্তায় যেতে চায়নি কমিশন। কারণ, চাপ বা ক্ষোভ সত্ত্বেও বিএলওরা ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের সাহায্য ছাড়াই কার্যত সাফল্য দেখাতে পেরেছেন।

বিএলও-কে হুমকি, গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : বিএলওকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল এক তৃণমূল কর্মীকে। অভিযোগ, উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি-১ ব্লকে এসআইআরের কাজ করছিলেন বিএলও দীপক মাহাতো। ওইসময় তাঁকে বারবার কাজে বাধা দিচ্ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল কর্মী জামিরুল ইসলাম মোল্লা। জানা গিয়েছে, একসময় সন্দেশখালির দাপুটে নেতা শেখ শাহজাহানের অনুগামী ছিলেন জামিরুল। কয়েকদিন ধরেই বিডিওর কাছে অভিযোগ জানান দীপক। সন্দেশখালি-১ ব্লকের বিডিওর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে ন্যাজাট থানার পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরগরম রাজনৈতিক মহল।

ওই বিএলও-র অভিযোগ, এনুমারেশন ফর্ম বিভিন্নভাবে বিকৃত করতে বলছিলেন জামিরুল। ফর্ম বিলি থেকে ফর্ম সংগ্রহ, নানা কাজ করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল। এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে যেতে বারণও করছিলেন। তাঁর কথা না শুনলে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়। ওই বুথ থেকে বেশ কিছু মৃত ভোটারের নাম বাদের প্রক্রিয়া চালাচ্ছিলেন তিনি। তাতেই চটেছেন ওই তৃণমূল নেতা। প্রথমে মৌখিকভাবে এবং পরে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন ওই বিএলও। তারপরই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, বিষয়টির খোঁজ নিতে হবে। বিজেপির দালালের মতো কাজ করছেন একাধিক বিএলও। তাঁদের টার্গেটই হল সাধারণ মানুষকে হেনস্তা করা। স্থানীয় বিজেপি নেতা পলাশ সরকারের দাবি, বিএলওরা কমিশনের নিয়মমাফিক কাজ করলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হতে হচ্ছে। তাঁদের কাজে বাধা দিচ্ছে তৃণমূল।

প্রহৃত মহিলা

আসানসোল, ২৩ নভেম্বর : গাজিয়াবাদ ও কলকাতার পরে, এবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলে পথশিশুদের খাবার খাওয়ানোর জন্য এক মহিলার উপরে হামলা চালানোর ঘটনা ঘটলো। অভিযোগ, এই হামলা চালিয়েছেন প্রতিবেশী এক মহিলা। আক্রান্ত মহিলা উষা দাসের কান কেটে নেওয়ার চেষ্টা করেন হামলাকারী মহিলা পুষ্পা সিং। ইতিমধ্যেই উষাদেবীর আসানসোল জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়েছে। গোটা বিষয়টি জানিয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন উষা দাস। শুধু তাই উষাদেবীকে বাঁচানোর চেষ্টা করায় মেয়ে ঋতিকা দাসকেও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এর পাশাপাশি পুষ্পা সিং প্রভাব খাটিয়ে উষাদেবীর স্বামীকেও বদলি করিয়েছেন বলে তার পরিবারের দাবি। গোটা ঘটনায় আসানসোল দক্ষিণ থানার রেলওয়ে ট্র্যাফিক কলোনি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ভোটের কাজে অসুস্থ আরও বহু

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : এসআইআর আবহে অতিরিক্ত কাজের চাপে রবিবারও একাধিক বিএলও অসুস্থ হয়ে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। সুভাষগ্রাম, কাটোয়া, মছলন্দপুর, জঙ্গিপুর, পান্ডুয়া, জয়নগর সহ একাধিক জায়গায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বিএলওরা। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। এসআইআরের কারণে অতিরিক্ত মানসিক চাপে বিএলওদের মৃত্যুর খবর চাউর হতেই কমিশনের বিরোধিতা শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। এদিনও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিশানা করে শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘আত্মহত্যা, মৃত্যুতে আনন্দ পাচ্ছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। কয়েকদিন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরুন, দেখে যান কী অবস্থা। আপনি কোনওদিন গ্রামে যাননি। এসি ঘরে বসে অনেক পরিকল্পনা করা যায়। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছেন।’ এদিকে এসআইআর বন্ধের দাবিতে বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির ব্যানারে প্রতিবাদ মিছিলে নামছে তৃণমূলপন্থী প্রাথমিক, হাইস্কুল ও কলেজের শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা। কলেজ স্ট্রিট থেকে কমিশনের দপ্তর পর্যন্ত মিছিল করবেন তাঁরা।

রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে বিএলও হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন তনুশ্রী হালদার নাইয়া। আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। বুথে উপস্থিত সহকর্মীরা তাঁকে সুভাষগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে বারুইপুর হাসপাতালে তাঁকে স্থানান্তর করা হয়। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, এত চাপ নিতে পারছিলেন না তনুশ্রী। কাজের চাপে জ্ঞান হারিয়েছেন। আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে জানা গিয়েছে। বর্ধমানের কাটোয়ায় এনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ করতে গিয়ে এক বিএলওর

> আত্মহত্যা, মৃত্যুতে আনন্দ পাচ্ছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। কয়েকদিন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরুন, দেখে যান কী অবস্থা। আপনি কোনওদিন গ্রামে যাননি। এসি ঘরে বসে অনেক পরিকল্পনা করা যায়।
>
> **কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

অসুস্থ হয়ে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। গুরুতর অবস্থায় কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। ওই বিএলওর স্ত্রীর দাবি, এসআইআরের কাজ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন স্বামী। এদিন ফর্ম সংগ্রহ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে কর্তব্যরত এক চিকিৎসক জানান, তীব্র মানসিক চাপে প্যানিক অ্যাটাক হয়েছে তাঁর। অতিরিক্ত কাজের চাপে অসুস্থ মছলন্দপুরের এক বিএলও হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

কসবার হত্যাকাণ্ডে ধৃত দুই সঙ্গী

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : কসবার হোটেলে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট আদর্শ লোসাল্কার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হল দুই অভিযুক্ত ধ্রুব মিত্র ও কমল সাহাকে। এই দু’জনের সঙ্গেই রাজডাঙার ওই হোটেলে উঠেছিলেন বীরভূমের দুবরাজপুরের বাসিন্দা। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে, শুক্রবার রাত ৮টা ৩০ মিনিট নাগাদ ওই হোটেলে তাঁরা উঠেছিলেন। অ্যাপের মাধ্যমে দু’টি ঘর বুক করা হয়েছিল। রাত আড়াইটা নাগাদ ওই হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যান আদর্শের ওই দুই সঙ্গী। ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট পুলিশের হাতে এসেছে। তাতে পুলিশের ধারণা, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। নিহতের পাকস্থলিতে খাবার ও মদের নমুনা পাওয়া গিয়েছে। হোটেলগুলিতে সতর্কতা বিধি হিসাবে গাইডলাইনের প্রস্তুতি শুরু করছে কলকাতা পুলিশ। রবিবার কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা জানান, ‘হোটেল কর্তৃপক্ষকে আরও সতর্ক থাকতে বলব। আর যেন এরকম ঘটনা না ঘটে। গাইডলাইনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।’

অভিযুক্তদের রবিবার দুপুরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধ্রুবর বাড়ি নদিয়ার রানাঘাটে ও কমলের উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে। দু’জনে পূর্ব সিঁথি এলাকায় থাকতেন। ধ্রুব ডেলিভারির কাজ করতেন। ইতিমধ্যেই তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। শুক্রবার রাতে ঠিক কী ঘটেছিল, তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। ডেটিং অ্যাপ থেকে পরিচয় হয়েছিল কি না, কী উদ্দেশ্যে তাঁরা হোটেলে গিয়েছিলেন সবই খতিয়ে দেখছে পুলিশ। নিহতের পরিবারের দাবি, হোটেলের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে কী রয়েছে তা তাঁরা জানতে পেরেছেন।

শুক্রবার রাতে আদর্শকে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সঙ্গীদের ঘরে ঢুকতে দেখা যায়। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আদর্শের কী সম্পর্ক ছিল, তা জানেন না তাঁর পরিবার। তাঁর জেঠুর বক্তব্য, আক্রোশবশত এই ঘটনা ঘটেছে কি না, তা তাঁরা ভাবতেও পারছেন না।

মেট্রো স্টেশনকে ঠান্ডা রাখতে নয়া ব্যবস্থা

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : মেট্রো স্টেশনে গরমে ঘর্মাক্ত হওয়ার দিন শেষ। নিউ গড়িয়া-দক্ষিণেশ্বর (ব্লু) লাইনে স্টেশন কুলিং ব্যবস্থা বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। ঠান্ডা রাখা হবে সুড়ঙ্গকেও। আধুনিক টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম ও অত্যাধুনিক স্মোক এক্সট্র্যাকশন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। ১১০ কিলো ওয়াট ক্ষমতা বিশিষ্ট সেন্ট্রিফিউগাল পাখার বদলে এবার বসানো হবে দিক নির্দেশিত অ্যাক্সিয়াল পাখা। ২৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রাতেও এটি কাজ করতে পারে।

ফলে অগ্নিসংযোগ হলে সহজে টানেলের ভিতরের ধোঁয়া বের করে দেওয়া সম্ভব হবে। এছাড়াও ধোঁয়া বাড়লে পাখাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ৭টি নতুন ট্র্যাকশন সাবস্টেশন তৈরি করা হবে। ভবিষ্যতে ৯০ সেকেন্ডের ব্যবধানে যাতে মেট্রো চলাচল করানো যায়, তাই এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রো।

কলকাতা হাফ ম্যারাথনের প্রোমোরান। শামিল কলকাতার সিপি মনোজ ভার্মাও। ছবি : রাজীব মণ্ডল

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৮৫ সংখ্যা, সোমবার, ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

তালিকায় নাম না প্রাণ!

আঠাশ বছর পর বাড়ি ফিরেছেন উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার নিখোঁজ জগবন্ধু মণ্ডল। তাঁকে মৃত ধরে স্ত্রী এবং পরিবার বছর দুয়েক আগে তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সেরে ফেলেছিলেন। কিন্তু আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলে স্ত্রী নিশ্চিত হন যে, তিনিই সেই নিরুদ্দেশ স্বামী। ফিরে আসার কারণ, এসআইআর সংক্রান্ত নথি তাঁর কাছে নেই, যা আছে বাগদার বাড়িতে।

এসআইআর-কে ঘিরে এমন অজস্র কাহিনী সংবাদমাধ্যমে ঘুরছে। তবে শুধু মজার কাহিনী নয়, এসআইআর-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে অনেক বিষাদের ঘটনাও। নদিয়ার চাপড়া বিধানসভা এলাকার বিএলও রিঙ্কু তরফদারের আত্মহত্যার অভিযোগ নিয়ে এই মুহূর্তে তোলপাড় রাজ্য। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের দাবি, রাজ্যে ৯৯.৭৪ শতাংশেরও বেশি এনুমারেশন ফর্ম বিলি শেষ। পূরণ করা ফর্মের বড় অংশ জমাও পড়ে গিয়েছে।

৪ ডিসেম্বর ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিন। কিন্তু কমিশন ২৬ নভেম্বরের মধ্যে কাজ সারতে চাইছে। স্বভাবতই বিএলও-দের ওপর এখন অসম্ভব চাপ। পেশায় শিক্ষকদের নিজের স্কুল সামলে এসআইআর-এর কাজ করতে হচ্ছে। অন্যদিকে, এসআইআর আতঙ্কে বিভিন্ন জেলা থেকে ভোটারের মৃত্যু, আত্মহত্যার খবর আসছিলই। তার সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে কাজের চাপে বিএলও-দের মৃত্যু ও আত্মহত্যার অভিযোগ।

গত ক'দিনে তামিলনাড়ু, গুজরাটে একজন করে এবং পশ্চিমবঙ্গে দুজন বিএলও-র আত্মহত্যার অভিযোগ মিলেছে। কাজের চাপে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়াও ঘটছে। অফলাইনে কাজ নিয়ে কারও সমস্যা নেই, সমস্যা হল, বহু বিএলও-ই অনলাইনে কাজ কিছুই জানেন না। আবার এটাও সত্যি যে, এখনও কিছু মানুষ ফর্ম পাননি। বাড়িতে ফর্ম বিলি সময়সাপেক্ষ বলে কোথাও ওয়ার্ড অফিসে, কোথাও নিজের আবাসনে শিবির খুলেছেন বিএলও-রা।

অনেকে অপেক্ষায় থাকছেন, কিন্তু বিএলও'র দেখা নেই। যোগাযোগ করা হলে, বিএলও জবাব দিচ্ছেন, 'দু'বার ঘুরে এসেছি। বাড়িতে কেউ ছিলেন না।' কেউ হয়তো ঠিকানা পালটেছেন। কিন্তু তাঁর ফর্ম পৌঁছেছে পুরোনো ঠিকানায়। সেই ফর্ম জোগাড় করতে জেরবার অবস্থা। এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জুলাই থেকে প্রশ্ন করে চলেছেন যে, 'যেটা তিন বছরের কাজ, সেটা তিন মাসে করা কি সম্ভব?'

তবে শুধু মুখ্যমন্ত্রীর নয়, এই প্রশ্ন আমজনতার। এসআইআর স্থগিতের আর্জি নিয়ে তামিলনাড়ু সরকার ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে। মমতা এসআইআর স্থগিতের দাবিতে চিঠি পাঠিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে। ফর্ম বিলি নিয়ে কমিশনের দাবি মানছে না কংগ্রেস, সিপিএম সহ আরও অনেক দল।

যাঁদের ফর্ম জমা পড়েছে, স্বস্তিতে থাকার জো নেই তাঁদেরও। ফর্মে দেওয়া ফোটো কমিশন কৃত্রিম মেধা (এআই) দিয়ে ভেরিফিকেশন করবে, প্রয়োজনে বিএলও ভোটারের বাড়ি গিয়ে ফের ছবি তুলবেন। বহু ভোটার ফর্মই পাননি। অথচ ছবি ঠিক না হলে নাকি ভোটারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হবেন বিএলও! তার থেকেও বড় সমস্যা, জমা পড়া ফর্মে নাকি প্রচুর গরমিল।

৭ কোটি ৬০ লক্ষর মধ্যে সাড়ে তিন কোটিরও বেশি ভোটারকে কমিশন শুনানিতে ডাকতে পারে। এত শলাপরামর্শ করে যেসব ফর্ম জমা দেওয়া হল, তাতে নাকি অজস্র ভুল! ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বহু ক্ষেত্রে বিএলও-রা সবকিছু ঠিকঠাক বোঝাতে পারছেন না। উপযুক্ত প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণ-পরিকাঠামো-পরিকল্পনা ছাড়াই সাততাড়াতাড়ি এসআইআর শুরু হয়েছে। সুতরাং ফর্মে ভুলের কারণে হিয়ারিংয়ের ডাক এল বলে!

ভোটার তালিকা সংক্রান্ত শুনানির জন্য লাইনে দাঁড়ানোর দুঃসহ অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। তাই ফর্ম জমা দিয়েও আতঙ্কে দিন কাটছে অনেক মানুষের। বিএলও-রা'ও পড়েছেন বিপাকে। এসআইআর না মানুষের প্রাণ, কোনটা বড়- ভেবে দেখার সময় এসেছে।

অমৃতধারা

ভগবানকে কেন্দ্র করে যদি আমরা ঘুরি তাহলে আমরা মিলিত হব। যদি রাম আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা মিলিত হব। যত বেশি আমি তাঁর ওপর আশ্রিত হয়েছি, যত বেশি আমার তাঁর ওপর নির্ভরতা বেড়েছে তত কাজ সুন্দর হয়েছে। যত আমি খালি তত আমি সুন্দর। যে যার চিন্তা করে সে তার মতো হয়। বেদ- বেদান্ত-উপনিষদের শ্লোক পড়ার দরকার নেই, তাঁর চিন্তা করুন। তাঁর চিন্তা করা মানেই তো তাঁর মতো হয়ে যাওয়া। এটা আমি বলি, তোমরা ভালোবাসার চাষ করো। মানুষকে ভালোবাসো। নিজের কাছে নিজে PERFECT থাকা। নিজের কাছে নিজে ঠিক থাকা- এটাই সাধনা। এটাই কিন্তু ধর্মের একটা প্রধান দিক। যদি আমরা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ঈশ্বরকে চিন্তা করতে পারি, ঈশ্বরের ভাবনা করতে পারি, তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই কিন্তু আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠব।

-ভগবান

দম্ভের দাপটে গর্বের ফানুস ফুটো

রাজনীতিতে মানুষ দলকে অনুসরণ করে, কিন্তু বেশি অনুসরণ করে নেতার চরিত্রকে। পিকে এখানেই হারলেন।

সুজন কুমার দাস

বিহারের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রশান্ত কিশোরের (পিকে) উদ্ভব একসময় অনেকের মনে কৌতূহল জাগিয়েছিল। একজন সফল নির্বাচনি কৌশলবিদ যখন নিজেই দল গড়ে লড়াইয়ে নামেন, তখন তাঁকে ঘিরে প্রত্যাশা তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তাঁর পদযাত্রা, পডকাস্ট, মিডিয়া উপস্থিতি— সব মিলিয়ে 'জন সুরাজ' প্রকল্পটি যেন এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক পরীক্ষাগার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই প্রকল্পের শেষ ফলাফল হল শূন্য আসন, আর সেই শূন্যতা শুধু ভোটের পরাজয় নয়, বরং রাজনীতির প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে এক কঠিন বাস্তব পাঠ।

পিকে শুরু থেকেই নিজেকে এক ধরনের 'ব্যতিক্রমী' রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, যেখানে তাঁর ব্যক্তিত্বই মূল আকর্ষণ। কিন্তু তাঁর এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভঙ্গিমাই অনেকের কাছে আত্মম্ভরিতা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। বিহারের রাজনীতিতে যেখানে সম্পর্ক, সমঝোতা এবং জোটের মূল্য অপরিসীম— সেখানে নতুন খেলোয়াড় হিসেবে দরকার ছিল নরম ভাষা, নমনীয়তা এবং শ্রদ্ধাশীল আচরণ। পিকে'র ভাষা ও ভঙ্গিতে বরং দেখা গিয়েছে এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী টোন, যা সিনিয়ার নেতাদের বিরক্ত করেছে। 'নীতীশের দল ২৫টির বেশি আসন পেলে রাজনীতি ছেড়ে দেব'- এই ধরনের কথার মধ্যে চরম ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েছে, যা অনেক মানুষকেই ক্ষুব্ধ করেছে। রাজনীতিতে মানুষ দলকে অনুসরণ করে, কিন্তু তার থেকেও বেশি অনুসরণ করে নেতার চরিত্রকে। পিকে সেখানে এক অদ্ভুত দূরত্ব তৈরি করেছিলেন— যেন তিনি রাজনীতিতে এসেছেন শুধুই নেতৃত্ব দিতে, তাঁর শেখার আদৌ কোনও প্রয়োজন নেই। পিকে'র কথা বলা, নেতৃত্ব দেওয়া ও অন্য রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আচরণ অনেকের মনেই জন্ম দিয়েছিল কিছু সন্দিহান প্রশ্নের : এই মানুষটাকে কি সত্যিই বিশ্বাস করা যায়? এভাবে নেতৃত্ব দিলে দল কি দীর্ঘস্থায়ী হবে? পিকে'র আত্মবিশ্বাস কি আদৌ বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে? ইত্যাদি।

মজার বিষয়, তাঁর দলের ভরসার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয়তা। ইউটিউব ভিউ বা ভাইরাল বক্তব্য যে কখনোই মাঠপর্যায়ে ভোটের সমতুল্য নয়— এ সত্যটি যুগে যুগে প্রমাণিত। কিন্তু পিকে বারবার সেই সংখ্যাকে নিজের তাত্ত্বিক জনপ্রিয়তার প্রমাণ হিসেবে দেখিয়েছেন। তাঁর সমর্থকরাও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে ডিজিটাল স্পেসে দাপট মানেই ভোটে দাপট। ভোটার মনস্তত্ত্বের এই সরলীকরণ শেষপর্যন্ত দলের অন্যতম বড় বিপর্যয় ডেকে আনে। রাজনীতি কখনোই কনটেন্ট তৈরি করার খেলা নয়; এটি সম্পর্ক তৈরির শিল্প। বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে সোশ্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয়তা গ্রামীণ ভোটকে নিয়ন্ত্রণ করে না; গ্রামীণ সমাজে এখনও ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও প্রবীণদের মতামতই ভোটের দিক নির্ধারণ করে।

জন সুরাজের ব্যর্থতার কেন্দ্রে রয়েছে বিহারের রাজনীতির মৌলিক রসায়নকে বুঝতে না পারা। এই রাজ্যে জোট ছাড়া টিকে থাকা যায় না— এ সত্যটি অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য। ভোটব্যাংক এখানে বহুস্তরীয়, জাতপাতভিত্তিক এবং গভীরভাবে পারিবারিক বা সামাজিক অভ্যাসে গাঁথা। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে একা ২৪৩টি আসনে লড়ার সিদ্ধান্ত ছিল রাজনৈতিক হঠকারিতা। পিকে হবে বা বিপরীত শিবির শক্তিশালী হবে। কোনও নতুন দল যদি ভোটারকে এই আশ্বাস পর্যন্ত দিতে না পারে যে 'তোমার ভোট নষ্ট হবে না', তবে সেই দলের ভবিষ্যৎ কঠিন।

জন সুরাজের ব্যর্থতার কেন্দ্রে রয়েছে বিহারের রাজনীতির মৌলিক রসায়নকে বুঝতে না পারা। এই রাজ্যে জোট ছাড়া টিকে থাকা যায় না— এ সত্যটি অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য। ভোটব্যাংক এখানে বহুস্তরীয়, জাতপাতভিত্তিক এবং গভীরভাবে পারিবারিক বা সামাজিক অভ্যাসে গাঁথা। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে একা ২৪৩টি আসনে লড়ার সিদ্ধান্ত ছিল রাজনৈতিক হঠকারিতা। পিকে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর নতুন ভাবনা, নতুন মুখ এবং নতুন প্রচারভঙ্গি জোটের অভাব পূরণ করে দেবে। কিন্তু বাস্তবে তাঁর দল না পেয়েছে জাতভিত্তিক কোনও স্থায়ী সমর্থন, না পেয়েছে জোটের মাধ্যমে ভোট স্থানান্তরের সুবিধা।

বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর নতুন ভাবনা, নতুন মুখ এবং নতুন প্রচারভঙ্গি জোটের অভাব পূরণ করে দেবে। কিন্তু বাস্তবে তাঁর দল না পেয়েছে জাতভিত্তিক কোনও স্থায়ী সমর্থন, না পেয়েছে জোটের মাধ্যমে ভোট স্থানান্তরের সুবিধা। যে রাজনীতিতে সমীকরণই সব, সেখানে একা চলার সিদ্ধান্ত হয়তো আদর্শ মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তা আত্মঘাতী।

তাঁর প্রচারের আরেকটি বড় দুর্বলতা ছিল লক্ষ্য নির্ধারণে বিভ্রান্তি। তিনি অলিখিতভাবে এনডিএ নয়, বরং বিরোধী আরজেডিকেই প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলেছিলেন। এতে ভোটারের মধ্যে এক ধরনের সন্দেহ জন্মায়— জন সুরাজ কি সত্যিই বিকল্প শক্তি, নাকি এনডিএ'র পরোক্ষ সুবিধাভোগী? রাজনীতিতে 'ধারণা' বাস্তবের চেয়ে বেশি কার্যকর। এই 'ধারণা'-ই বহু প্রতিশ্রুতিশীল ভোটারকে শেষমুহূর্তে পিছু হটিয়ে দিয়েছে। তাঁরা ভয় পেয়েছেন যে, জন সুরাজকে ভোট দিলে বিরোধী শিবির দুর্বল

বিশ্বাসযোগ্যতার সংকটও কম ছিল না। পিকে বহু নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন কিন্তু সেগুলোর ব্যাখ্যা বা অনুসন্ধান নিয়ে আর বেশি এগোননি। এতে ভোটারদের মনে হয়েছে, তাঁর অভিযোগ আসলে কৌশল, নীতি নয়। নৈতিক অবস্থানের প্রতি এই অর্ধেক প্রতিশ্রুতি মানুষকে দ্বিধায় ফেলেছে। রাজনৈতিক আক্রমণ যদি দৃঢ় প্রমাণ, ধারাবাহিকতা এবং নৈতিক অবস্থানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তা প্রতিপক্ষকে টলায় না— শুধু 'শোরগোল' তোলে মাত্র। আর নির্বাচনি প্রচারের উত্তাপে সেই শোরগোল দ্রুতই হারিয়ে যায়।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে তাঁর জনসমাগম নিয়ে। জন সুরাজের সভাগুলিতে দেখা যেত মানুষের ঢল, পদযাত্রায় থাকত হাজার হাজার মানুষের ভিড়। বাইরে থেকে মনে হত, এই তো নতুন শক্তি তৈরি হচ্ছে। কিন্তু পরে প্রকাশ্যে এসেছে, সেই ভিড়ের বড় অংশই ছিল সংগঠিত, কখনো-কখনো ভাড়া করা। রাজনৈতিক কর্মী মানে শুধু মিছিলের মাথা গোনা নয়— তারা হল সেই মানুষ, যারা বিনা পয়সায়, নিঃশর্তে, নিজেদের বিশ্বাস থেকে কাজ করে। পিকে সেই ধরনের সংগঠনের ভিত্তি তৈরি করেননি। ফলত তাঁর প্রচারের শক্তি ছিল বিস্তৃত, কিন্তু গভীর ছিল না। যে শক্তি ভোটবাক্সে রূপান্তরিত হয়, তা গভীরতার ওপর গড়ে ওঠে।

অবশেষে, প্রশান্ত কিশোরের ব্যর্থতা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, নির্বাচনি কৌশল আর রাজনীতি একই জিনিস নয়। কৌশল দিয়ে প্রতিষ্ঠিত দলকে জেতানো যায় কিন্তু নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে বিশ্বাস, সম্পর্ক, সময় এবং নমনীয়তা দিয়ে। রাজনীতির মাটিতে যে বিনয় লাগে, যে দীর্ঘমেয়াদি সংযোগ লাগে, যে জোটের রসায়ন লাগে— পিকে তার অনেকটাই অস্বীকার করেছেন। তাঁর ব্যর্থতা তাই কেবল একটি দলের হার নয়, বরং এই বার্তা যে, ডিজিটাল জনপ্রিয়তা, পেশাদার ব্যবস্থাপনা বা তাত্ত্বিক আদর্শ কখনোই বাস্তব রাজনৈতিক গাঁটছড়ার বিকল্প নয়।

জন সুরাজ ভিড়ে ভরা সভা পেলেও ভোট পায়নি; মেধাসর্বস্ব বক্তৃতা দিলেও বিশ্বাস জিততে পারেনি; আর নতুন মডেল দেখালেও বাস্তবতার মাটিতে দাঁড়াতে পারেনি। পিকে যে রাজনীতিকে এক নতুন 'লজিক' দিয়ে বদলে দিতে চেয়েছিলেন, সেই লজিকই শেষপর্যন্ত তাঁর সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করেছে। বিহারের রাজনীতি তাঁকে শিখিয়েছে—'রাজনৈতিক কৌশল' আর 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' দুই সম্পূর্ণ আলাদা সত্তা; তাদের মিল না হলে ফলাফল হয় শূন্য। রাজনীতি কোনও 'স্টার্ট-আপ মডেল' নয়, যেখানে জনপ্রিয়তা বা মিডিয়ার আলোয় দাঁড়ালেই বাজার দখল করা যায়। এখানে প্রতিটি পদক্ষেপ সময়ের সঙ্গে পরীক্ষা হয়, প্রতিটি সম্পর্ক মাঠের মানুষের সঙ্গে যাচাই হয়, আর প্রতিটি প্রতিশ্রুতির ভরসা গড়ে ওঠে দীর্ঘমেয়াদি বিশ্বাসে।

(লেখক অধ্যাপক)

আজ

১৯৩১

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা রবি ঘোষ।

১৯৪৪

অভিনেতা অমোল পালেকরের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

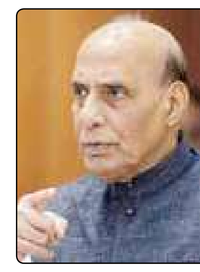

আজ সিন্ধের জমি হয়তো ভারতের অংশ নয়। কিন্তু সভ্যতার দিক থেকে সিন্ধ সবসময় ভারতের অংশ থাকবে। সীমানা পরিবর্তন হতেই পারে। কে বলতে পারে, কাল সিন্ধ আবার ভারতে আসবে না! সিন্ধের মানুষ, যাঁরা সিন্ধু নদকে পবিত্র মনে করেন, তাঁরা যেখানেই থাকুন না কেন, সবসময় আমাদের।

-রাজনাথ সিং

ভাইরাল/১

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন নীতীশ কুমার। মঞ্চটি রংবেরঙের ফুলের ডালি দিয়ে সাজানো হয়েছিল। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হতেই দর্শকরা হরির লুটের মতো ফুলগুলি তুলে নিয়ে চলে যান। ফুল লুটের ভিডিওয় বিতর্কের ঝড়।

ভাইরাল/২

বাড়ির পোষ্য মা হতে চলেছে। তাকেও 'সাধ' দিলেন পরিবারের সদস্যরা। নতুন পোশাক, গয়না দিয়ে তাকে সাজানো হল। কপালে হলুদের ফোঁটা। তাকে বরণও করা হয়। পোষ্যের 'সাধভক্ষণ' অনুষ্ঠানে মুগ্ধ নেটপাড়া।

জনমন
জনমত

আধার কার্ড আঁধারে কেন?

রাজ্যে এখন এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন)-এর এনুমারেশন ফর্ম পূরণ চলছে। অনেকের কাছেই এসআইআর যেন আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার)-দের। এই কাজের বাস্তবায়ন করা যে খুব একটা সহজ নয় তা বিএলও-রা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। অনেক বিএলও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন যা সংবাদপত্র পড়ে জানতে পারছি। জাতীয় নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধনীর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা বাস্তবে নির্ভুলভাবে করা কতটা সহজ হবে তা আগামীদিনে আমরা জানতে পারব। এতে হয়তো অনেক বৈধ ভোটারের নামও বাদ যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের কাছে আমার এটাই প্রশ্ন যে, তারা বলছে এসআইআর-এ আধার কার্ডকে প্রমাণপত্র হিসেবে ধরা হবে না। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এতদিন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, প্যান কার্ড এবং প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই আধার কার্ড লিংক করা হল কেন? আসলে জাতীয় নির্বাচন কমিশন যতই নির্দিষ্ট সময়ে এই কাজ শেষ হবে বলুক আদৌ এই বৃহৎ মহাযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে কি না সন্দেহ রয়েছে। অতএব নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ, এসআইআর যেন স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হয় এবং একজন বৈধ ভোটারের নামও যেন বাদ না যায়।

অরবিন্দকুমার সেন
জলপাইগুড়ি।

লড়াকু ঝুলনকে স্যালুট

২৫ নভেম্বর ৪৩ বছরে পা দিতে চলেছেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন তারকা মিডিয়াম পেসার ঝুলন গোস্বামী। তিনি বাংলার গর্ব। বাংলার মহিলা ক্রিকেট দলে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। 'চাকদা এক্সপ্রেস' নামে খ্যাত এই বঙ্গতনয়া ২০০২ সালে দেশের জার্সিতে অভিষেকের পর থেকে ২০ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ৩৫৫টি উইকেট পেয়েছেন। ১১ নভেম্বর ঝুলন বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে অর্জন করেছেন ডি-লিট সাম্মানিক। সেজন্য তাঁকে অফুরান শুভেচ্ছা জানাই। আরও একটি শুভ জন্মদিনে ডঃ ঝুলন গোস্বামীকে জানাই অজস্র শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও স্যালুট।

আশা রাখছি, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট তথা বাংলার মহিলা ক্রিকেটের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তিনি নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে আসবেন।

সঞ্জীবকুমার সাহা, উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

চুলমাত্র ভুলে দলা বাঁধছে মরণফাঁদ

গিলে ফেলা চুল অনেক সময় পাকস্থলীতে পিণ্ডের আকার ধারণ করে। অস্ত্রোপচারে কাজ না হলে প্রাণ যেতেও পারে।

সুশান্ত সরকার

'ময়না রে তোর লম্বা মাথার কেশ' গানটি সুন্দর চুলের বাহার বর্ণনা করে। কিন্তু এই চুল বা কেশ থেকেই আজ যে একটি মারণ রোগের সৃষ্টি হয়েছে তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। এর নাম 'গ্যাস্ট্রিক ট্রাইকোবেজোয়ার'। আমরা হয়তো অনেকেই ভাবি, চুল মুখে দিলে কোনও সমস্যা নেই। মুখে দিয়ে চুল গিলে ফেললেও বা ক্ষতি কী? কিন্তু এতেই একটা বড়সড়ো বিপদ লুকিয়ে রয়েছে।

'গ্যাস্ট্রিক ট্রাইকোবেজোয়ার' হল একটি বিরল রোগ যেখানে পাকস্থলীতে চুলের একটি 'কমপ্যাক্ট' বা দলা তৈরি হয়। এটি মূলত মানুষের গিলে ফেলা চুল থেকে সৃষ্টি হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই চুল পাকস্থলীতে পিণ্ডের আকার ধারণ করে। চুল হজমযোগ্য নয়। এছাড়া মসৃণ প্রকৃতির হওয়ার কারণে নড়াচড়ার মাধ্যমে বের হতে না পেরে পাকস্থলীর ভাঁজে আটকে থেকে যায়। অনেকে এসব ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণই অনুভব করতে পারে না। পরে চুলের পিণ্ড যখন বড় হয় তখন পেটব্যথা বা অস্বস্তি, বমি বমি ভাব, খিদে কমে যাওয়া, ওজন হ্রাসের মতো বেশকিছু লক্ষণ দেখা যায়। অনেক সময় বিরল ক্ষেত্রে এই চুলের দলা অন্ত্রে গিয়ে প্রসারিত হয়ে 'রাপুনজেল সিনড্রোম' নামে এক জটিল রোগের সৃষ্টি করতে পারে। চিকিৎসার মাধ্যমে এটিকে পেট থেকে অপসারণ করা যায়। কিন্তু দলাটা যদি অনেকটা বড় হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারই নিরাময়ের একমাত্র উপায়। অস্ত্রোপচারে কাজ না হলে অনেক সময় এই গ্যাস্ট্রিক ট্রাইকোবেজোয়ার কাউকে কাউকে মৃত্যুর মুখে পর্যন্ত

প্রতীকী ছবি-এআই।

ঠেলে দিয়েছে। তবে এটা মাথায় রাখা প্রয়োজন যে, গোটা বিষয়টি খুব সাধারণ মনে হলেও এটি কিন্তু মোটেও সাধারণ রোগ নয়। নানা ক্ষেত্রে প্রথম প্রথম তো সমস্যার কারণ নির্ণয় করাও অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। একের পর এক পরীক্ষা করে তবেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রোগের মূলে পৌঁছাতে সমর্থ হন।

অনেকে হয়তো চুপচাপ স্বভাবের এবং একা একা নিজে থাকতে ভালোবাসেন। কিন্তু তাঁর একটা অদ্ভুত অভ্যাস চুল টানা এবং চুল মুখে দেওয়া। তাঁদের এই অভ্যাসকে 'বাতিক' ভেবে একদমই অবহেলা করা উচিত নয়। এর পিছনে তাঁর গভীর কোনও মানসিক যন্ত্রণা বা অবসাদ থাকতে পারে। সেটা আবার পরে কোনও মানসিক ব্যাধিও হয়ে যেতে পারে। এই উপসর্গ 'ট্রাইকোফ্যাগিয়া' নামে পরিচিত। আবার চুল ছেঁড়ার প্রবণতাটি 'ট্রাইকোটিলোম্যানিয়া' নামে পরিচিত, যা অল্পবয়সি মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এক্ষেত্রে তাকে উলটোপালটা বলে লজ্জায় ফেলার বদলে বরং সহানুভূতি দিয়ে তার পাশে দাঁড়ানো উচিত। তাদের মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ প্রয়োজন। সময়মতো সাবধান না হলে, চুল টেনে মুখে দেওয়ার মতো নিরীহ এক প্রবণতা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

(লেখক শিক্ষক। ঘোকসাডাঙ্গার বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩০০

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। সম্মানসূচক উপাধি, শিরোপা ৪। শ্রীরাধা ৫। প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ৭। বড় থালাবিশেষ ৮। কৃষ্ণসারের চামড়া ৯। মাটি, ধাতু বা কাঠি দিয়ে তৈরি পুতুল ১১। পশ্চিমবঙ্গের নিকট প্রতিবেশী একটি রাজ্য ১৩। চাঁদ, সুধাকর ১৪। খাদ্যদ্রব্য, খাওয়ার পরিমাণ ১৫। অদ্ভুত, বিস্ময়কর, বিস্মিত।

উপর-নীচ : ১। অন্যথাচরণ ২। ভাগ্য, অদৃষ্ট, কাজের ফরমাশ, মাল সরবরাহের ফরমাশ ৩। বকুনি, তিরস্কার ৬। দাসী, নারী শ্রমিক ৯। ধেনো মদ, ধান্যেশ্বরী, যে মদ ভাত পচিয়ে তৈরি করা হয় ১০। গোঁয়ার, রুক্ষপ্রকৃতি, দয়ামায়াহীন ১১। বালি ১২। প্রভু, কর্তা।

সমাধান ■ ৪২৯৯

পাশাপাশি : ১। গুরবাঁক ৩। পতগ ৫। কণ্ঠিবদল ৭। নগর ৯। ত্রিকাল ১১। বালগোপাল ১৪। বন্দুক ১৫। কারিকর।

উপর-নীচ : ১। গুমখুন ২। কয়েক ৩। পণব ৪। গজাল ৬। দমকা ৮। গড্ডল ১০। লম্বোদর ১১। বান্ধব ১২। গোলোক ১৩। লতিকা।

বিন্দুবিসর্গ

বিতর্কের মধ্যে চণ্ডীগড়ে স্থিতাবস্থা

কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব, সমালোচনা বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর : চণ্ডীগড়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে! পঞ্জাব, হরিয়ানা নাকি কেন্দ্রীয় সরকার? বিতর্ক দানা বাঁধছে দেখে রবিবার অবস্থান স্পষ্ট করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। অমিত শা-র মন্ত্রক এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে জানিয়েছে, আপাতত চণ্ডীগড়ের স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের কোনও পরিকল্পনা কেন্দ্রের নেই। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। শীতকালীন অধিবেশনে এই সংক্রান্ত বিল আনা হবে না বলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আশ্বস্ত করেছে। যদিও তাতে বিতর্কে রাশ টানা যাচ্ছে না।

কংগ্রেস, আপ ও শিরোমণি অকালি দলের দাবি, চণ্ডীগড়কে পুরোপুরি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইছে মোদি সরকার। এজন্য আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করতে চলেছে কেন্দ্র। সেখানে চণ্ডীগড়কে ভারতীয় সংবিধানের ২৪০ ধারার আওতায় আনার প্রস্তাব করা হতে পারে। সংশোধনী বিল পাশ হলে পঞ্জাব ও হরিয়ানার রাজধানী পুরোপুরিভাবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হবে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরাসরি রাজ্যের রাজধানী ছিনতাইয়ের অভিযোগ এনেছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। তাঁর সাফ কথা, চণ্ডীগড়কে নগর হিসাবে গড়ে তুলতে পঞ্জাবের বহু গ্রামের অস্তিত্ব মুছে ফেলা হয়েছিল।

> কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ের জন্য আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া সহজ করার প্রস্তাবটি এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন। এই প্রস্তাবের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি
>
> -স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

> চণ্ডীগড়কে নগর হিসাবে গড়ে তুলতে পঞ্জাবের বহু গ্রামের অস্তিত্ব মুছে ফেলা হয়েছিল। চণ্ডীগড়ের ওপর পঞ্জাবের অধিকার সবার আগে। আমরা কখনোই নিজেদের অবস্থান থেকে সরব না। সবরকম পদক্ষেপ করা হবে।
>
> -ভগবন্ত সিং মান

> চণ্ডীগড়ের প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা সহজ করার জন্য পঞ্জাবের অনুভূতিকে উপেক্ষা করা যাবে না। চণ্ডীগড় কেবল একটি ভৌগোলিক অংশ নয়। পঞ্জাবের অনুভূতি এর সঙ্গে যুক্ত। এ ব্যাপারে কোনও ধোঁয়াশা থাকা উচিত নয়।
>
> -সুনীল জাখর

এই এলাকা পঞ্জাব রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। তাই চণ্ডীগড়ের ওপর পঞ্জাবের অধিকার সবার আগে। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'আমরা কখনোই নিজেদের অবস্থান থেকে সরব না। সবরকম পদক্ষেপ করা হবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়েছেন বিরোধী কংগ্রেস ও অকালি নেতারা। এমনকি পঞ্জাবের বিজেপি সভাপতি সুনীল জাখরও বলেছেন, 'চণ্ডীগড়ের প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা সহজ করার জন্য পঞ্জাবের অনুভূতিকে উপেক্ষা করা যাবে না। চণ্ডীগড় কেবল একটি ভৌগোলিক অংশ নয়। পঞ্জাবের অনুভূতি এর সঙ্গে যুক্ত। এ ব্যাপারে কোনও ধোঁয়াশা থাকা উচিত নয়।' হরিয়ানায় ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতারা অবশ্য চণ্ডীগড় নিয়ে মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছেন।

১৯৬৬ সালে পঞ্জাবের পূর্বাংশের হিন্দিভাষী এলাকাগুলি নিয়ে হরিয়ানা রাজ্য তৈরি হয়েছিল। তখন থেকে চণ্ডীগড় দুই রাজ্যের রাজধানী। জট কাটাতে সেই সময় চণ্ডীগড়কে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। যদিও এখানকার প্রশাসক হলেন পদাধিকার বলে পঞ্জাবের রাজ্যপাল। পঞ্জাবের রাজনৈতিক দলগুলি অবশ্য দীর্ঘদিন ধরে চণ্ডীগড়কে পূর্ণাঙ্গ রাজধানীর মর্যাদা দেওয়ার দাবি করছে। হরিয়ানার জন্য আলাদা রাজধানীর প্রস্তাব দেওয়া হয়। তবে উলটো পথে হেঁটে কেন্দ্রের তরফে চণ্ডীগড়কে সংবিধানের ২৪০ অনুচ্ছেদের আওতায় আনার কথা বলা হয়। এর ফলে রাষ্ট্রপতি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ, দাদরা ও নগর হাভেলি, দমন ও দিউ এবং পুদুচেরির ধাঁচে চণ্ডীগড়ের জন্য একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিয়োগ করতে এবং সরাসরি নিয়মকানুন তৈরি করতে পারবেন।

যদিও এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পোস্টে লেখা হয়েছে, 'কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ের জন্য আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া সহজ করার প্রস্তাবটি এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন। এই প্রস্তাবের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। প্রস্তাবটি কোনওভাবে চণ্ডীগড়ের শাসন বা প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে নয়। এমনকি চণ্ডীগড় এবং পঞ্জাব বা হরিয়ানা রাজ্যের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থা পরিবর্তন করাও এর লক্ষ্য নয়।' সেখানে আরও বলা হয়েছে, 'চণ্ডীগড়ের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সব স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই বিষয়ে উদ্বেগের প্রয়োজন নেই। আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে এই নিয়ে বিল আনার পরিকল্পনা নেই কেন্দ্রের।'

মাতৃদুগ্ধে ইউরেনিয়াম, উদ্বেগ বিহারে

পাটনা, ২৩ নভেম্বর : ইউরেনিয়াম। তাও আবার মাতৃদুগ্ধে! ঘটনাস্থল বিহার। কিছুদিন আগের এক গবেষণায় রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় মায়েদের স্তনদুগ্ধে ইউরেনিয়ামের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। সদ্যোজাত তথা শিশুদের প্রাথমিক খাবার মায়ের দুধে ইউরেনিয়ামের মতো বিপজ্জনক পদার্থ কীভাবে এল তা নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে নানা মহলে।

বিহারের ভোজপুর, সমস্তিপুর, বেগুসরাই, খগড়িয়া, কাটিহার ও নালন্দা জেলায় মায়েদের স্তনদুগ্ধের নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলি যৌথভাবে পরীক্ষা করেছে পাটনার মহাবীর ক্যানসার সংস্থা, লাভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটি এবং দিল্লি এইমস। নেচার জার্নালে প্রকাশিত ওই গবেষণাপত্র থেকে জানা গিয়েছে, গবেষকরা ৬টি জেলার ১৭-৩৫ বছর বয়সি ৪০ জন মায়ের স্তনদুগ্ধের নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন। তাদের সবকটিতে ইউরেনিয়াম পাওয়া গিয়েছে। সবচেয়ে বেশি ইউরেনিয়াম পাওয়া গিয়েছে কাটিহার জেলা থেকে সংগৃহীত নমুনাগুলিতে। ভাবা অ্যাটোমিক রিসার্চ সেন্টারের প্রাক্তন গ্রুপ ডিরেক্টর তথা বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী দীনেশ কে আসোয়াল অবশ্য মনে করছেন ইউরেনিয়ামের পরিমাণ মোটেও উদ্বেগজনক নয়। এমনকি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) পানীয় জলে যে মাত্রায় ইউরেনিয়ামের অস্তিত্বকে সহনীয় বলে মনে করে বিহারে মাতৃদুগ্ধে পাওয়া ইউরেনিয়ামের মাত্রা তার চেয়ে অনেক কম। তিনি বলেন, 'নমুনায় প্রাপ্ত ইউরেনিয়ামের মাত্রা সহনীয় সীমায় রয়েছে। পানীয় জলের মধ্যে ইউরেনিয়ামের সহনীয় মাত্রা এর চেয়ে ৬ গুণ বেশি।' এইমসের গবেষক অশোক শর্মা বলেন, 'গবেষণায় মাতৃদুগ্ধের ৪০টি নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমস্ত নমুনায় ইউরেনিয়াম (ইউ-২৩৮) পাওয়া গিয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে ইউরেনিয়ামের মাত্রা অনুমোদিত সীমার নীচে রয়েছে। মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উপর এর ন্যূনতম প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।'

> গবেষণায় মাতৃদুগ্ধের ৪০টি নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমস্ত নমুনায় ইউরেনিয়াম পাওয়া গিয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে ইউরেনিয়ামের মাত্রা অনুমোদিত সীমার নীচে রয়েছে। মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উপর এর ন্যূনতম প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে
>
> অশোক শর্মা, গবেষক

আজমের গ্রেপ্তার নিয়ে মাদানির প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর : ভারতে মুসলিমরা বঞ্চনার শিকার বলে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দের সভাপতি আর্শাদ মাদানি। লালকেল্লা বিস্ফোরণের ঘটনায় নাম জড়ানো আলা ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় বা সপার প্রভাবশালী সংখ্যালঘু মুখ আজম খানের ঘটনা এই প্রসঙ্গে টেনে এনেছেন তিনি। মাদানি বলেন, 'একজন মুসলিম, মামদানি নিউ ইয়র্কের মেয়র হতে পারেন। একজন খান লন্ডনের মেয়র হতে পারেন। কিন্তু ভারতে একজন মুসলিম কখনও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে পারবেন না। যদি তিনি হন, তাহলে আজম খানের মতো তাঁকেও জেলে যেতে হবে। আল ফালাহের সঙ্গে কী হল দেখুন। সেখানকার প্রতিষ্ঠাতা জেলে বন্দি। তাঁকে কতদিন সেখানে থাকতে হবে সেটা কেউ জানেন না।'

জমিয়ত প্রধানের এহেন মন্তব্যের সমালোচনা করেছে বিজেপি। দলের সংখ্যালঘু নেতা মহসিন রাজা বলেন, 'আর্শাদ মাদানি ও তাঁর পরিবার এদেশের মুসলিমদের লুটেছে। তাঁরাই দোষারোপের রাজনীতি করে। এটাই ওঁদের দ্বৈত চরিত্র। ওঁরা শুধু মুসলিমদের নামে রাজনীতি করে।' অপর বিজেপি নেতা ইয়াসের জিলানি বলেন, 'একদিকে মাদানি বলছেন, বিশ্বের মুসলিমদের অবস্থা খারাপ। আবার তিনিই নিউ ইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানির কথা বলছেন। উনি আজম খান ও আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ টেনেছেন।

আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক একজন কুচক্রী। আজম খানের বিরুদ্ধেও প্রচুর অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ আছে। সরকার সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলে। মানুষের মধ্যে মাদানি যেন কোনও বিভ্রান্তি তৈরি না করেন।' কংগ্রেস নেতা উদিত রাজ অবশ্য মাদানিকে সমর্থন করেছেন।

মুসলিম পড়ুয়া ভর্তির বিরোধিতা বিজেপির

জম্মু, ২৩ নভেম্বর : রিয়াসি জেলার শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী ইনস্টিটিটিউট অফ মেডিকেল এক্সেলেন্সের ৫০টি এমবিবিএস আসনে ৪২ জন মুসলিম পড়ুয়া ভর্তি হওয়ায় আপত্তি জানাল বিজেপি। জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহার সঙ্গে এই বিষয়ে দেখা করে ইতিমধ্যে নিজেদের আপত্তির কথা জানিয়ে এসেছে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল। জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সুনীল শর্মার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল উপরাজ্যপালের হাতে একটি স্মারকলিপিও তুলে দিয়েছে। বিজেপির বক্তব্য, ওই মেডিকেল কলেজটি বৈষ্ণো দেবী শ্রাইন বোর্ডের অনুদানে চলে। অথচ সেখানে পড়ুয়া ভর্তির ক্ষেত্রে পুণ্যার্থীদের আস্থা ও ভক্তির বিষয়টিকেই মাথায় রাখা হয়নি। হিন্দু সম্প্রদায়ের মাত্র ৭ জন ও একজন শিখ সম্প্রদায়ের পড়ুয়া ভর্তি হতে পেরেছেন ওই কলেজে। এমনভাবে পড়ুয়া বাছাই স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। অবিলম্বে ভর্তি প্রক্রিয়ার নিয়ম সংশোধন করার দাবিও তুলেছে বিজেপি।

আজ শপথ সূর্য কান্তের

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর : সোমবার দেশের ৫৩তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেবেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। রবিবার অবসর গ্রহণ করেন তাঁর পূর্বসূরি প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। সুপ্রিম কোর্টের যে সমস্ত বেঞ্চ জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার, বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধন এবং পেগাসাস স্পাইওয়ার সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় রায়দান ও নির্দেশ দিয়েছিল, তার অংশ ছিলেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। ৩০ অক্টোবর তাঁকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ২০২৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ১৫ মাস প্রধান বিচারপতি পদে আসীন থাকবেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। তাঁর আগে পর্যন্ত মোদি জমানায় গত ১১ বছরে মোট ১২ জন প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একমাত্র ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ই দেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে ২ বছর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৬২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি সূর্য কান্তের জন্ম হয় হরিয়ানার হিসার জেলার একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে। মফসসল শহরে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন তিনি। প্রধান বিচারপতি হিসেবে তাঁর প্রধান কর্তব্য হবে আদালত থেকে মামলার পাহাড় কমানো।

এদিকে বিদায়বেলায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংরক্ষণের ক্রিমি লেয়ার সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রধান বিচারপতি বিআর গভাই বলেন, 'সংরক্ষণে 'ক্রিমি লেয়ার' বা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অংশকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট তার কাজ শেষ করেছে। আর আমাদের কিছুই করার নেই। এবার পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার ভার সরকার ও সংসদের ওপর।' এদিকে বিচারবিভাগে স্বজনপোষণের অভিযোগে বিদায়ী প্রধান বিচারপতি জানান, মোট নিয়োগের ১০ শতাংশেরও কম ক্ষেত্রে বিচারকের আত্মীয়দের নাম আসে। তিনি আরও বলেন, শুধুমাত্র কোনো বিচারপতির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে একজন প্রার্থীর যোগ্যতাকে উপেক্ষা করা যায় না। প্রধান বিচারপতি জানান, অবসর নেওয়ার পর তিনি কিছুদিন বিশ্রাম নেবেন। পরে সমাজের সেবায় নিজেকে যুক্ত করবেন। অবসরের পর কোনও পদ নেবেন না বলেও জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে জুতো ছোড়ার ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ক্ষমা আমার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এসেছিল। ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার সিদ্ধান্তটি ছিল তাৎক্ষণিক।'

তেজস দুর্ঘটনায় নিহত উইং কমান্ডার নমাংশ সায়ালের কফিনবন্দি দেহ আঁকড়ে কান্না মায়ের। রবিবার কাংড়ায়।

সামরিক মর্যাদায় শেষকৃত্য, শোকে বিহ্বল কাংড়া

সিমলা, ২৩ নভেম্বর : মাতৃভূমিতে ফিরল ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার নমাংশ সায়ালের দেহাবশেষ। শহিদের শেষকৃত্য হল পূর্ণ সামরিক মর্যাদায়। ঘরের ছেলেকে বিদায় জানাতে শোকে মুহ্যমান কাংড়ার নগ্রোটা পাটিয়ালকারের মানুষ। তাঁর অকালমৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না গ্রামবাসী। তাঁদের চোখে জল। শ্রদ্ধা জানান আত্মীয় পরিজনেরা। দুবাই এয়ার শো-তে তেজস বিমান দুর্ঘটনায় শহিদ হয়েছেন ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার নমাংশ।

রবিবার নমাংশের দেহ দুবাই থেকে উড়িয়ে প্রথমে আনা হয় তামিলনাড়ুর সুলুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে। সেখানে শ্রদ্ধা জানান কোয়েম্বাটোরের জেলা শাসক পবনকুমার জি গিরিয়াপ্পানভর, সেনাঘাঁটির দক্ষিণ কমান্ডের আধিকারিকরাও। দেশ সেবায় নিবেদিত নমাংশের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের কথা উল্লেখ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির কর্মকর্তা, সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব ও ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে দুবাইয়ের বিদায় অনুষ্ঠানেও সেই বার্তাই ফুটে উঠেছিল।

সুলুর থেকে এদিন দেহাবশেষ নিয়ে যাওয়া হয় হিমাচলে। সুজানপুরের তিরার সৈনিক স্কুলে নমাংশের সঙ্গে পড়তেন পঙ্কজ চাধা। তাঁর চোখের জল বাঁধ মানছে না। বললেন, 'ও আমাদের স্কুলের রত্ন ছিল।' হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু বলেছেন, 'ভারত তার এক সাহসী ছেলেকে বড় তাড়াতাড়ি হারাল।'

স্কুলের কাছে উদ্ধার বিপুল বিস্ফোরক

দেরাদুন, ২৩ নভেম্বর : লালকেল্লা বিস্ফোরণের ক্ষত এখনও দগদগে। এরই মধ্যে দেবভূমি উত্তরাখণ্ডে সন্ত্রাসবাদের ছায়া দেখা গেল। রবিবার আলমোরা জেলার দাবারা গ্রামের গভর্নমেন্ট হাই সেকেন্ডারি স্কুলের কাছ থেকে ১৬১টি জিলেটিন স্টিক, যার ওজন ২০ কেজিরও বেশি, উদ্ধার করল পুলিশ। স্কুলের কাছে একটি ঝোপ থেকে সেগুলি উদ্ধার হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় শোরগোল পড়েছে।

স্কুলের অধ্যক্ষ সুভাষ সিং প্রথমে প্যাকেটে মোড়া ওই বিস্ফোরক দেখতে পান। তিনিই খবর দেন পুলিশে। তারপরই পুলিশ এসে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। উধম সিং নগর ও নৈনিতাল জেলা থেকে আসে বম্ব ডিজপোজাল স্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াড। তল্লাশি চালানোর পর ঝোপ থেকে আরও বিস্ফোরক উদ্ধার হয়। এসএসপি দেবেন্দ্র জানিয়েছেন, এই ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এক্সপ্লোসিভ সাবস্ট্যান্সেস আইন, ১৯০৮ ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২৮৮ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এর আগে লালকেল্লা বিস্ফোরণের ঠিক আগের দিন ফরিদাবাদ থেকে ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছিল। ১০ নভেম্বর লালকেল্লা চত্বরে গাড়িবোমা বিস্ফোরণ হয়।

এদিকে দিল্লির ঘটনার তদন্তে নেমে এনআইএ জানতে পেরেছে, ফরিদাবাদের হোয়াইট কলার মডিউল অন্তত ২ বছর ধরে বিস্ফোরক মজুত করার কাজ করছিল। সূত্রের খবর, এনআইএ-র জেরায় অভিযুক্ত ড. মুজাম্মিল গনাই স্বীকার করে, গুরুগ্রাম ও নূহ থেকে ২৬ কুইন্টাল এনপিকে সার জোগাড় করেছিল তারা। সেগুলি বিস্ফোরকে রূপান্তরিত করা হত উমর-উন-নবির তদারকিতে। গোয়েন্দারা মনে করছেন, এই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক খুব ধীরে-সুস্থে মজুত করা হত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক জানান, গনাই সার ও অন্যান্য রাসায়নিক জোগাড় করত। সেগুলি প্রায় ৩ লক্ষ টাকায় কেনা হয়েছিল। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং ইউরিয়াও মজুত করা হয়েছিল।

উত্তরাখণ্ড

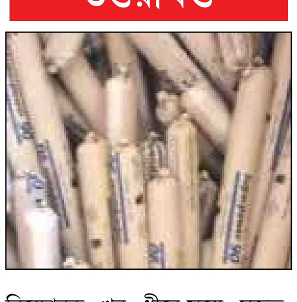

যোগীরাজ্যে মৃত্যু বিএলও-র

লখনউ, ২৩ নভেম্বর : ভোটার তালিকায় নিবিড় বিশেষ সংশোধনের (এসআইআর) কাজে যুক্ত বিএলওদের অনেকেই কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। মারাও যাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাটের পর এবার মৃত্যুর ঘটনা যোগীরাজ্যেও। উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের মালিহাবাদে শুক্রবার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে মৃত্যু হল এক বিএলও-র।

বিজয় কুমার ভার্মা নামে ওই ব্যক্তি এসআইআর-র চাপে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। পেশায় শিক্ষক ছিলেন বছর পঞ্চাশের বিজয়।

লখনউয়ের জেলাশাসক বিজয়ের ওপর চাপের কথা অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে, কাজে যোগ না দেওয়ার কারণে সাসপেন্ড হলেন দুই বিএলও।

একের পর এক রাজ্যে বিএলও-দের মৃত্যুমিছিলের ঘটনায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে রবিবার বলেন, 'এসআইআরের পাহাড়প্রমাণ কাজের চাপের কারণেই বিএলও এবং ভোট আধিকারিকরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন।' এই বিশৃঙ্খলার সঙ্গে নোটবন্দি ও করোনাকালীন লকডাউন পরিস্থিতির তুলনা টেনেছেন তিনি।

অসমের সখিনার জামিন ঢাকায়

ঢাকা, ২৩ নভেম্বর : শেষপর্যন্ত জামিন পেলেন সখিনা বেগম। রবিবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করে। জামিনের খবরে কান্নায় ভেঙে পড়েন ৬৮ বছরের বৃদ্ধা। ঢাকার মীরপুরে যে পরিবারের আশ্রয়ে তিনি ছিলেন তাঁদের কাছেই আপাতত ফিরে গিয়েছেন সখিনা। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের দাবি, সখিনার বাড়ি অসমের নলবাড়ি জেলার বরকুড়া গ্রামে। তাঁকে ভারত থেকে বাংলাদেশে পুশ-ইন করা হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে ভারতের তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি।

ছুটি নেই হবু বাবার

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর : প্রথম বাবা হতে যাচ্ছেন এক হাসপাতাল কর্মী। স্ত্রীর পাশে থাকতে মরিয়া তিনি। এজন্য ম্যানেজারের কাছে মাত্র দু'দিনের ছুটি চেয়েছিলেন। পাননি।একদিকে নতুন অতিথি আসার আনন্দ, অন্যদিকে স্ত্রী প্রসব বেদনায় ছটফট করছেন, তাঁর সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ- এই আবহে ম্যানেজারের অপ্রত্যাশিত ফোন পেয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। ম্যানেজার বলেন, 'লেবার পেইন? বুঝলাম। কিন্তু মিটিং আছে যে। তোমাকে হাসপাতালে থাকতে হবে। কিছু তো করতে হচ্ছে না।'

কর্মজীবন ও পারিবারিক দায়িত্বের যে কঠিন মানসিক টানাপোড়েনে ওই ব্যক্তিকে পড়তে হয়েছে, তা সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরে তিনি লিখেছেন, 'কেউ কি আমার অবস্থা বুঝবেন?' তাঁর পোস্ট কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় সাড়া ফেলে দিয়েছে। কয়েক হাজার নেটিজেন পোস্টটি দেখেছেন। লাইক করেছেন এক হাজারেরও বেশি।

ওদেরও অধিকার আছে... রবিবার চেন্নাইয়ে।

মন্ত্রীর পিএ-র স্ত্রী আত্মঘাতী

মুম্বই, ২৩ নভেম্বর : দাঁতের চিকিৎসক গৌরী পালভে বিয়ের আট মাসের মাথায় আত্মঘাতী হলেন বলে অভিযোগ। তাঁর স্বামী হলেন মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী পঙ্কজা মুন্ডের ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ) অনন্ত গোরজে। ফেব্রুয়ারিতে তাঁদের বিয়ে হয়। কিন্তু সেই বিয়ে সুখের হয়নি। শুরু থেকেই অশান্তি। অভিযোগ, শুরু থেকে গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হন গৌরী। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে ওরলিতে। গতকাল তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে বাড়িতে। এটা হত্যা না আত্মহত্যা, পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। গৌরীর বাবার লিখিত অভিযোগ, তাঁর মেয়ের ওপর অত্যাচার চালাতেন স্বামী।

ফের ইজরায়েলি হামলার বলি ২৪

গাজা, ২৩ নভেম্বর : সংঘর্ষ বিরতির মধ্যেই গাজায় জারি ইজরায়েলি হামলা। শনিবার রাতে উত্তর ও মধ্য গাজার বিভিন্ন এলাকায় বোমাবর্ষণ করেছে ইজরায়েলের বায়ুসেনা। হামলায় কমপক্ষে ২৪ জন প্যালেস্তিনীয় প্রাণ হারিয়েছেন। আহত ৮৭। তাঁদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এদিনের ঘটনায় ফের গাজায় সংঘর্ষ বিরতির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনার জন্য হামাসের দিকে আঙুল তুলেছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার। তাদের দাবি, সংঘর্ষ বিরতি চুক্তির শর্ত মেনে ইজরায়েলি বাহিনী গাজার সীমানার বাইরে চলে গিয়েছে। কিন্তু শহরের বাইরে মোতায়েন ইজরায়েলি সেনাদের ওপর হামলা চলছে। শনিবার একদল বন্দুকবাজ ইজরায়েলের নিরাপত্তাকর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। তাদের জবাব দিতে গাজায় বিমান হামলা চালানো হয়েছে। ইজরায়েল ও হামাস দু-পক্ষকেই সতর্ক করে বিবৃতি জারি করেছে মার্কিন বিদেশমন্ত্রক। সেখানে বলা হয়েছে, 'প্যালেস্তিনীয়দের ওপর এই হামলা সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘনের শামিল। এর ফলে মধ্যস্থতার মাধ্যমে কার্যকর হওয়া সংঘর্ষ বিরতি তার গতিমুখ হারাবে।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'হামাস যদি আক্রমণ চালিয়ে যায়, তাহলে গাজার সাধারণ মানুষ এবং সংঘর্ষ বিরতিকে রক্ষার জন্য সব পদক্ষেপ করা হবে।'

কারাবন্দি সোনমের হাতে জেলখানাও পাঠশালা

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর : '... হামকো তো রাহে থি চালাতি, উও খুদ আপনি রাহ বানাতা, গিরতা সামভালতা মস্তি মে চলতা থা উও...।'

লাদাখের জলবায়ু আন্দোলন কর্মী ও শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুকের জীবন থেকে অনুপ্রাণিত আমির খান অভিনীত 'থ্রি ইডিয়টস' সিনেমার এই গানের কলিগুলি হঠাৎ যেন বাস্তবের পটভূমিতে নেমে এসেছে। লে-তে সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে জাতীয় সুরক্ষা আইনে (এনএসএ) ধৃত সোনম ওয়াংচুক গত দু-মাস যোধপুরের সেন্ট্রাল জেলে বন্দি। তাঁর গ্রেপ্তারিকে বেআইনি ও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে সোনমের স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা করেছেন, সোমবার তার শুনানি রয়েছে। কিন্তু যাঁকে নিয়ে এত হইচই, সেই সোনম ওয়াংচুক কিন্তু কারাগারকে পৃথিবীর পাঠশালায় পরিণত করার ব্রত নিয়ে চলছেন। ওয়াংচুকের সেই পাঠশালায় শিক্ষালাভ করছে কারাকর্মীদের সন্তানরাই।

ওই কচিকাঁচাদের ভবিষ্যৎ যাতে সুরক্ষিত থাকে, পৃথিবীকে নতুন আলো দেখাতে পারে সেই শিক্ষাদানই করে চলেছেন সোনম ওয়াংচুক। শুধু শিশুরাই নয়, তাদের বাবা-মায়েরাও অর্থাৎ যোধপুর সেন্ট্রাল জেলের কারাকর্মীরা ওয়াংচুকের কাছে নিয়মিত এসে জানতে চাইছেন, কীভাবে তাঁরা ছেলেমেয়েদের বড় করে তুলবেন, মানুষ করে তুলবেন। ভাবা যায়! যে মানুষটিকে চিনের দালাল, বাংলাদেশের সমর্থক, বিদেশি অর্থপুষ্ট এজেন্ট এমনকি ভারতের সার্বভৌমত্বের পক্ষে বিপজ্জনক ও হিংসায় উসকানিদাতা বলে অভিযোগ উঠেছে, যাঁর বিরুদ্ধে জাতীয় সুরক্ষা আইনের মতো কঠোর আইনের ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে সেই সোনম ওয়াংচুকের কাছেই কি না বড় হয়ে ওঠার পাঠ শিখছেন কারাকর্মী ও তাঁদের ছেলেমেয়েরা।

গীতাঞ্জলি এক্সে লিখেছেন, 'সোনম ওয়াংচুক সেলের মধ্যে বন্দি থেকেও একটি নির্দিষ্ট দিনলিপি এবং উদ্দেশ্য বজায় রেখে চলছেন।' ওয়াংচুকের তৈরি হিমালয়ান ইনস্টিটিটিউট অফ অল্টারনেটিভস লাদাখের সহ প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও গীতাঞ্জলি এও লিখেছেন, 'সোনম এখন ঋষি অরবিন্দের আত্মজীবনী পড়ছেন, যেখানে তিনি আলিপুর জেলে এক বছরের বন্দিজীবনের কথা লিখে গিয়েছেন। আমি যখন গতকাল সোনমের সঙ্গে দেখা করতে যাই, তখন উনি আমাকে বলেন, কারাকর্মীদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। কারাকর্মীরা যখন ওঁর কাছে কীভাবে বাচ্চাদের বড় করে তুলবেন বলে জানতে চান, তখন উনি পরামর্শ দেন, বাচ্চাদের খারাপ জিনিসগুলি নিয়ে আঙুল তোলার বদলে তাদের ভালো জিনিসগুলি সবসময় উপভোগ করা উচিত।' গীতাঞ্জলি জানিয়েছেন, সোনম তাঁর কাছে একটি সূর্য-ঘড়ি নিয়ে আসতে বলেছেন। কারণ, তাঁর সেলে কোনও ঘড়ি নেই। ওয়াংচুককে ২৬ সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার করা হয়।

সোনম ওয়াংচুক। -ফাইল ছবি।

গ্যাস মাথায় ওঠে না

‘মানুষ মাত্রেই গ্যাসের সমস্যায় ভোগেন’ - এই ধরনের একটা কথা প্রচলিত আছে। এই গ্যাস বলতে আমরা সাধারণত গ্যাসট্রাইটিসের সমস্যাকে বুঝে থাকি। গ্যাস অল্পবিস্তর সকলের হতে পারে। গ্যাস হলে শরীরে অস্বস্তি হয়। খাবার হজম হয় না, পেট খারাপ হয়। সঙ্গে পেট ব্যথা থাকে। এছাড়া শারীরিক অস্বস্তির কারণে খিদেও থাকে না। এই গ্যাস চেপে রাখা ঠিক নয়। লিখেছেন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের জেনারেল ফিজিশিয়ান **ডাঃ মহম্মদ আবু তাহের**

আমাদের অন্ত্রে বহু খাদ্য পাচনকারী ব্যাকটিরিয়া থাকে। সেগুলো উপকারী বটে। আমাদের খাদ্যনালির মাধ্যমে খাবার যখন অন্ত্রে পৌঁছায়, তখন এই ব্যাকটিরিয়াগুলি এনজাইম ক্ষরণ করে। এর ফলে তাড়াতাড়ি খাদ্য হজম হয়। অনেক সময় খাওয়ার পর ব্যাকটিরিয়ার কারসাজির ফলে গ্যাস তৈরি হয়। কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এই গ্যাসের সমস্যা বেশি, বিশেষ করে যাঁদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স আছে। এক্ষেত্রে খাবার সহজে হজম হয় না। আর তা যদি হয় দুধের খাবার তাহলে তো কথাই নেই। মিষ্টি, দুধ চা – যা খাবেন তাতেই সমস্যা হবে। যাঁদের দুধ হজম হয় না তাঁরা অধিকাংশই বাওয়েল সিনড্রোমে ভোগেন। তাই পেটের সমস্যায় দুধ পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

অনেক সময় আমরা সাধারণত অনিয়মিতভাবে খাবার খাই। সেক্ষেত্রে খাওয়ার পরে হজম ঠিকঠাক হয় না। হজম ঠিকঠাক না হওয়ায় নানারকম সমস্যা হতে পারে। যেমন পেট ফুলে ওঠা, পেটে সবসময় ভরা ভরা ভাব, মুখ দিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত ঢেঁকুর ওঠা প্রভৃতি। খাওয়ার অভ্যাস বদলালে এগুলো থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়।

অন্ত্রের সঙ্গে মাথায় কোনও রকম কোনও নল নেই যে, অন্ত্রে তৈরি হওয়া গ্যাস মাথায় উঠে যাবে। মাথাব্যথার মতো সমস্যারও কোনও সংযোগ নেই গ্যাসের সঙ্গে। মাথাব্যথার নানারকম কারণ থাকতে পারে। তারমধ্যে মাইগ্রেনের সমস্যা থাকতে পারে। অতিরিক্ত টেনশন থেকেও মাথাব্যথা হতে পারে।

গ্যাসট্রাইটিসের কারণ কী

গ্যাসট্রাইটিস সাধারণত দুই ধরনের হয় - অ্যাকিউট এবং ক্রনিক। অ্যাকিউট গ্যাসট্রাইটিস ধূমপান, অ্যালকোহল সেবন এবং ব্যথার ওষুধ ও অ্যাসপিরিন গ্রহণের ফলে হতে পারে। অন্যদিকে, ক্রনিক গ্যাসট্রাইটিস সাধারণত জিনঘটিত কারণে হয়। এছাড়া হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি ইনফেকশন থেকেও হতে পারে।

কী করবেন

গ্যাসের সমস্যার রকমফের হতে পারে। তাই যাঁরা খাবারদাবার নিয়ম করে খাওয়ার পরেও গ্যাসের সমস্যায় ভোগেন তাঁরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনওভাবেই ভুরিভুরি অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। যাঁরা অতিরিক্ত গ্যাসের সমস্যায় ভোগেন তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। যেমন পেটের আলসার থেকে শুরু করে নানারকম ইনফেকশন।

অ্যান্টাসিডের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

যাঁরা প্রয়োজন ছাড়া অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধ খেয়ে যাচ্ছেন দিনের পর দিন তাঁদের ভবিষ্যতে আয়রন, ভিটামিন, ম্যাগনেশিয়ামের অভাব দেখা দেবে। এমনকি হাড় ক্ষয়, অল্প আঘাতেই হাড় ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা, সেইসঙ্গে শরীরে কিছু রোগজীবাণু প্রবেশও করতে পারে। কিডনিতে মারাত্মক সমস্যা হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

গ্যাসের থেকে মুক্তির উপায়

- খাওয়াদাওয়ার সুঅভ্যাস গড়ে তুলতে হবে
- মদ্যপান বন্ধ করতে হবে
- ধূমপানের অভ্যাস বন্ধ করাই ভালো
- নিয়মিত শরীরচর্চা এবং প্রয়োজনমতো জল খেতে হবে

খুশকিকে হেলাফেলা নয়

খুশকির মতো বিরক্তিকর জিনিস বোধহয় খুব কমই আছে। যাঁদের অতিরিক্ত খুশকি তাঁদের তো ঘাড় প্রায় সাদা হয়ে থাকে। কারও কারও ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে হলেও অনেকের সারাজীবনই খুশকি সঙ্গী হয়ে থাকে। কোনও অ্যান্টি-ড্যানড্রাফ শ্যাম্পুই কাজে আসে না। ডার্মাটোলজিস্টদের মতে, খুশকি শুধু শুষ্ক স্ক্যাল্প বা অপরিষ্কারের জন্য হয় না, এটি চিকিৎসাগত অবস্থা,যা বিভিন্ন কারণে হয়। চিকিৎসার ভাষায় একে সেবোরিক ডার্মাটাইটিস বা পিটারিয়াসিস ক্যাপিটিস বলা হয়। ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড ইনভেস্টিগেটিভ ডার্মাটোলজির জার্নালে প্রকাশিত একটি তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের খুশকি রয়েছে।

চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতে আর্দ্রতা, বায়ু দূষণ রয়েইছে, পাশাপাশি মাঝে মাঝেই চুলে তেল লাগানোয় বিভিন্ন মরশুমে বিশেষত শীতের সময় এবং বর্ষা পরবর্তী সময়ে খুশকির সমস্যা বেশি দেখা যায়।

প্রচলিত ধারণা সত্ত্বেও বলতে হয়, স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে খুশকির তেমন সম্পর্ক নেই। বরং এটি ইস্টের মতো একটি ছত্রাকের অত্যধিক বৃদ্ধি থেকে হয়ে থাকে। এই ছত্রাক ম্যালাসেজিয়া গ্লোবোসা নামে পরিচিত, যার খাবার স্ক্যাল্পের তেল বা সিবাম।

ওই ছত্রাক যখন তেলগুলো ভেঙে দেয় তখন ওলিক অ্যাসিড তৈরি হয়, যা থেকে কিছু মানুষের স্ক্যাল্পে জ্বালা, চুলকানি, লালচে ভাব প্রভৃতি হয়ে থাকে।

২০২৩ সালে ডার্মাটোলজি রিভিউ জার্নালে বলা হয়েছে, খুশকির প্রধান কারণ অপরিচ্ছন্নতা নয়, বরং ত্বকের সংবেদনশলীতা। চুল অতিরিক্ত ধোয়া বা ঘনঘন না ধোয়া – উভয়ই অবস্থা আরও খারাপ করতে পারে। তাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, স্ক্যাল্প বা মাথার ত্বক পরিষ্কার রাখা, কিন্তু এর প্রাকৃতিক তেলকে নষ্ট না করা।

কিন্তু প্রশ্ন হল, খুশকি হঠাৎ করে হয় কেন? আসলে স্ট্রেস ও হরমোনের পরিবর্তন সিবাম উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়, ম্যালাসেজিয়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। এই কারণে খুশকি প্রায়শই কিশোর বয়সে বা তরুণ বয়সে খুব হয়ে থাকে। কারণ, এই সময় অয়েল গ্ল্যান্ড সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে।

ঠান্ডা, শুষ্ক আবহওয়া স্ক্যাল্পকে ডিহাইড্রেট করে, ফলে সাদা আঁশ হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। অন্যদিকে, তেল ও আর্দ্রতা তেল নিঃসরণ বাড়ায়, যা ছত্রাকের বৃদ্ধিকে আরও খারাপ করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ভারতের মতো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বা শহুরে পরিবেশে আর্দ্রতা, বায়ু দূষণ ও বারবার ঘেমে যাওয়ার কারণে খুশকি হওয়ার প্রবণতা বেশি।

চুলে তেল দেওয়ার অভ্যাস, যা ভারতীয়দের মধ্যে বেশি দেখা যায়, অনেক সময় উলটো প্রভাব ফেলতে পারে। এইমসের চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, খুশকি-প্রবণ স্ক্যাল্পে নারকেল তেল বা সর্ষের তেলের মতো ভারী তেল লাগানোর মানে ইস্টকে খেতে দেওয়া। ফলে প্রদাহ, চুলকানি, স্কেলিং বেশি হতে পারে। এই অবস্থায় চর্মরোগ বিশেষজ্ঞর প্রেসক্রাইব করা হালকা, মেডিকেটেড ফর্মুলেশন বা অ্যান্টিফাংগাল স্ক্যাল্প সিরাম ব্যবহার করতে পারেন। যদি আপনার খুশকি থাকে তাহলে সারারাত তেল লাগিয়ে রাখার অভ্যাস ছাড়ুন, কারণ এতে তাপ ও আর্দ্রতা আটকে থাকে, যা ছত্রাকের বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে।

চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা সাধারণত কেটোকোনাজল, জিংক, পাইরিথিওন, সেলেনিয়াম সালফাইড বা সাইক্লোপাইরক্স ওলামিন যুক্ত অ্যান্টিফাংগাল শ্যাম্পু ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এই ধরনের শ্যাম্পু ম্যালাসেজিয়া কমাতে প্রমাণিত। এছাড়া স্যালিসিলিক অ্যাসিড বা কোল টার, টপিকাল কর্টিকোস্টেরয়েডসযুক্ত শ্যাম্পু বা টি ট্রি অয়েল ব্যবহার করতে পারেন। তবে নিয়মিত ব্যবহার করতে হবে। বেশিরভাগ অ্যান্টিফাংগাল শ্যাম্পু অন্ততপক্ষে ৪-৬ সপ্তাহ ব্যবহার করলে তবেই উন্নতি চোখে পড়বে।

ফ্রন্টিয়ার্স ইন মাইক্রোবায়োলজি জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, যাঁদের খুশকির দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা রয়েছে, তাঁদের অন্ত্রে প্রায়শই বিভিন্ন রকম ব্যাকটিরিয়া কম থাকে এবং সিস্টেমিক ইনফ্ল্যামেশন মার্কার বেশি থাকে। এই অবস্থায় চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা ব্যালান্সড ডায়েটের পরামর্শ দেন, যাতে জিংক, ভিটামিন বি, ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকবে। এই সবই মাথার ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। পাশাপাশি অতিরিক্ত চিনি, প্রক্রিয়াজাত খাবার ও মদ্যপান এড়িয়ে চলা উচিত।

মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে শরীরচর্চা, মেডিটেশন করতে পারেন। এছাড়া পর্যাপ্ত ঘুমেরও প্রয়োজন। মনে রাখবেন, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ শুধু কর্টিসলই (তেল নিঃসরণকে সক্রিয় করা) বাড়ায় না, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দমন করে, যাতে ম্যালাসেজিয়া সুযোগ পেয়ে যায়।

স্ক্যাল্পের বাইরে, ভ্রূর ওপরে, কানের পিছনে এমনকি বুকে যদি লালচে হয়ে থাকে তাহলে তা সেবোরিক ডার্মাটাইটিস হতে পারে, যা খুশকির তীব্র প্রদাহজনক রূপ। পুরু আকারের সাদা আঁশে ক্রমাগত চুলকানি সোরিয়াসিস বা এগজিমার ইঙ্গিত হতে পারে। এরকম কিছু ক্ষেত্রে শুধু শ্যাম্পুতে কাজ হয় না, ডার্মাটোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

চানাচুরে ক্ষতি যত

চানাচুর খেতে আমরা অনেকেই পছন্দ করি। অথচ চানাচুর আমাদের কোনও উপকার তো করেই না, বরং ক্ষতি করে বেশি। যেমন-

- চানাচুর উচ্চ ক্যালোরির খাবার। কারণ, এতে তেলের পরিমাণ বেশি। অল্প চানাচুর খেলেও ওজন বাড়ার ঝুঁকি থাকে। কোনও কোনও চানাচুরে স্বাদের বৈচিত্র্য আনতে চিনিও যোগ করা হয়ে থাকে। চিনি যোগ করা চানাচুরে বাড়তি ক্যালোরি যোগ করা হয়। ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকেই যায়।
- চানাচুরে বেশ খানিকটা লবণ থাকে। সুস্থ থাকতে বাড়তি লবণযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা উচিত।
- অধিকাংশ চানাচুরই তেলে ডিপ ফ্রাই করে তৈরি করা হয়। একই তেল বারবার ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ চানাচুর তৈরির প্রক্রিয়াই এমন যে এতে ট্রান্স ফ্যাট থাকে। তাই চানাচুর খেলে রক্তে খারাপ চর্বির মাত্রা বাড়তে পারে।
- বিভিন্নরকম মশলা থাকায় চানাচুর খেলে অনেকের অ্যাসিডিটি হয়।
- চানাচুর তৈরি হয় ডাল থেকে। চানাচুর খেলে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়তে পারে। যাঁদের দীর্ঘমেয়াদি কিডনির রোগ আছে কিংবা যাঁরা এ রোগের ঝুঁকিতে আছেন, তাঁদের জন্য অতিরিক্ত ডাল ও লবণ ক্ষতিকর। তাঁদের তাই চানাচুর এড়িয়ে চলা উচিত।

পুষ্টিগত দিক থেকে চানাচুরের কোনও উপকারিতা নেই। তাই যে কোনও বয়সি মানুষেরই চানাচুর না খাওয়া উচিত। তবে ইচ্ছে করলে মাঝেমধ্যে খেতে পারেন, তাই বলে নিয়মিত নয় এবং মুঠো ভরেও নয়। প্রয়োজনে মুড়ির সঙ্গে মিশিয়ে খান।

মনে রাখতে হবে, বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা যাঁরা উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবিটিস, হৃদরোগ, দীর্ঘমেয়াদি কিডনির রোগ বা পেপটিক আলসার ডিজিজে ভুগছেন কিংবা যাঁদের ইউরিক অ্যাসিড বা খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি, কালেভদ্রে কম করে চানাচুর খাওয়াও তাঁদের এড়িয়ে চলা উচিত।

ভূগর্ভস্থ কেবল চুরিতে চিন্তা বাড়ছে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : শিলিগুড়িতে বিদ্যুতের ভূগর্ভস্থ কেবল সহ অন্য যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে শোরগোল পড়েছে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির অন্দরেও। কোম্পানির বক্তব্য, প্রতিটি ঘটনার পরই পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু চুরি বন্ধ হচ্ছে না। যা নিয়ে কাজের বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সিও নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। এভাবে জিনিসপত্র চুরির কারণে তাঁদেরও প্রচুর আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে এজেন্সি দাবি করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির শিলিগুড়ির এক আধিকারিক বলেছেন, 'পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে। আমরাও এজেন্সিকে সমস্ত জিনিসপত্র যত্নের সঙ্গে রাখতে বলেছি।' শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'আমরা বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনায় অভিযুক্তদের আটক করেছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ১২-১৪ বছরের ছেলেরা এই কাণ্ড ঘটাচ্ছে। ফলে তাদের আমরা আটকে রাখতে পারছি না। অভিভাবকদের ডেকে সতর্ক করে বাচ্চাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি এই কাজের ঠিকাদারি সংস্থাকেও সমস্ত সরঞ্জাম নিজেদের দায়িত্বে রাখার জন্য বলা হয়েছে। কারণ সমস্ত জায়গায় ওরা জিনিসপত্র ছড়িয়ে রাখলে আমাদের পক্ষে সবসময় নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়।'

হিলকার্ট রোড, বিধান রোড, সেবক রোড সহ ১৯টি ওয়ার্ডে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ভূগর্ভস্থ কেবলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। বেশিরভাগ ওয়ার্ডেই মাটির তলায় কেবল বসানো এবং রিং মেইন ইউনিট (আরএমইউ), সার্ভিস জংশন বক্স বসানোর কাজও অনেকটা হয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, দু'মাস ধরে বিভিন্ন এলাকায় ভূগর্ভস্থ কেবল এবং আরএমইউ ভাঙচুর করে চুরি করা হচ্ছে। অনেক জায়গায় আবার নতুন বসানো সার্ভিস জংশন বক্স থেকে কাটআউট, দামি তার কেটে নিয়ে যাচ্ছে দুষ্কৃতীরা।

বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি সূত্রের খবর, বিভিন্ন এলাকায় এই প্রকল্পের কাজ চলছে। ফলে, অনেক জায়গায় ভূগর্ভস্থ কেবল সহ অন্য যন্ত্রাংশ পড়ে থাকছে। সেই সুযোগে চুরির ঘটনা ঘটছে। সবচেয়ে বেশি চুরি হচ্ছে হিলকার্ট রোড এলাকায়। এখন পর্যন্ত ১০-১২টি চুরির ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, শনিবার সাতসকালে গুরুংবস্তি মোড় এলাকায় ট্রান্সফর্মারে উঠে অ্যালুমিনিয়ামের পাত চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে এক তরুণ।

তরুণের দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : রবিবার সকালে মাটিগাড়ার চামটা রেলসেতুর নীচ থেকে এক তরুণের দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এদিন সকালে তাঁরা সেতুর নীচে দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন। মাটিগাড়া থানা ও রেল পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। এরপর সেই দেহ তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, সেতু দিয়ে যাওয়ার পথে ট্রেনের ধাক্কায় ওই তরুণের মৃত্যু হয়েছে। প্রসঙ্গত, বছরখানেক আগেও একই জায়গায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছিল। গোটা ঘটনার পেছনে সেতুর ওপর বসা নেশার আসরের দৌরাত্ম্যের বিষয়টাই সামনে এসেছিল। এবারে এই দেহ উদ্ধারের পেছনে সেরকমই কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

স্বাদ বদলে স্যামন-টুনা

মাছে রুচি পালটাচ্ছে শিলিগুড়ির। কিছুদিন আগে পর্যন্ত শহরের নানা রেস্তোরাঁয় লবস্টার, স্কুইডের মতো সি-ফুডগুলিই ছিল অনেকের প্রিয়। এখন এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে টুনা, স্যামনের মতো দামি মাছও। এসব মাছের স্বাদ নিতে এখন অনেকেই ছুটছেন শহরের নামী রেস্তোরাঁয়, আলোকপাত করলেন **পারমিতা রায়**।

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : একটা সময় শিলিগুড়িতে সামুদ্রিক মাছের কদর ছিল না। এখন এই শহরে জাপানের বিখ্যাত ফুগু ফিশের ডিশ ছাড়া বেশ মোটা বিল মিটিয়ে দিলেই প্লেটে চলে আসছে টুনা, স্যামনের মতো মাছের নানা ডিশ।

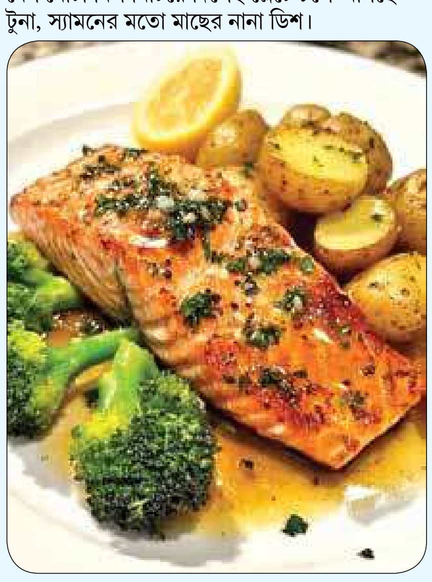

আগ্রহ বেড়েছে

- সেবক রোডের রেস্তোরাঁয় মিলছে বেকড চিজ স্যামন, স্যামন গ্রিল, টুনা স্যান্ডউইচ, টুনা শুশি
- এই মাছগুলি বাইরে থেকে আনাতে হয় এবং এগুলির রান্নার পদ্ধতিও অনেকটাই আলাদা
- সামুদ্রিক এই মাছের প্রতি শহরবাসীর আগ্রহ এখন অনেকটাই বেড়েছে
- শহরের রেস্তোরাঁগুলি এই সব সামুদ্রিক মাছের বিভিন্ন পদ রাখায় বেশ সাড়াও মিলছে

দামি রেস্তোরাঁয় গিয়ে ফোটো ফ্রেন্ডলি কর্নারে ছবি তোলা, নানা খাবারের স্ন্যাপ নিয়ে তা পোস্ট করাটাই অনেকের লক্ষ্য। আর ছবিতে যদি ফ্যান্সি খাবারের ছবি থাকে তাহলে তো কোনও কথাই নেই।

আবার অনেকেই অন্য ধরনের কিছু ট্রাই করতে ভালোবাসেন। তাঁদের কথা ভেবে প্রায়ই মেনুতে এক্সপেরিমেন্ট করতে হয় বলেই জানা গেল অনেক রেস্তোরাঁ, ক্যাফের তরফে। যেমন সেবক রোডের একটি রেস্তোরাঁর মেনুতে নতুন সংযোজন বেকড চিজ স্যামন, স্যামন গ্রিল, টুনা স্যান্ডউইচ, টুনা শুশি, পাস্তা সহ আরও অনেক কিছু।

দোকানের কর্মী রোহিত শ্রীবাস্তব বলেন, 'আমরা এক মাস হল মেনুতে স্যামন ও টুনা রাখছি। এই মাছগুলি বাইরে থেকে আনাতে হয় এবং এগুলি রান্নার ধরনও অনেকটাই আলাদা।' সামুদ্রিক এই মাছের প্রতি যে শহরবাসীর অনেকটাই আগ্রহ রয়েছে তা বলছিলেন এক রেস্তোরাঁর ম্যানেজার অর্জুন শর্মা। তিনি বলছিলেন, 'আমরা সব সময়ই মেনুতে নতুন কিছু করার চেষ্টা করি। সেই থেকেই স্যামন ও টুনা রাখার চিন্তাটা মাথায় আসে। বেশ ভালো সাড়া পাচ্ছি।'

কলকাতার এক রেস্তোরাঁয় একবার স্যামন খেয়ে বেশ ভালো লেগেছিল সোহিনী সাহার। তারপর যদিও শহরের অনেক জায়গাতে খুঁজেও এই মাছ পাননি। তবে এখন নানা রেস্তোরাঁয় স্যামনের নানা পদ মেনুতে দেখে মুখে হাসি সোহিনীর। তিনি বলছিলেন, 'বেশ ভালো লেগেছিল মাছটা। তবে শিলিগুড়িতে খুঁজে কোথাও পাইনি।'

বডি বিল্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত রনি দে। স্যামন নাকি শরীরের জন্য খাওয়া ভালো। তাই অনেকবার কলকাতা থেকে আনিয়ে খেয়েছেন। তবে এবার শিলিগুড়ির নানা রেস্তোরাঁয় পাওয়া যাচ্ছে শুনে বেশ খুশি তিনি। বলছিলেন, 'রেস্তোরাঁতে গেলে আমার খাওয়ার মতো অপশন খুব একটা থাকে না। তবে এখন শুনলাম অনেক জায়গাতে স্যামন, টুনা পাওয়া যাচ্ছে। ভালো লাগছে।'

আবার অনেকে শুধুমাত্র ফোটো, ভিডিওতেই এগুলিকে দেখেছেন। তাই যখন মেনুতে দেখছেন তখন কৌতূহল মেটাতে অর্ডার করে বসছেন। শহরের নানান রেস্তোরাঁয় এই মাছগুলির ডিশ ৫০০ থেকে শুরু করে ১৫০০ টাকাতেও বিকোচ্ছে। ট্রেন্ডি শহর শিলিগুড়ির নতুন ট্রেন্ড আকর্ষণীয় মাছের প্রতি ভালোবাসা।

শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের ভেতর এই রাস্তাটিতে পেভার্স ব্লক বসানো নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

রাস্তা দখল করে শেড তৈরির চেষ্টা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : ১১ নম্বর ওয়ার্ডের শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে আমজনতার ব্যবহারের রাস্তায় পেভার্স ব্লক বসিয়ে শেড তৈরির চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে কয়েকজন বাসিন্দা ইতিমধ্যে স্থানীয় কাউন্সিলারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। পাশাপাশি এনিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমেও অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু তারপরও কাজ বন্ধ হয়নি। এবিষয়ে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেছেন, 'বেআইনিভাবে কোনও নির্মাণ হলে তা ভেঙে দেওয়া হবে। শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা গিয়ে বিষয়টি দেখবেন।'

শিলিগুড়ির ব্যস্ততম ব্যবসায়িক এলাকাগুলির মধ্যে শেঠ শ্রীলাল মার্কেট অন্যতম। প্রতিদিন অগণিত মানুষ এই মার্কেটে আসেন। অভিযোগ, মার্কেটের মধ্যে থাকা একটি বহুতলের পাশে জনসাধারণের ব্যবহারের রাস্তায় ঈশ্বরচন্দ্র মিত্তাল নামে এক ব্যক্তি পেভার্স ব্লক বসাচ্ছেন। রবিবার গিয়ে তেমনটাই দেখা গেল। রাস্তার উপর শেড তৈরির জন্য লোহার স্তম্ভ নিয়ে আসা হয়েছে। এমনকি নিজের সুবিধা মতো সেখানে লোহার সিঁড়িও তৈরি করে ফেলছেন ওই ব্যক্তি। রাস্তার যেখানে পেভার্স ব্লক বসানো হচ্ছে, তার আশপাশে নালা কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। যার ফলে জলনিকাশি ব্যবস্থা বেহাল হয়ে রয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তাটি দখল করার চক্রান্ত চলছে। মহেশকুমার মিত্তাল নামে এক ব্যক্তির কথায়, 'পুরনিগমের তরফে রাস্তায় পেভার্স ব্লক না বসানোর নির্দেশ দেওয়ার পরও কাজ চলছে। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সবকিছু হচ্ছে। প্রতিবাদ করলেই নানাভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে।' যদিও সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র মিত্তাল। তাঁর কথায়, 'ওই রাস্তাটি নির্দিষ্ট কয়েকজনের ব্যবহারের জায়গা। পাশের যে বহুতল রয়েছে তার জায়গা ছেড়ে টিনের শেড লাগাচ্ছি। এতে কারও ক্ষতি হচ্ছে না। কেবল ঈর্ষার জন্য আমাকে হয়রান করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

> কাজটি নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁর তিন ভাই আমার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এভাবে সাধারণের ব্যবহারের রাস্তায় শেড তৈরি করা যায় না। ওই জায়গায় নালার উপর স্ল্যাব বানিয়ে টাইলস লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরনিগমকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছি। তারপরও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।
>
> **মঞ্জুশ্রী পাল** *কাউন্সিলার*

যদিও ঈশ্বরচন্দ্র মিত্তাল গায়ের জোরে রাস্তায় পেভার্স ব্লক বসানোর পাশাপাশি শেড তৈরি করছেন বলে ওয়ার্ড কাউন্সিলার মঞ্জুশ্রী পাল দাবি করেছেন। মঞ্জুশ্রীর কথায়, 'কাজটি নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁর তিন ভাই আমার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এভাবে সাধারণের ব্যবহারের রাস্তায় শেড তৈরি করা যায় না। ওই জায়গায় নালার উপর স্ল্যাব বানিয়ে টাইলস লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরনিগমকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছি। তারপরও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।'

হাতাহাতি

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : যাত্রী তোলাকে কেন্দ্র করে দুই টোটোচালকের বচসা হাতাহাতি পর্যন্ত গড়াল। রবিবার হিলকার্ট রোডের শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় এক টোটোচালকের মাথায় চোট লেগেছে। অপর চালকেরও চোট লেগেছে। এক যাত্রীকে তোলাকে কেন্দ্র করে দুই টোটোচালক একে অপরের ওপর চড়াও হয়। কিছুতেই মারপিট না থামায় পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

বাজেয়াপ্ত মদ

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : ঝাড়ুর গোছার আড়ালে মদ পাচারের চেষ্টায় শেষমেশ প্রধাননগর থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন উপেন্দ্র প্রসাদ নামে এক ব্যক্তি। বাসে করে ওই মদ বিহারে পাচারের চেষ্টা চলছিল। ধৃতকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

জেলা সম্মেলন

ইসলামপুর, ২৩ নভেম্বর : রবিবার নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ১১তম উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্মেলন হয়েছে। সংগঠনের ইসলামপুর জোন সম্পাদক জয়ন্ত দে জানান, সম্মেলনে শিক্ষা ও শিক্ষকদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

রেল কোয়ার্টারে নেশার আসর

গৌতম চাকী

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : সেন্ট্রাল কলোনিতে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেলের বেশ কিছু কোয়ার্টার পড়ে রয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই ভাঙাচোরা কোয়ার্টারগুলিকে কেন্দ্র করে অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে একদল তরুণ এই কোয়ার্টারগুলিতে নেশা, জুয়ার মতো একাধিক অসামাজিক কার্যকলাপ করে। এই এলাকায় নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে কলোনি উচ্চবিদ্যালয়, লালবাহাদুর শাস্ত্রী হিন্দি হাইস্কুল, বাল্মীকি বিদ্যাপীঠ উচ্চবিদ্যালয় ও সূর্য সেন মহাবিদ্যালয় রয়েছে। ফলে এই সকল স্কুল ও কলেজ পড়ুয়াদের অভিভাবকরা রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন। তাঁদের আশঙ্কা, এই ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ অল্পবয়সি তরুণদের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলবে এবং এলাকায় অপরাধের মাত্রা বাড়বে।

এবিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা রজত পাসোয়ান বলেন, 'দিনের বেশিরভাগ সময় এলাকার বাইরে থেকে একদল তরুণ এসে এই পরিত্যক্ত কোয়ার্টারগুলির ভেতরে মদ, গাঁজা সহ অন্যান্য মাদকের নেশা করে। পুলিশ মাঝেমধ্যে এই জায়গায় অভিযান চালায়। তারপর এক-দু'দিন পরিস্থিতি একটু ঠিক থাকলেও কয়েকদিন পর আবার আগের মতো হয়ে যায়। এখনকার বেশিরভাগ অল্পবয়সি তরুণ বিভিন্ন মাদকের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি না পালটালে ভবিষ্যতে এই এলাকার অবস্থা আরও খারাপ হবে।'

পরিবেশে প্রভাব

- এধরনের অসামাজিক কার্যকলাপের ফলে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে
- স্থানীয়দের তরফে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হলেও কোনও লাভ হয়নি

এবিষয়ে নিউ জলপাইগুড়ির এডিআরএম অজয় সিং বলেন, 'আমার বিষয়টি জানা ছিল না। এনজেপি এলাকায় বর্তমানে রেলের কাজ চলছে। পরিত্যক্ত কোয়ার্টারগুলি ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়া চলছে।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি তাদের নজরে রয়েছে। দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।

এলাকাবাসীর মতে, রেল কর্তৃপক্ষের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। পরিত্যক্ত কোয়ার্টারগুলি যদি সংস্কার করে কাজে লাগানো যায় তবে সেই ব্যবস্থা করা উচিত। অথবা সেগুলি ভেঙে ফেলাই ভালো। না হলে এই নেশার আসর বন্ধ হবে না। যারা এখানে বসে নেশা করে তাদের একাধিকবার বারণ করা সত্ত্বেও কোনও কাজ হয়নি।

ওই এলাকার এক প্রবীণ বাসিন্দার কথায়, 'আগে এই কোয়ার্টারগুলিতে মানুষের বসবাস ছিল। লোক না থাকায় বর্তমানে তা নেশার আখড়ায় পরিণত হয়েছে। কোয়ার্টারের ভেতরের চত্বর ঝোপজঙ্গলে ভরে গিয়েছে। সেখান থেকে যেমন এলাকায় সাপ ও বিষাক্ত পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়েছে, তেমনি সেখানে অসামাজিক কাজও চলছে।'

বিসিডিএ'র র‍্যালি

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : ভেজাল ওষুধ নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে রবিবার শিলিগুড়িতে মিছিল করল বিক্রেতাদের সংগঠন বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিসিডিএ)। তাদের অভিযোগ, প্রচুর ছাড়ের লোভে বহু মানুষ নির্দিষ্ট কিছু দোকান থেকে ওষুধ কিনছেন। এই সুযোগে ভেজাল ওষুধ বাজারে ঢুকে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। তাই ন্যায্য দাম দিয়ে আসল ওষুধ কেনা উচিত। বিসিডিএ-র শিলিগুড়ি জোনের সম্পাদক সুব্রত ঘোষ জানালেন, শহরবাসীকে সচেতন করতে এদিন বিকেলে সংগঠনের অফিস থেকে শুরু হয়ে পানিট্যাঙ্কি মোড়, বিধান রোড, পাকুড়তলা মোড়, রবীন্দ্রনগর, কোর্ট মোড় পরিক্রমা করা হয়।

যন্ত্র বিতরণ

ইসলামপুর, ২৩ নভেম্বর : প্রবীণ নাগরিকদের শ্রবণযন্ত্র সহ অন্য সহায়ক যন্ত্র দেওয়া হল। রবিবার ইসলামপুর শহরের কৃষক বাজারে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল, ইসলামপুর শহর নগর মণ্ডলের সভাপতি চিত্রজিৎ রায়, জেলা বিজেপির সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন প্রমুখ। কার্তিক জানান, প্রবীণ নাগরিকদের সাহায্য করার জন্য কেন্দ্র সরকারের এই উদ্যোগ।

বাইপাসে নালার ওপর ভাঙা স্ল্যাব। -সংবাদচিত্র

ভাঙা স্ল্যাবে হোঁচট ইস্টার্ন বাইপাসে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : কোথাও স্ল্যাব থেকে বিপজ্জনকভাবে লোহার রড বেরিয়ে রয়েছে, কোথাও আবার একের পর এক স্ল্যাব ভাঙা। ইস্টার্ন বাইপাসের দুই ধারের নিকাশিনালার ওপর থাকা স্ল্যাবগুলি এখন বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পথচলতি মানুষের। যেহেতু রাস্তাটি দিয়ে সবসময় দ্রুতগতিতে গাড়ি ছোটে, তাই সাধারণের চলাচলের জন্য এমন স্ল্যাব পাতা। কিন্তু জলেশ্বরী থেকে বাণেশ্বর মোড় পর্যন্ত স্ল্যাবগুলি বিপজ্জনক হয়ে থাকায়, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একপ্রকার বাধ্য হয়ে রাস্তা দিয়ে চলতে হচ্ছে সাধারণকে। এরই মধ্যে অনেক জায়গায় পথবাতি না থাকায় রাতে হাঁটার সময় দুর্ঘটনায় পড়তে হচ্ছে পথচারীদের একাংশকে। ইতিমধ্যে দুর্ঘটনাও ঘটেছে বেশ কয়েকটি। দিনের পর দিন পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে ওঠার পরেও, কেন প্রশাসনের তরফে পদক্ষেপ করা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই।

শনিবার রাতে কানকাটা মোড় এলাকায় স্ল্যাবের ওপর দিয়ে হাঁটার সময় পড়ে গিয়েছিলেন মাঝবয়সি রুমা রায়। স্থানীয় কয়েকজন ছুটে এসে ওই মহিলাকে তোলেন। তাঁর পায়ে চোট লাগে। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বললেন, 'একেই রাস্তা অন্ধকার, তার ওপর চোখে কম দেখি। স্ল্যাবগুলি যে এমন অবস্থায় রয়েছে বুঝতে পারিনি। কেন স্ল্যাব ঠিক করা হচ্ছে না, বুঝতে পারছি না। জানি না পায়ের ব্যথা কতদিন থাকবে।' প্রায়দিনই এমন ঘটনা ঘটছে বলে স্থানীয়দের বক্তব্য। তাঁরাও ক্ষুব্ধ। রুমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন এলাকার হারাধন দাস, সুব্রত দাসরা। হারাধন বললেন, 'কয়েক বছর হল স্ল্যাবগুলি এভাবে ভেঙে রয়েছে। প্রশাসনের কোনও নজরই নেই। বড় বড় গাড়ি চলায় আমরা তো সবসময় রাস্তা ধরে হাঁটতে পারি না। কিন্তু এখন রাস্তার ধারের স্ল্যাব দিয়ে চলাচল আরও ঝুঁকির হয়ে দাঁড়িয়েছে।' এক মাস আগে পড়ে গিয়ে তিনিও চোট পেয়েছিলেন বলে জানান হারাধন।

> এই কাজগুলি পূর্ত দপ্তরের তত্ত্বাবধানে হয়। ওদেরই এই বিষয়গুলিতে নজর রাখা উচিত। তবুও আমি নিজে একবার পর্যবেক্ষণ করে পূর্ত দপ্তরকে সমস্যার কথা জানাব।
>
> **মিতালি মালাকার** *প্রধান*
> *ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত*

এই বিষয়ে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার বলেন, 'এই কাজগুলি পূর্ত দপ্তরের তত্ত্বাবধানে হয়। ওদেরই এই বিষয়গুলিতে নজর রাখা উচিত। তবুও আমি নিজে একবার পর্যবেক্ষণ করে পূর্ত দপ্তরকে সমস্যার কথা জানাব।'

চিকিৎসা করাতে এসে দিক হারাচ্ছেন রোগীরা

অমর সরকার

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : ডাক্তারের ঘর খুঁজে পেতে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসা করাতে আসা সাধারণকে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার প্রচুর মানুষ প্রত্যেকদিন চিকিৎসার জন্য ভিড় জমান মেডিকেলে। ডাক্তার দেখাতে এসে বিভিন্ন সমস্যায় তো তাঁদের পড়তেই হয়, সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ডাক্তারের খোঁজ পাওয়া। টিকিটে বিভাগের নম্বর লেখা থাকলেও, কোন ব্লকে কোথায় রয়েছে ওই বিভাগ, তা বুঝতে পারেন না অনেকেই। কারণ, দিকনির্দেশ সংক্রান্ত এমন বোর্ড নেই মেডিকেলে। একটি রোগী সহায়তাকেন্দ্র থাকলেও সেখান থেকেও প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ। ফলে অনেককেই এদিক-ওদিক ছুটতে হয়। সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে মেডিকেলের অতিরিক্ত সুপার ডাঃ নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'অনেক বিভাগেই ঘরে নম্বর সংক্রান্ত বোর্ড নেই। বেশকিছু ঘরে কাগজে প্রিন্ট করে নম্বর লাগানো হয়েছিল। কিন্তু বেশকিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর্থিক অনুমোদন না পাওয়ায় কাজ আটকে আছে।'

মেডিকেলের ২০টি বহির্বিভাগে প্রত্যেকদিন শয়-শয়ে রোগী চিকিৎসা করাতে আসেন। সেখানে মেডিসিন, এআরটি, স্কিন বিভাগের বাইরে বাকি কোনও বিভাগের সামনেই বিভাগের নামের পাশে নম্বর লেখা নেই। অথচ রোগীদের নম্বরের ভিত্তিতেই বিভিন্ন বিভাগে যেতে বলা হচ্ছে। আর এই পরিস্থিতিতে নিজের প্রয়োজনীয় বিভাগ খুঁজে পেতে নাস্তানাবুদ হচ্ছেন রোগী এবং তাঁদের পরিজনরা। তাঁদের বক্তব্য, বহির্বিভাগে ডাক্তার দেখানোর

মেডিকেলে এই নির্দেশিকায় বিভ্রান্ত হচ্ছেন রোগী ও পরিজন।

জন্য কাউন্টার থেকে যে টিকিট দেওয়া হয়, তাতে ঘরের নম্বর দেওয়া থাকে। কিন্তু কত নম্বরে কোন বিভাগ, সেটা হাসপাতালের কোথাও লেখা নেই। হাসপাতালে সার্জারি বিভাগ খুঁজতে থাকা সাবিনা খাতুন বললেন, 'অনেক্ষণ থেকে বিভাগ খুঁজছি। যাঁকে বলছি তিনিই নম্বর অনুযায়ী ঘরে যেতে বলছেন। কিন্তু কোথায় ওই নম্বরের ঘর রয়েছে, কেউ বলতে পারছেন না। কোথাও তো নম্বর লেখা নেই।' হয় প্রতিটি ঘরের সামনে সঠিক নম্বর লেখা হোক, অন্যথায় বিভাগের নাম টিকিটে উল্লেখ করা হোক, বলছেন রোগী ও তাঁদের পরিজনরা।

> অনেক বিভাগেই ঘরে নম্বর সংক্রান্ত বোর্ড নেই। বেশকিছু ঘরে কাগজে প্রিন্ট করে নম্বর লাগানো হয়েছিল। কিন্তু বেশকিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর্থিক অনুমোদন না পাওয়ায় কাজ আটকে আছে।
>
> **ডাঃ নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়**
> *অতিরিক্ত সুপার, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল*

সমস্যা আরও বেড়েছে মেডিকেলে বহির্বিভাগ সংক্রান্ত দিকনির্দেশের কোনও বোর্ড না থাকায়। টিকিট কাউন্টার থেকে একেই রোগী সহায়তাকেন্দ্র অনেকটা দূরে, তার মধ্যে কোথায় রয়েছে কেন্দ্রটি তা বুঝতেই পারেন না অনেকে। টিকিট কাউন্টারের সামনে একটি সহায়তাকেন্দ্র থাকলেও তা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। টিকিট কাউন্টার থেকে রোগী সহায়তাকেন্দ্র বা কোথায় কোন বিভাগ রয়েছে, তা জানানো হয় না বলে অনেকের অভিযোগ। এখানে চিকিৎসা করাতে আসা তানিয়া ভারতী বলেন, 'টিকিট কাউন্টার থেকে ঘরের নম্বর বলে দেয়। কিন্তু ঘরটি কোন ব্লকে বা কোন দিক দিয়ে যেতে হবে, তা বলা হয় না। এদিক-ওদিক ঘুরতে হচ্ছে। দিকনির্দেশের একটি বোর্ড থাকলে সকলেরই সুবিধা হয়।'

কামতাপুরি ভাষার স্বীকৃতি নিয়ে কেন্দ্রের আশ্বাস-চিঠি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : দীর্ঘদিনের দাবি মেনে কামতাপুরি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলের অন্তর্ভুক্তির বিষয় বিবেচনা করা হচ্ছে বলে জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। চলতি মাসে কামতাপুরি ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পর্ষদের লেখা চিঠির জবাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারি পি ভেনুকুট্টাম। তাতেই অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত বিবেচনার বিষয় জানানো হয়েছে। এই ঘোষণায় কামতাপুরিরা উচ্ছ্বসিত। তবে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কামতাপুরিদের নিয়ে তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু হয়েছে।

কামতাপুরি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়ে গত মে মাসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে চিঠি পাঠিয়েছিল পর্ষদ। ১৪ নভেম্বর জারি করা কেন্দ্রের উত্তর ২১ নভেম্বর এসে পৌঁছোয় পর্ষদের দপ্তরে। চিঠিতে লেখা হয়েছে, 'কামতাপুরিদের আবেগ, অনুভূতি এবং দাবির প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনাধীন রয়েছে।' আরও জানানো হয়েছে,

চিঠিতে আশ্বাস

- কামতাপুরি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি পর্ষদের লেখা চিঠির জবাব দিয়েছে কেন্দ্র
- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারি-পি ভেনুকুট্টামের চিঠি পৌঁছেছে পর্ষদে
- তাতেই অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত বিবেচনার বিষয় জানানো হয়েছে

ইতিমধ্যে ২২টি ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই নিয়ে আরও প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু তার আগে সেই ভাষার সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট খতিয়ে দেখা হয়।

কামতাপুরি ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি পর্ষদের কার্যনির্বাহী সভাপতি সুরেশ রায় বলেন, 'কেন্দ্রের তরফে পাঠানো চিঠির উত্তরে আমরা খুশি। কেন্দ্র যে আমাদের দাবি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। তবে এইভাবে নির্বাচনের আগে কেন্দ্রের তরফে এমন চিঠি পাঠিয়ে সহানুভূতি আদায়ের একটা চেষ্টা করা হয়। তাই চলতি মাসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে ফের লিখিত দাবিপত্র পাঠাব।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের সংগঠন অরাজনৈতিক। দাবিপূরণ না হলে অরাজনৈতিকভাবে তার মোকাবিলা করব।'

এদিকে কামতাপুর পিপলস পার্টি ইউনাইটেডের কেন্দ্রীয় নেতা নিখিল রায়, কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা অভিজিৎ রায় ও অমিত রায় সকলেই জানান, ভোট এলে অনেক আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু দাবিপূরণ হয় না। তাই পরিস্থিতি দেখে নিজেদের অবস্থান ঘোষণা করা হবে। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম কামতাপুরি ও রাজবংশী ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে আলাদা ভাষা আকাদেমি গঠন করেছেন। তৈরি করেছেন উন্নয়ন বোর্ড। প্রথম থেকে তৃণমূল কামতাপুরি ও রাজবংশীদের পাশে রয়েছে। বিধানসভা ভোট আসছে বলে বিজেপি ফের ভাষা অন্তর্ভুক্তির ললিপপ দেখাচ্ছে।'

মহুয়ার কটাক্ষের পালটা বিজেপির উত্তরবঙ্গের সাংগঠনিক ইনচার্জ বাপি গোস্বামী বলেন, 'রাজ্য স্তর ও জাতীয় স্তরে কামতাপুরি ভাষার স্বীকৃতির মধ্যে ফারাক রয়েছে। আজ পর্যন্ত রাজ্যের কোনও স্কুলে কামতাপুরি ভাষায় পঠনপাঠন চালু করতে পারেনি তৃণমূল সরকার।'

রাষ্ট্রের দমন

পরিবেশ দূষণ বিরোধী আন্দোলনে পুলিশি ধরপাকড়। রবিবার দিল্লিতে।

আধিকারিকদের আটকে বিক্ষোভ

কোচবিহার, ২৩ নভেম্বর : কোচবিহারে জমির মাপজোখ শিখিয়ে আমিন তৈরির প্রশিক্ষণকেন্দ্রের শংসাপত্র ঘিরে রবিবার উত্তেজনা ছড়ায়। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, প্রশিক্ষণ শেষে তাঁদের ভুয়ো শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগ নিয়ে এদিন রামভোলা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে প্রশিক্ষণকেন্দ্রের আধিকারিকদের আটকে তুমুল বিক্ষোভ দেখান ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের বক্তব্য, অনেক টাকা ফি দিয়ে গত ছয় মাস ধরে তাঁরা এই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। কিন্তু প্রশিক্ষণ শেষে তাঁদের যে শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে তা ভুয়ো। তাতে সংস্থার রেজিস্ট্রেশন নম্বর নেই, প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণদের বাবার নাম নেই, তাঁদের কোনও ছবি নেই। বার কোড, কিউআর কোড কোনও কিছুই নেই। যদিও প্রশিক্ষণকেন্দ্রের কর্ণধারদের দাবি, শংসাপত্রে কোনও ভুল নেই।

খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষণকেন্দ্রের এক আধিকারিককে আটক করে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায়। সংস্থার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার উত্তম সরকার বলেন, 'শংসাপত্রে কোনও ভুল নেই। আমি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তাঁরা বলেছেন দু'দিনের মধ্যে এসে সব ঠিক করে দেবেন।' যদিও সংস্থাটির পুরো নাম জিজ্ঞাসা করা হলে বলতে পারেননি উত্তমবাবু।

রামভোলা হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি রাহুল রায় বলেন, 'ছুটির দিনে আমরা ওই সংস্থাকে স্কুলের দুটি ঘর ভাড়া দিয়েছিলাম। ঘর নেওয়ার সময় ওরা আমাদের যেসব কাগজপত্র দেখিয়েছে, সেসময় ঠিকই দেখেছিলাম। এখন কী হয়েছে সেটা জানা নেই। ওই সংস্থা বলতে পারবে।'

একই সুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপনকুমার দাসের। তাঁর কথায়, 'আমরা যখন ঘরভাড়া দিয়েছিলাম, তখন কাগজপত্র ঠিকই দেখিয়েছিল। এখন কী হয়েছে জানি না।' রামভোলা হাইস্কুলের ঘর ভাড়া নিয়ে সপ্তাহে দু'দিন করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আমিন প্রশিক্ষণকেন্দ্র খোলে একটি সংস্থা। এনবিএএসই আমিন সার্ভে অ্যাকাডেমি নামে ওই সংস্থাটি পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত সরকারের অনুমোদিত এবং নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির স্বীকৃত বলে দাবি করেছে।

নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভারের

প্রথম পাতার পর

সেই প্রতিশ্রুতি আদৌ বাস্তবায়িত হয় কবে, তা বলবে সময়।

চেকপোস্ট সংলগ্ন শপিং মল ও সংলগ্ন এলাকাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয়। এই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে বাইরের টোটো, অটোকে সেখানে ঢুকে যাত্রী ওঠাতে না দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। মাস দুয়েক আগে শপিং মলের কাছে যাত্রী তোলায় এক টোটোচালককে বেধড়ক মারধর করা হয়েছিল। আক্রান্ত ব্যক্তি ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এবার ফ্লাইওভারের পিলারগুলো নির্মাণের পর সেখানে গুমটি, ভ্যান ঢোকানোর কারবার শুরু করেছে তারা।

ফ্লাইওভারের নীচের জায়গা দখল শহর শিলিগুড়িতে নতুন ঘটনা নয়। ফলে শালুগাড়ায় গিয়ে অনেকেই দোকান বসানোর জন্য খোঁজখবর করছেন। চক্রের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আগ্রহীর চাহিদা অনুযায়ী জায়গার রেট বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। কথা হচ্ছিল ফ্লাইওভারের নীচে দিনতিনেক আগেই গুমটি বসানো এক ব্যক্তির সঙ্গে। তিনি বললেন, 'দাদারা বলে দিয়েছে, একবার যখন বসে গিয়েছি, তাহলে আর কোনও ভয় নেই। কেউ হটাতে পারবে না।' 'দাদা'দের ভরসায় দখলরাজের দৌরাত্ম্য কতদিন চলে, সেটাই এখন দেখার।

ভুয়ো বাবাকে ফেরানোর প্রার্থনা

নাম বদলে ফেলেও এনুমারেশন ফর্মের গেরোয় বিপত্তি

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : ভুল সংশোধন করে ফেলাটাও যে অনেক সময় বড় ভুল হয়ে যেতে পারে তা এই ভরা এসআইআর লগ্নে অনেকেই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। দুই দশক বা তারও বেশি সময় ধরে তিলে তিলে যে ভুল শুধরে নেওয়া হয়েছিল সেটাই যে এসআইআর বৈতরণি পার হওয়ার মূল চাবিকাঠি ছিল তা এই মুহূর্তে বেশ বুঝতে পারছেন। কিন্তু আর আগের পরিস্থিতিতে ফেরার যে কোনও উপায় নেই। এনুমারেশন ফর্ম ভরতে গিয়ে অনেকেই রাজনৈতিক নেতা, বিএলও-দের দোরে দোরে ঘুরছেন। কিন্তু সমস্যা মেটানোর কোনও উপায় না পেয়ে এঁদের অনেকেরই কালঘাম ছুটেছে।

বাবার নামের গেরোয় যাঁরা বিপদে পড়েছেন তাঁদের বেশিরভাগই চোরাপথে বা পাসপোর্ট করে এদেশে এসে প্রথমেই নাম বদলেছেন। এরপর কিছুদিন উত্তরবঙ্গ আবার কখনও দক্ষিণবঙ্গে পালা করে দিন কাটানোর পর সুযোগ বুঝে কাউকে বাবা সাজিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। এরপর ধীরে ধীরে এক-দু'বছর পরপর সংশোধনীর জন্যে ফর্ম ফিলআপ, অ্যাফিডেভিট, স্থানীয় পঞ্চায়েত, কাউন্সিলারের সার্টিফিকেট, ম্যানেজ করা স্কুল সার্টিফিকেটের দৌলতে নিজের আসল নাম এবং পিতৃপরিচয় দিয়ে ভোটার তালিকা এবং আধার কার্ডে নাম তুলেছেন। এপর্যন্ত সবই ঠিক। কিন্তু এবারের এসআইআর পর্বই সব গণ্ডগোল করে দিয়েছে।

সুরাহার খোঁজ

- চোরাপথে বা পাসপোর্ট করে এদেশে এসে অনেকে প্রথমেই নাম বদলে ফেলেছেন
- কিছুদিন পর সুযোগ বুঝে কাউকে বাবা সাজিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন
- পরে সংশোধনীপর্বের সুবাদে নিজের আসল নাম এবং পিতৃপরিচয় দিয়ে পরিচয় তৈরি
- ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নিজের আসল বাবার খোঁজ না মেলাতেই এঁরা সমস্যায়

ঠিক কীভাবে ঘটনাটি ঘটছে তা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক। ধরা যাক এদেশে আসা মানুষটির নাম শ্যাম বোস। বাবার নাম যদু বোস। এদেশে এসে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের লক্ষ্যে শ্যাম প্রথমে মধু ঘোষ নামে কাউকে খুঁজে বের করলেন। ভারতে তৈরি পরিচয়পত্রে তার আগে নিজের পদবি ভাঁড়িয়ে শ্যাম নিজের নাম 'শ্যাম ঘোষ' করে নিয়েছেন। এবারে পরিচয়পত্রে বাবার নাম হিসেবে প্রথমে 'মধু ঘোষ' লিখেছেন।

ধূপগুড়ির এক বুথে বিএলও'র কাছে ফর্ম জমা দেওয়ার ভিড়।

তারপর একপ্রস্থ সংশোধন-নাটক। এবারে বাবার নাম 'মধু বোস' করা হল। ইতিমধ্যেই শ্যাম নিজের পদবি বদলে ফের 'বোস' করে নিয়েছেন। তারপর আবারও একপ্রস্থ সংশোধন-পর্ব। বাবার নামে ভুল ছিল বলে জানিয়ে এবারে পরিচয়পত্রে বাবার নাম 'যদু বোস' করা হল। ব্যস, সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। নিজের বাবা পরিচয়পত্রে নিজের বাবা হিসেবেই রয়ে গেলেন। পাশাপাশি স্বনামে ভারতের বাসিন্দাও হওয়া গেল।

এনুমারেশন ফর্মে ২০০২ সালের বিষয়টিই এই শ্যামদের বিপাকে ফেলেছে। ভারতে সেবারের ভোটের তালিকায় যদু বোসের কোনও অস্তিত্ব নেই। কিন্তু মধু ঘোষের আছে। আর তাই ২০০২ সালের তালিকায় বাবার নাম হিসেবে শ্যাম নিজের নামের সঙ্গে যদুকে কোনওভাবেই মেলাতে পারছেন না। উপায় একটা আছে অবশ্য। মধু ঘোষকে যদি কোনওভাবে ফের বাবা হিসেবে নিজের পরিচয়পত্রে ফিরিয়ে আনা যায়। আর এই লক্ষ্যেই শ্যামরা আপাতত দিনরাত এক করে প্রশাসনের দোরে দোরে ঘুরছেন। প্রকাশ্যে কেউ অবশ্য কিছু বলতে চাইছেন না। বললে নিশ্চিতভাবে প্রশাসনের কোপে পড়ার আশঙ্কা।

রাজনৈতিক কর্মী থেকে বিএলও-দের সঙ্গে কথা বললেই জানা যাচ্ছে ধূপগুড়ি শহর এবং শহরতলি এলাকায় এই শ্যামদের সংখ্যা কম নয়। শহরের এক বুথে দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত বিএলও'র কথায়, '২০০২ এবং ২০২৫ সালে বাবার নামের ফারাক বিস্তর বলে কেউ পেঁচিয়ে আবার কেউ সোজাসুজি স্বীকার করে নিচ্ছেন। প্রথমে ৬ নম্বর ফর্মে নাম তোলার পর একাধিকবার ৮-ক ফর্মে বাবার নাম সহ নিজের এবং বাবার পদবি যে বদলে ফেলা হয়েছে তা বুঝতে পারছি। এরা কারা এবং অতীতে কীভাবে কী হয়েছে তাও বুঝতে পারছি কিন্তু কোনও সুরাহা দিতে পারছি না।'

বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও বেশ চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিজেপির জলপাইগুড়ির সাধারণ সম্পাদক চন্দন দত্ত বললেন, 'পিসি ভাইপো থেকে শুরু করে পাড়ায় চুনোপুঁটি তৃণমূল নেতাদের চড়া এসআইআর বিরোধিতা, ডাল মে জরুর কুছ কালা হ্যায় প্রমাণ করছে। আমরা চাইছি ভোটার তালিকা ভেজালমুক্ত হোক। ভিনদেশে অত্যাচারিত হয়ে যেসব সংখ্যালঘু মানুষ প্রাণ হাতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের জন্যে আমরা ইতিমধ্যেই সিএএ শিবির চালু করে দিয়েছি। আতঙ্কটা শুধু এদেশের শত্রুদের।'

শাসক শিবির অভিযোগ মানতে চায়নি। তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজেশকুমার সিংয়ের কথায়, '২০০২ সালে এসআইআরের সময় তৃণমূল ক্ষমতায় ছিল না। সব সমস্যা ২০১১ সালের পরই হয়েছে বলে বিজেপি যে দাবি করছে তা নিতান্তই শিশুসুলভ। কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদের জন্মও নাকি ওপার বাংলায় বলে শোনা যাচ্ছে। তাহলে তাঁরও নিশ্চয়ই সিএএ হবে।'

বাড়ি ফিরলেও

প্রথম পাতার পর

অপহরণের কোনও যোগসূত্র নেই বলে প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'কেউ উধাও হয়ে গেলেই এখন অপহরণ কিংবা পাচারচক্রের ফাঁদে পড়ার তত্ত্ব তুলে ধরা হচ্ছে। যদিও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সেরকম কোনও ঘটনাই নেই। এ ধরনের গুজব থেকে দূরে থাকার জন্য সকলকেই সতর্ক হতে হবে।'

বুধবার ওই তিন নাবালিকা সকালে বাড়ি থেকে বের হয়। পরে আর বাড়ি ফেরেনি। রাতে পরিবারের পক্ষ থেকে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপর পুলিশ তদন্তে নামে। এই সূত্রেই এক নাবালিকার মাসির খোঁজ মেলে। সে-ও নাবালিকা।

দেখা যায়, ১৯ নভেম্বর কোচবিহারের বাসিন্দা ওই নাবালিকা নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ওই নাবালিকা সহ চারজন শিলিগুড়ির সূর্য সেন পার্কে কেক কেটে জন্মদিন পালন করছে। এরপর তারা একসঙ্গে বেরিয়ে যায়। পরে তাদের এনজেপি জংশনের দিকে যেতে দেখা যায়। পুলিশ-প্রশাসনের তরফে ওই মাসির পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়। তাদের খোঁজখবর করা হচ্ছে বলে নাবালিকারা জানতে পেরেছিল। এরপরই তারা ফিরে আসে।

এদিকে, ওই তিন নাবালিকার কাছ থেকে কোনও ট্রেনের টিকিট পাওয়া যায়নি। হাতে কোনও টাকা না থাকায় টিকিট ছাড়াই তারা শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল বলে তদন্তে ওই নাবালিকারা জানিয়েছে। তবে সম্পর্কে ওই মাসির এখনও খোঁজ মেলেনি। সে এনজেপি জংশনে নেমে সম্ভবত কোচবিহারের দিকে গিয়েছে বলে তদন্তকারীদের ধারণা। তিন নাবালিকা কোনও মেডিকেল টেস্টে বসতে রাজি হয়নি। তদন্তকারীরা সবই খতিয়ে দেখছেন।

বিচার চেয়ে থানার দিকে আঙুল স্ত্রীর

গণপিটুনির পর মৃত্যু তরুণের

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৩ নভেম্বর : চোর সন্দেহে মালদা শহরের মধ্যেই গণপিটুনি দেওয়া হল দুই তরুণকে। তবে জনরোষের হাত থেকে বাঁচিয়ে পুলিশ তাঁদের সেফ কাস্টডিতে নিয়ে যাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে সামজান শেখ নামে একজনের মৃত্যু হয়। গণপিটুনিতে আহত হয়েছেন অজয় হরিজন নামে আরেক তরুণ। মালদা মেডিকেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সামজান ও অজয়কে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়। কিন্তু তারপরই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন সামজান। পুলিশের দাবি, সামজানকে সেসময়ে ফের মেডিকেল নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, তিনি আর বেঁচে নেই। বছর আঠাশের সামজানের মৃত্যুতে অনেক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মৃত্যুর তদন্ত চেয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন সামজানের স্ত্রী কাইফা খাতুন। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। তবে পুলিশ কাস্টডিতে থানায় নিয়ে যাওয়ার পর এমন কী হল, যে সামজান অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন, তা নিয়ে স্পষ্ট কোনও উত্তর মেনেলি। যদি ওই তরুণ গণপিটুনিতে গুরুতর অসুস্থ হতেন, তাহলে কেন প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল মেডিকেল থেকে, তারও উত্তর মেলেনি। এবিষয়ে মালদা মেডিকেলের সুপার প্রসেনজিৎ বর ছুটিতে থাকায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়ে ভিডিওগ্রাফি সহ ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে মালদা শহরের আমবাজার এলাকায় দুই তরুণকে চোর সন্দেহে গণপিটুনি দিতে থাকেন স্থানীয় লোকজন ও ব্যবসায়ীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। সামজান ও অজয়কে ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিকেলে

মর্গের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মৃতের আত্মীয়রা। রবিবার মালদায়।

নিয়ে যায় পুলিশ। কিন্তু তারপর প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে তাঁদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

সামজান শেখের স্ত্রী কাইফা খাতুনের বক্তব্য, 'বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় স্বামী আমাকে কিছুই বলে যাননি। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আমাদের কাছে ফোন আসে, জানানো হয়, চোর সন্দেহে ওঁকে আমবাজারে মারধর করা হয়েছে। আমার স্বামীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ হাসপাতাল থেকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেসময়ে আমাকে পুলিশ বাড়ি চলে যেতে বলে। সেইমতো আমি বাড়ি চলে আসি। রাত সওয়া ন'টা নাগাদ আমাকে ফোন করে জানানো হয়, সাহেব ডাকছেন। আমি স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। কিন্তু আমাকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। তারপর আমাদের টোটোতে করে আবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে আসার পর রাত দশটা নাগাদ আমাদের জানানো হয়, স্বামীর মৃত্যু হয়েছে।' কাইফা খাতুন বলেন, 'স্বামী চুরি করতে গিয়েছিল কি না আমার জানা নেই। ও মুরগির দোকানে কাজ করত। মাঝেমধ্যে খেলনাও বিক্রি করত। বিচার চাই।'

জেলা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, 'শনিবার বিকেলে চোর সন্দেহে দুই তরুণকে মারধর করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে দুই তরুণকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা দুই তরুণকে ছেড়ে দিলে পুলিশ তাঁদের থানায় সেফ কাস্টডিতে নিয়ে যায়। এরই মধ্যে সামজান শেখ অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তড়িঘড়ি তাঁকে মালদা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।'

পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, 'এই ঘটনায় সামজান শেখের স্ত্রী কাইফা খাতুন অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম পিণ্টু মণ্ডল (১৯), সুজন ঘোষ (২০) ও দেবাশিস ঘোষ (২৫)। ধৃতদের প্রত্যেকেই ইংরেজবাজারের মকদুমপুর এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের আজ মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়ে ভিডিওগ্রাফি সহ ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

ছুটে গেলেন ডাক্তার

প্রথম পাতার পর

ক্লিনিক থাকার সুবাদে প্রয়োজনীয় ছুরি-কাঁচি ছিল হাতের কাছেই। সেসব আনিয়ে নিয়ে টোটোর মধ্যেই তিনি পূজার কন্যাসন্তান প্রসব করান। এরপর মা ও সদ্যোজাতকে পাঠিয়ে দেন স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর পূজা ও তাঁর সন্তানকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়।

পূজার ভাই জয়চাঁদ রাজবংশী বলেন, 'আমাদের বাড়ি সুকান্তপল্লিতে। হঠাৎ জামাইবাবু ফোন করে জানায়, দিদির পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। ওকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খবর পেয়ে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি। যখন নার্সিংহোমের সামনে আসি, তখন দিদিকে বেডে করে নিয়ে যাচ্ছিল। পরে শুনলাম, রাস্তাতেই দিদির সন্তান প্রসব হয়ে গিয়েছে। ভাগ্যিস ওই ডাক্তারবাবু ছিলেন।' ঘটনার পর শমীক চট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রত্যক্ষদর্শীরাও দেবচন্দনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলছিলেন, 'তিনি যা করলেন, একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।'

তবে এমন একটা কাজ করার পরেও খুব বেশি হইচই চাইছেন না দেবচন্দন। বললেন, 'শুনতে পাই, রাস্তার মধ্যে একজন মহিলার সন্তান প্রসব হচ্ছে। কয়েকজন স্টাফ নিয়ে আমি তাড়াতাড়ি সেখানে যাই। দেখি, টোটোতেই বাচ্চার প্রসব হওয়া শুরু হয়েছে। আমি ওই মহিলার সন্তান প্রসব করাই। সদ্যোজাতকে কাঁদাই। এরপর প্রাথমিক কিছু পরিচর্যার জন্য একজন স্টাফ মারফত বাচ্চা আর মাকে কাছেই একটি নার্সিংহোমে পাঠিয়ে দিই।'

ওয়েটিং লিস্টের প্রার্থীরা

প্রথম পাতার পর

যাঁরা একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ইন্টারভিউয়ে ডাক পাননি, তাঁরা নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক পদে বাছাই হওয়ার আশায় আছেন। পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হবে ২৬ নভেম্বরের আগে। ওইদিন একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক পদের ইন্টারভিউ আছে।

নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় বসেছিলেন প্রায় ২ লক্ষ ৯৪ হাজার প্রার্থী। ওই পরীক্ষার ফলাফলে ভুলভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি এড়াতে প্রত্যেকটি ওএমআর এখন বারবার খতিয়ে দেখছে কমিশন। ওয়েবসাইটে যাতে কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যা না হয়, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কমিশন সূত্রে খবর, নবম-দশম শ্রেণিতে শিক্ষকের শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তে পারে। ইন্টারভিউ ও নথি যাচাইয়ের আগে চূড়ান্ত শূন্যপদের তালিকা প্রকাশ হবে। চলতি মাসের মধ্যে ইন্টারভিউ ও নথি যাচাইয়ের বিজ্ঞপ্তি ও তালিকা প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডলের নাম নেই একাদশ-দ্বাদশের ইন্টারভিউয়ে। তিনিও নবম-দশমের ফলাফলের অপেক্ষায়।

তাঁর কথায়, 'যে চাকরিহারারা দুটি স্তরেই সুযোগ পাবেন না, তাঁদের জন্য রাজ্য সরকার ও সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হব। একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগে যে যোগ্য চাকরিহারারা সুযোগ পাননি, তাঁদের জন্য ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানানোর পরিকল্পনা চলছে।'

সেই মহাভারত থেকে এই মহা-ভারত

প্রথম পাতার পর

জৈবিক ও নৈতিক মৃত্যুর সংখ্যা গণনার অতীত হয়ে যায়! তখন 'ধর্ম সংস্থাপনার্থায়' বিজ্ঞপ্তি দিয়েও কোনও অবতারই 'ধর্মযুদ্ধ'-পরবর্তীকালে 'ধর্মরাজ্য' আর স্থাপন করতে পারেন না, শুরু হয়ে যায় কলিযুগ- সিংহাসন পান পরীক্ষিতের মতো 'বিকলাঙ্গ' কেউ। এই-ই সময়ের পরিহাস!

আজকের মহাভারতে রাজনীতির বহিরাচরণ এত পৌরুষ ও পরাক্রম অর্জন করেছে যে, ধর্ম-কেও সে অনায়াসে অনৈতিক কুসঙ্গে বাজি ধরে জুয়া খেলতে বসে তার পাঁচ ভাই সরল ভক্তি, কৃচ্ছ তপস্যা, সন্নিষ্ঠ অর্চনা, আধ্যাত্ম চিন্তা, সর্বভূতের কল্যাণকামনা-কে হারিয়ে, স্ত্রী সৃজনাত্মকতাকে বিবস্ত্রা হতে দেখেও কেবল উৎসবের পৌরুষ প্রদর্শন ছাড়া নিরুপায় করে রেখেছে! এই ধর্ম রক্ষা চাইবে কোন ধর্মের কাছে? কোন মুখে?

আহা, সেই পাণ্ডববর্জিত প্রদেশগুলির মধ্যে আমরাও তো ছিলাম একদা। অরণ্যসংকুল, উপজাতি-অধ্যুষিত, আদিম অনার্য ভারতবর্ষের এক আশ্চর্য ভূখণ্ড। প্রকৃতির দুর্গমতা আমাদের বাঁচার শৈলীকে করেছিল ঝুঁকিপূর্ণ অথচ 'সাসটেইনেবল'! সুদূর ইন্দ্রপ্রস্থের কিংবা মোগল আগ্রার অথবা ঔপনিবেশিক দিল্লির দূরদৃষ্টি থেকে সদা পরিত্যক্ত উত্তরবঙ্গ। এখানে সমাজ-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে নিরন্তর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল বলে তো ছলচাতুরীভরা কলোনিয়াল বদবুদ্ধির ইতিহাস বইতেও লেখা নেই! আমরা তো পাহাড় থেকে তরাই, দিনাজপুর থেকে মুর্শিদাবাদ-উত্তরবাংলার শ্যামলাঞ্চলে চিরকাল পরমাদরে সহাবস্থান করেছি। ধর্মাচরণের পার্থক্য কখনও আমাদের শেখায়নি বাঁচার সংস্থান অপরের থেকে গুটিয়ে, লুকিয়ে রাখতে কিংবা অপরের'টুকু কেড়ে খেতে। হিন্দুয়ানীর বর্ণবাদ, ইসলামের অপ-জিহাদ, খেরেস্তানীর সেবা-প্রকল্পের আড়ালে ধর্মান্তিরণ তো কখনও আমাদের সামাজিক সংহতির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়নি! যেখানে শিক্ষার আলো যতখানি পৌঁছেছে শতাব্দীলালিত হতাশা কাটিয়ে চাষার ছেলে ডাক্তারি পড়তে সাহস করেছে, নওজোয়ানেরা 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর মতোই গড়ে তুলেছে জনবিজ্ঞান আন্দোলন, জনস্বাস্থ্য আন্দোলন, জনজাতি সম্প্রদায়গুলো আত্মপরিচয়ের উদ্‌ঘোষণা নিয়ে দাবি করেছে সাংস্কৃতিক স্বীকৃতির। সামাজিক অগ্রগতির অর্থনৈতিক সূচকে আমরা পিছিয়ে ছিলাম বটে, কিন্তু ছিলাম রাজনৈতিক সৌহার্দ্য, সাম্প্রদায়িক প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান, সাংস্কৃতিক আত্মনির্ধারণের অক্ষুণ্ণ পরিবেশেই। শত দ্বিধা ছিল আমাদের, তবু অন্তত ধর্মের প্রশ্নে আজকের মতো এতখানি দীর্ণ ছিলাম না!

কেউ আমাকে জন লেননের গানের সেই অতিস্বপ্নবিলাসী বলতেই পারেন, কিন্তু মিলিয়ে দেখুন তো স্কুল-কলেজের বেঞ্চে এত এত হিজাব পরা মাথা দেখেছেন আগে? মডিফায়েড সাইলেন্সার লাগানো বাইকের গায়ে বজরঙ্গবলীর ম্যাচো ফিগারের বা ক্রোধান্বিত মুখাবয়বের স্টিকার সাঁটা দেখেছেন এত? অনুপ্রবিষ্টদের কথ্যভাষা (চাচা, খালা, পানি, ওজু ইত্যাদিকে) সরকারি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে লক্ষ করেছেন আগে? রাজবংশী আর নস্যশেখদের মধ্যে ধর্মীয় অবস্থানের প্রভেদ সত্ত্বেও সামাজিক যোগাযোগের বাধা ছিল কি? উত্তরবঙ্গের প্রান্তিকতম এলাকা আর তরুণতম প্রজন্ম আজ ওই মাথাপচা রোগে আক্রান্ত! কর্মসংস্থানের লড়াইয়ে নয়, সুঠাম ও ন্যায্য উন্নয়নের দাবির লড়াইয়ে নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-শিক্ষাগত মর্যাদা উন্নীতকরণের লড়াইয়ে নয় – সর্বব্যাপী দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, অবিচারের শিকার হতে হতে হতাশায় ডুবে যেতে যেতে ধরেছে 'আফিং'-এর নেশা! সমাজমাধ্যমে দেখছিলাম সাম্প্রতিক শহরে 'সার্বজনিক' কার্তিকপুজোর আয়োজকদের চেহারাগুলো!

খুব জটিল হয়ে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের জনপদগুলোর সামাজিক মানসিকতা, 'পাইয়ে দেবার রাজনীতি' আর 'দাবাং নেতৃবৃন্দ' যে সর্বনাশের বীজ আমদানি ও রোপণ করেছিল সুবিধাকেন্দ্রিক ক্ষমতার পীঠস্থান থেকে, আজ তারই গোড়ায় দলীয়-ধর্মের সেচন উত্তরের মানবিক যাপনের ঐতিহ্যকে এক বিরাট সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। জানি না, হয়তো অচিরেই অবলুপ্ত হয়ে যাবে সেই দরদভরা ডাক "মোর সোনা বন্ধু রে...হামার জাগাখান দেখিয়া যান, তোমার কথাও কয়া জান রে ...।"

লেখক- শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক

এনআইএ কর্তা পরিচয়ে ফাঁদ

প্রথম পাতার পর

তিনি প্রায়দিনই রাতে সেবক রোডে একটি শপিং মলের উলটোদিকে চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে আসতেন। কাজ শেষে এহেসানও সেই দোকানে চা খেতেন। ধীরে ধীরে মানিকের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। মূল চক্রী নিজের পরিকল্পনা জানান এহেসানকে। রাজি হয়ে যান তিনিও। দল ভারী করতে এহেসান নিজের ভাই রেহানকে শামিল করেন। শেষে যুক্ত হন এখনও পর্যন্ত অধরা চতুর্থ সদস্য।

পরিকল্পনামাফিক, চলতি মাসের ১৫ তারিখ প্রতারিতর বাড়িতে দুজনের টিম হানা দেয়। এহেসান ছাড়াও ছিলেন অধরা অভিযুক্ত। বেশকিছুক্ষণ ধরে চলে তল্লাশি। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নিয়ে বেরিয়ে আসেন তাঁরা। তারপর শুরু হয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ। ১৭ তারিখ মাটিগাড়ার একটি শপিং মলে ডেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নেওয়া হয়। ১৯ তারিখ একইভাবে চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় ডেকে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায় করেন অভিযুক্তরা।

এদিকে, বাড়িতে এনআইএ'র অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। জানতে পারে পুলিশ। প্রতারিত পরিবারের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেই কর্তারা ভুয়ো চক্রের কারসাজি বুঝতে পারেন। শনিবার সকালে ফের ফোন আসে অভিযুক্তদের।

ভক্তিনগর থানা সংলগ্ন এলাকায় দেখা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এবারে দাবি ছিল, দুই লক্ষ টাকা। প্রতারিতরা পুলিশকে বিষয়টি জানায়। স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) ও ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের একটি যৌথ দল গঠন করা হয়। প্রথমে অভিযুক্তরা টাকা নিয়ে ভক্তিনগর থানার সামনে আসতে বলেন। পরে বলা হয়, চেকপোস্টে সংলগ্ন একটি রেস্তোরাঁর ভেতরে ঢুকতে। সেখানেই অপেক্ষা করছিলেন এহেসান ও রেহান। বাইরে ছিলেন মানিক। পুলিশ ভ্রাতৃদ্বয়কে পাকড়াও করতেই মানিক পালানোর চেষ্টা করেন। যদিও সেবক রোডে তাঁকে ধরে ফেলেন যৌথ দলের সদস্যরা।

এদিকে, অভিযোগকারী কেন প্রথমেই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন না বা টাকা দিতে রাজি হলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ডিসিপি (ইস্ট) জানালেন, সেই দিকটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সেঞ্চুরি মুথুস্বামীর, জানসেন ৯৩

'ভারতীয়' অস্ত্রেই ব্যাকফুটে গম্ভীর ব্রিগেড

প্রথম টেস্ট শতরানের আনন্দে সেনুরান মুথুস্বামী। গুয়াহাটিতে রবিবার।

দক্ষিণ আফ্রিকা-৪৮৯ ভারত-৯/০
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

গুয়াহাটি, ২৩ নভেম্বর : আলো-আঁধারির খেলা।

চলতি গুয়াহাটি টেস্টের প্রথম দুইদিনের খতিয়ান খুলে বসলে ভারতীয় শিবিরের হাল অনেকটা সেরকমই। প্রথম দিনে অন্তিম সেশনে কুলদীপ যাদবের স্পিন আশার আলো দেখিয়েছিল।

রবিবার প্রতিপক্ষকে দ্রুত গুটিয়ে দিয়ে রাশ নিজেদের হাতে নেওয়ার সম্ভাবনা উঁকি মারছিল। আশাই সার। বরং দ্বিতীয় দিনে তিন সেশনে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিংয়ের ল্যাজের ঝাপটাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত!

গৌতম গম্ভীর ব্রিগেডের যে অবস্থার জন্য দায়ী এক ভারতীয়! সেনুরান মুথুস্বামী। পূর্বপুরুষ তামিলনাড়ু থেকে ভাগ্যের সন্ধানে দক্ষিণ আফ্রিকা পাড়ি দিয়েছিলেন। সেনুরানের জন্ম নেলসন ম্যান্ডেলার দেশেই। অষ্টম টেস্ট খেলতে নামা অখ্যাত তারকাই কাঁটা হয়ে বিঁধলেন।

ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম এগারোয় জায়গা হয়নি। গুয়াহাটিতে সুযোগ পেয়েই চমকে দিলেন ক্রিকেট বিশ্বকে। ভারতীয় বংশোদ্ভুত মুথুস্বামীর যে চমকে রীতিমতো 'অন্ধকারে' ভারতীয় শিবির! তিনশোর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে গুটিয়ে দেওয়ার লক্ষ্য ভেঙে চুরমার। বদলে ২৪৭/৬ থেকে খেলতে নেমে দিনের প্রায় তিন সেশন কাটিয়ে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ৪৮৯!

শেষ চার উইকেটে ২৪৩ রান যোগ! মুথুস্বামীর নামের পাশে ২০৬ বলে ১০৯। প্রথম সেঞ্চুরির স্বাদ। পাশে মার্কো জানসেনের ঝোড়ো ইনিংসে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল কুলদীপদের যাবতীয় প্রতিরোধ। যার ধাক্কায় সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচে আশঙ্কার মেঘ ভারতীয় শিবিরে।

৪৮৯-এর জবাবে দিনের শেষে ৬.১ ওভার ব্যাট করে ভারতের স্কোর ৯/০। পড়ন্ত বিকেলে আলো-আঁধারির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে নিজেদের উইকেট বাঁচিয়ে ফিরেছেন যশস্বী জয়সওয়াল (৭), লোকেশ রাহুল (২)। সোমবার নামবেন দলকে ম্যাচে ফেরানোর কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে।

পিচ রিপোর্টে প্রথম দুইদিন ব্যাটিং সহায়ক পরিস্থিতির পূর্বাভাস ছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষের লোয়ার অর্ডারে আটকে যাওয়ার ব্যর্থতা তাতে ঢাকা যাচ্ছে না। কৃতিত্ব প্রাপ্য মুথুস্বামীদের। সুনীল গাভাসকার প্রায় বলে থাকেন, দিনের প্রথম ঘণ্টা বোলারদের সমীহ করো। বাকি দিন তাহলে তোমার হবে। মুথুস্বামী সেটাই এদিন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

চিরাচরিত সুইপ, রিভার্স সুইপে ভারতীয় স্পিন-ত্রয়ীকে পালটা চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিলেন। দিনের শুরুতে সমানভাবে তাল ঠুকলেন ভেরেনও। ফল কোনও উইকেট না খুইয়ে সকালের সেশনে আরও ৬৯ রান যোগ করে ৩১৬/৬ স্কোরে পৌঁছে যায়। রানের গতি কম হলেও যে যুগলবন্দি ধীরে ধীরে ভারতকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেয়।

শেষপর্যন্ত জুটি ভাঙেন রবীন্দ্র জাদেজা (৯৪/২)। কাইল ভেরেইনিকে (৪১) ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে দেখে বল বাইরে রাখেন। বাকি কাজ সেরে নেন ঋষভ পন্থ। ভেরেইনিকে ফেরানোর স্বস্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মুথুস্বামী-জানসেনের জুটিতে আরও কোণঠাসা হাল। জাদেজার বলে লেগবিফোর আউট থেকে একবার বেঁচে যাওয়াটুকু সরিয়ে রাখলে প্রায় নিখুঁত ইনিংস মুথুস্বামীর। জানসেন সেখানে বর্ষাপাড়ার স্টেডিয়ামে মাতলেন ছক্কা-বর্ষায়।

রবীন্দ্র জাদেজার স্পিন হোক মহম্মদ সিরাজের পেস—তফাত হয়নি। ইনিংসে মোট ৭টি ছক্কা। স্পর্শ করলেন ভারতের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে শাহিদ আফ্রিদির সর্বাধিক সাত ছক্কার নজির। দুর্ভাগ্য জানসেনের। শতরানের সাত ধাপ আগে থেমে যান। কুলদীপের নীচু হওয়া বল ব্যাটে লেগে সোজা জানসেনের (৯৩) উইকেটে।

দুরন্ত ইনিংসে হতাশাজনক সমাপ্তি। মুথুস্বামী কিন্তু শতরান হাতছাড়া করেননি। ছক্কা হাঁকিয়ে ৯২ থেকে ৯৮-এ পৌঁছোন। সেখান থেকে শতরান। একহাতে ব্যাট, আরেক হাতে হেলমেট নিয়ে সেলিব্রেশন। লক্ষ্য আকাশে। ফেরা পূর্বপুরুষদের পুণ্যভূমিতে সাফল্যের নয়া অধ্যায়ের সূচনা করে। মাঝের সেশনে ভারতের ঝোলায় ১ উইকেট, তাও ১১২ রান খরচ করে। যা বদলে দেয় ম্যাচের রং। অন্তিম সেশনে তিন উইকেট এলেও দক্ষিণ আফ্রিকা ততক্ষণে রানের পাহাড়ে। ভেরেইনি-মুথুস্বামীর ৮৮ ও অষ্টম উইকেটে মথুস্বামী-জানসেনের ৯৭ রানের পার্টনারশিপ চালকের আসনে বসিয়ে দিয়েছে তাদের। ১৫১.১ ওভার বোলিংয়ের ধকলের সঙ্গে সামগ্রিক ব্যর্থতার ছাপ জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজদের শরীরী ভাষায়। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৬ সালের পর এক ইনিংসে এত ওভার কখনও বল করেনি ভারত!

টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে নয়া দায়িত্বে ঋষভ (দেরির জন্য একাধিকবার আম্পায়াররা সতর্কও করেন) সারাদিন সতীর্থদের উৎসাহ জোগালেও দ্বিতীয় দিন একান্তভাবে প্রোটিয়া ব্রিগেডের। প্রতিপক্ষ ব্যাটিংয়ের ল্যাজের ঝাপটায় ভারতের প্রাপ্তি একরাশ হতাশা। এদিনও খেলার শেষে সপারিষদ পিচ দর্শনে বেরোনো গৌতম গম্ভীরের চোখেমুখে তারই ছাপ।

বাকি তিনদিনে পরিস্থিতি কি বদলাবে? নাকি গুয়াহাটিতেও বিজয়পতাকা উড়বে দক্ষিণ আফ্রিকার? উত্তর সময়ের হাতে। বাস্তব হল, এখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো, ম্যাচ জিতে সিরিজ বাঁচানো বেশ কঠিন। অতীতে প্রথম ইনিংসে ৪৫০-এর বেশি রানের বোঝা নিয়ে অবশ্য বারতিনেক জিতেছে ভারত। গুয়াহাটিতে তেমনই মিরাকল কিছু ঘটবে কিনা সেটাই দেখার।

আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ভারতের চাপ বাড়ালেন মার্কো জানসেন।

ছিটকে গেলেন গিল, নেতৃত্বে লোকেশ

মুম্বই, ২৩ নভেম্বর : আশঙ্কা ছিল। অন্যথা হল না।

ঘাড়ের ব্যথায় আসন্ন ওডিআই সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন অধিনায়ক শুভমান গিলও। সহ অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার আগেই (পাঁজরের চোট) ছিটকে গিয়েছিলেন। দুইজনের অনুপস্থিতিতে ৩০ নভেম্বর শুরু তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে নেতৃত্ব দেবেন লোকেশ রাহুল।

প্রাথমিকভাবে রোহিত শর্মার নাম অধিনায়ক হিসেবে ঘোরাফেরা করছিল। নির্বাচকদের একাংশ তাঁকে চেয়েছিলেন। যদিও সূত্রের খবর, রোহিত নিজে পুনরায় হটসিটে বসতে আগ্রহী ছিলেন না। ফলে রোহিতকে ঘিরে তৈরি হওয়া জল্পনায় জল ঢেলে এদিনের ঘোষিত দলের ভার লোকেশের হাতে তুলে দেন অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি।

ইডেন গার্ডেন্স টেস্টে ঘাড়ে চোট পেয়েছিলেন শুভমান। গুয়াহাটি টেস্ট থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন যা ম্যাচ ফিট না হওয়ায়। টিম ম্যানেজমেন্ট অবশ্য আশায় ছিল ওডিআই সিরিজে হয়তো পাওয়া যাবে। হাতে বেশ কয়েকদিন আছে। কিন্তু চিকিৎসকদের থেকে সবুজ সংকেত না মেলায় শুভমানকে বাইরে রেখেই দল ঘোষণা।

নেতৃত্বে ঋষভ পন্থের কথাও আলোচনায় গুরুত্ব পায়। শুভমানের অনুপস্থিতিতে চলতি গুয়াহাটি টেস্টে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ঋষভ। তবে ২০২৪ সালের অগাস্টের পর ওডিআইয়ে খেলেননি ঋষভ। সবদিক মাথায় রেখে ওডিআই সিরিজে লোকেশে আস্থা।

বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে জসপ্রীত বুমরাহকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পর চলতি দক্ষিণ আফ্রিকা-চারটি টেস্টেই খেলেছেন ভারতীয় স্পিডস্টার। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে বিশ্রামের সিদ্ধান্ত তাঁকে। শ্রেয়সের অনুপস্থিতিতে আবারও ওডিআই দলে প্রত্যাবর্তন ঘটছে তিলক ভার্মার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সম্প্রতি 'এ' সিরিজে খেলেছেন তিলক। রানও পেয়েছেন। ফলস্বরূপ ওডিআই দলে সুযোগ।

প্রথম উইকেটকিপার হিসেবে লোকেশের প্রথম এগারোয় থাকা নিশ্চিত। সেক্ষেত্রে মিডল অর্ডারে তিলকের লড়াই ঋষভের সঙ্গে। যে লড়াইয়ে আছেন আরেক উইকেটকিপার-ব্যাটার ধ্রুব জুরেলও। এদিনের নির্বাচনি বৈঠকে চমক অবশ্য রুতুরাজ গায়কোয়াড়। দীর্ঘদিন পর চেন্নাই সুপার কিংস অধিনায়কের প্রত্যাবর্তন ঘটল মেন ইন ব্লু-তে।

সবার চোখ অবশ্য রোহিত, বিরাট কোহলির দিকে। ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের লক্ষ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে দুজনের কাছে প্রতিটি সিরিজই গুরুত্বপূর্ণ। গত অস্ট্রেলিয়া সিরিজে রোহিত রান পেয়েছেন। জোড়া শূন্যের ধাক্কা কাটিয়ে শেষ ম্যাচে রানে ফিরেছিলেন বিরাটও। এবার ঘরের মাঠে দুইজনের দাপট দেখার জন্য মুখিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা।

শুভমানের অনুপস্থিতিতে রোহিতের সঙ্গে ওপেন করবেন যশস্বী জয়সওয়াল। দলে ফিরলেও ব্যাকআপ ওপেনার হিসেবে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে রুতুরাজকে। চলতি টেস্টের তিন স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দরকে বেছে নেন আগরকাররা। জায়গা হয়নি স্পিন-অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেলের। সুন্দরকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে মূলত জায়গা হারালেন অক্ষর।

পেস ব্রিগেডে হর্ষিত রানা, প্রসিধ কৃষ্ণার সঙ্গে অর্শদীপ সিং। জসপ্রীত বুমরাহর পাশাপাশি টানা ক্রিকেটের ধকলের কথা মাথায় রেখে বিশ্রামে মহম্মদ সিরাজও। চোট না সারায় হার্দিক পান্ডিয়ার কথা বিবেচনা করা হয়নি এদিনের বৈঠকে।

সোমবার নতুন বল সামলানোর সঙ্গে একদিনের সিরিজে নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জও নিতে হবে লোকেশ রাহুলকে। ওডিআইয়ে ফিরলেন যশস্বী জয়সওয়াল।

সিরিজ সূচি

প্রথম ম্যাচ ৩০ নভেম্বর
রাঁচি
দ্বিতীয় ম্যাচ ৩ ডিসেম্বর
রায়পুর
তৃতীয় ম্যাচ ৬ ডিসেম্বর
ভাইজ্যাগ

ওডিআই সিরিজের দল ঘোষণা

ওডিআই সিরিজের দল : **রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়াল, বিরাট কোহলি, তিলক ভার্মা, লোকেশ রাহুল (অধিনায়ক), ঋষভ পন্থ, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, নীতীশ কুমার রেড্ডি, হর্ষিত রানা, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, প্রসিধ কৃষ্ণা, অর্শদীপ সিং ও ধ্রুব জুরেল।**

পিচ নয়, রাস্তা! কটাক্ষ কুলদীপের

জসপ্রীত বুমরাহ ও কুলদীপ যাদব মিলে ৬ উইকেট নিলেও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংসে রানের পাহাড় গড়ল।

গুয়াহাটি, ২৩ নভেম্বর : ইডেন গার্ডেন্সের পিচ ছিল ব্যাটারদের বধ্যভূমি। প্রতিটি রানের জন্য যেখানে লড়াই করতে হয়েছে ব্যাটারদের। উলটো ছবি চলতি গুয়াহাটি টেস্টের বাইশ গজে। পেস হোক বা স্পিন-সাহায্য নেই বললেই চলে। দুইদিন ধরে যার খেসারত ভালোমতো চোকাতে হয়েছে ভারতীয় বোলারদের। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে যা নিয়ে বিস্ফোরক কুলদীপ যাদব। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়ার শহরের পিচকে 'রাস্তার' সঙ্গে তুলনা করে কটাক্ষ করলেন ভারতীয় রিস্ট স্পিনার। কুলদীপ বলে দিলেন, কলকাতার উইকেট ছিল অন্যরকম। এখানে তো সমান রাস্তা! তারপরই অবশ্য কিছুটা ঢোক গিলে কুলদীপ জানান, এটাই টেস্ট ক্রিকেটের চ্যালেঞ্জ।

> প্রথম দিনে আমরা কিন্তু দারুণ বল করেছি। কিন্তু আজ ওদের দুটো পার্টনারশিপ আমাদের ব্যাকফুটে ঠেলে দেয়। সবাই মিলে চেষ্টা করেছি। কিন্তু বোলারদের জন্য বেশি কিছু ছিল না।
>
> **কুলদীপ যাদব**

গতকালের ২৪৭/৬ থেকে শুরু করে শেষ চার উইকেটে এদিন ২৪২ রান যোগ করে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেনুরান মুথুস্বামী সেঞ্চুরি করেন। লোয়ার অর্ডারে অপর ব্যাটার মার্কো জানসেনের ৯৩। দুইদিনে ১৫১.১ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৪৮৯ রানের বিনিময়ে দশ উইকেট প্রাপ্তি ভারতের।

দিনের খেলা শেষে যার জন্য পিচকেই কাঠগড়ায় তুললেন কুলদীপ। বলেছেন, 'কলকাতা টেস্টের পিচ অন্যরকম ছিল। এখানকার পিচ তো সমতল রাস্তা। তবে টেস্টের এটাই চ্যালেঞ্জ। বোলার হিসেবে ব্যাটারদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে চাই আমরা। উইকেট থেকে সাহায্য না মিললে, তখন অন্য রাস্তা বের করা জরুরি।'

গতকাল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সেই কাজটা করে দেখানোর কথা কুলদীপের গলায়। আজ তা হয়নি। ভারতীয় রিস্টস্পিনার বলেছেন, 'প্রথম দিনে আমরা কিন্তু দারুণ বল করেছি। কিন্তু আজ ওদের দুটি পার্টনারশিপ আমাদের ব্যাকফুটে ঠেলে দেয়। সবাই মিলে চেষ্টা করেছি। কিন্তু বোলারদের জন্য বেশি কিছু ছিল না। প্রতিকূল পরিস্থিতি হলেও এর থেকে শিক্ষা নিতে হবে। উইকেট নিয়ে মাথা খারাপ করার বদলে কীভাবে মানিয়ে নেওয়া যায়, তার ওপর ফোকাস রাখতে হবে।'

গুয়াহাটিতে পা রেখে পিচ নিয়ে এখনও পর্যন্ত নেতিবাচক কোনও মন্তব্য করেননি গৌতম গম্ভীর, রায়ান টেন ডোসেটেরা। চার উইকেট নেওয়া কুলদীপ কিন্তু অন্য পথেই হাঁটলেন। ঘুরিয়ে পিচের সমালোচনা করে বলেছেন, 'আশা করি, পরবর্তী টেস্টগুলিতে বোলারদের জন্য আরও ভালো উইকেট থাকবে। তবে এনিয়ে আমার কোনও অভিযোগ নেই।'

দ্বিতীয় দিনের শেষে কোণঠাসা পরিস্থিতি। যদিও কুলদীপের দাবি সাজঘরের পরিবেশ ঠিকই আছে। ইতিবাচক। লক্ষ্য দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাট হাতে পালটা জবাব দেওয়া। তৃতীয় দিনে প্রথম সেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। সেশন ধরে এগোতে হবে। বিশ্বাস গোটা পাঁচেক সেশন ব্যাট করতে পারলে ভারতও ভালো জায়গায় পৌঁছে যাবে।

স্পেশাল মুহূর্ত, বলছেন মুথুস্বামী

দিনের নায়ক ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুথুস্বামী। প্রথম সেঞ্চুরির খুশি নিয়ে বলেছেন, 'মাঠ ভর্তি দর্শকের সামনে সেঞ্চুরি। আমার জন্য বিশেষ মুহূর্ত। দলের জন্য অবদান রাখতে পেরে আমি খুশি। পার্টনারশিপ তৈরির চেষ্টা করেছি। জানসেন দুর্দান্ত ইনিংস খেলল। দুর্দান্ত সব শট খেলল। বাকিরাও এদিন অবদান রাখল।'

সাউলকে ঘিরে ধোঁয়াশা

বাগানের চিঠির উত্তর দিল ফিফা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : আনোয়ার আলি ইস্যুতে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিল ফিফা।

সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ এনে সম্প্রতি আনোয়ারের চুক্তিভঙ্গের বিষয়ে ফিফার দ্বারস্থ হয় মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। গোটা ঘটনা জানিয়ে তার প্রতিকার চেয়ে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থাকে চিঠি লিখেছিল সবুজ-মেরুন। তার জবাবে ফিফা জানাল, তারা এই বিষয়টি নিয়ে এআইএফএফ-এর সঙ্গে কথা বলবে, যাতে দ্রুত নিষ্পত্তি হয়। ফিফা চিঠিতে লিখেছে, 'আমরা নিশ্চিত করছি, প্রয়োজন অনুযায়ী আনোয়ার আলির বিষয়ে যথাসময়ে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

সাউল ক্রেসপোকে ঘিরে ক্রমশ ধোঁয়াশা বাড়ছে ইস্টবেঙ্গলে। ডার্বিতে চোট পেয়েছিলেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। মাঝে কয়েকদিন বিশ্রামে ছিলেন। সপ্তাহখানেক হল দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। যদিও পুরোদমে অনুশীলন শুরু করেননি তিনি। খেলেননি প্রস্তুতি ম্যাচেও। ফিজিওর তত্ত্বাবধানে রিহ্যাব করছেন। এই পরিস্থিতিতে সুপার কাপ সেমিফাইনালে সাউলের খেলা ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে লাল-হলুদ শিবিরে। ছুটি কাটিয়ে সোমবার ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে যোগ দিতে পারেন আনোয়ার আলি।

হেডের 'বাজবলের' প্রশংসায় অশ্বীন

হেডেক নয়, ট্রাভিস হেড এখন বিপক্ষের কাছে যেন 'হেডবাট'।

পারথ ও চেন্নাই, ২৩ নভেম্বর : সব অঙ্ক তিনি একাই বদলে দিয়েছেন। তিনি দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছেন, ব্যাট হাতে তাণ্ডব কাকে বলে।

অতীতে ট্রাভিস হেডের এমন ব্যাটিং তাণ্ডবের সাক্ষী টিম ইন্ডিয়া। ২০২৩ সালের একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালই হোক অথবা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের মঞ্চ-বারবার ভারতীয় দলের সামনে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছেন হেড। এবার পালা ইংল্যান্ডের।

চলতি অ্যাসেজ সিরিজের প্রথম টেস্ট মাত্র দুইদিনের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। অনায়াসে ম্যাচ জিতে সিরিজে এগিয়ে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। আর দ্বিতীয় দিনে হেডের ব্যাটিং তাণ্ডব দেখে 'স্তম্ভিত' হয়ে গিয়েছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। এমন অতি মানবীয় ব্যাটিং তিনি আগে দেখেননি, স্বীকার করে নিয়েছেন স্টোকস। উসমান খোয়াজার চোট থাকায় হেডকে ওপেন করতে নামানো হয়েছিল। বাকিটা এখন ইতিহাস। ৮৯ বলে ১২৩ রানের ইনিংস খেলে অ্যাসেজে অস্ট্রেলিয়াকে এগিয়ে দেওয়ার পাশে ইংল্যান্ডের 'বাজবল' থিয়োরিকেও মাঠের বাইরে করে দিয়েছেন তিনি। ক্রিকেট দুনিয়া এখন বলছে, হেডই বাজবলের নায়ক।

সেই তালিকায় টিম ইন্ডিয়ার কিংবদন্তি অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীনও রয়েছেন। অতীতে টিম ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে বাইশ গজে খুব সামনে থেকে তিনি দেখেছেন হেডের ব্যাটিং বাজবল। এবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অনায়াসে হেডের ব্যাটিং তাণ্ডব দেখার পর অজি ওপেনারের প্রশংসা করেছেন অশ্বীন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন আজ বলেছেন, 'হেড ভিন্ন ঘরানার ব্যাটার। ওর ব্যাট চলতে শুরু করলে থামানো খুব কঠিন। বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ায় ওর মতো ম্যাচ উইনার কমই রয়েছে। অস্ট্রেলিয়াকে বহু ম্যাচ জিতিয়েছে ও। হেডের ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করতেই হবে।' হেডকে ভারতীয় ক্রিকেটের 'শুভানুধ্যায়ী' বলেও মজা করতে ছাড়েননি অশ্বীন। একইসঙ্গে তাঁর মনে হচ্ছে, হেডের মধ্যে আদর্শ নেতা হওয়ার মশলাও রয়েছে। স্টিভেন স্মিথের আবার মনে হচ্ছে, সাদা বলের ক্রিকেটের মতো টেস্টেও হেড নিয়মিতভাবে ইনিংস ওপেন করুক। অজি সংবাদ মাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্মিথ এমন মন্তব্য করেছেন।

আর্থিক ক্ষতির মুখে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া

এদিকে, অজি অধিনায়ক হেডের বাজবলে ইংল্যান্ড চূর্ণ হওয়ার পর যখন তাঁকে নিয়ে ক্রিকেট দুনিয়ায় হইচই চলছে। প্রশংসায় ভাসছেন হেড। ঠিক সেই সময় অ্যাসেজের প্রথম টেস্ট দুই দিনে শেষ হওয়ার পর মাথায় হাত ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার। স্মিথের দেশ অ্যাসেজের প্রথম টেস্ট জিতে সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার পর তাদের দেশের বোর্ড বিরাট আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছে। শুক্রবার টেস্টের প্রথম দিন অপটাস স্টেডিয়ামের দর্শকসংখ্যা ছিল প্রায় ৫২ হাজার। শনিবার দ্বিতীয় দিনে সংখ্যাটা ছিল ৪৯ হাজার। রবিবার তিন নম্বর দিনে দর্শক সংখ্যা আরও বাড়বে, গ্যালারি পুরো ভরে যাবে, এমন আশায় ছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে সেই সম্ভাবনা আর নেই। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার একটি সূত্রের দাবি, দুইদিনে পারথ টেস্ট শেষ হওয়ার কারণে প্রায় ৩০ লক্ষ অস্ট্রেলিয় ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২৭ কোটি) ক্ষতির মুখে পড়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। স্মিথদের দেশের ক্রিকেট বোর্ড কীভাবে এই ধাক্কা সামাল দেয়, সেটাই এখন দেখার।

আজ বিশেষ সভায় রাজ্য সংস্থার প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : গত ২১ নভেম্বর সব আইএসএল ক্লাবের তরফে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির সিইও-র সই করা চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। শনিবার রাতে ওই চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করে আইএসএল ক্লাবগুলিকে চিঠি পাঠান এআইএফএফ সহকারী মহাসচিব এম সত্যনারায়ণন। খুব সংক্ষিপ্ত এই চিঠিতে লেখা হয়েছে, 'শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মতো সব স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আপনারা আলোচনা চেয়ে যে চিঠি অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতিকে দিয়েছেন তার প্রাপ্তিস্বীকার করছি। এআইএফএফ সচিবালয় দ্রুত সব স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আলোচনায় বসার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।' এখন দেখার তাঁরা কত তাড়াতাড়ি এই সভা করতে পারেন। কারণ এই আলোচনায় এবার ক্রীড়ামন্ত্রী নিজে বা তাঁর সচিবালয় সম্ভবত থাকতে চলেছে। কারণ গত ২২ তারিখ দেশের শীর্ষ আদালত সেরকমই নির্দেশ দেয়।

তবে সোমবারই এই সভা হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ এদিন বিশেষ সাধারণ সভা ডেকেছে এআইএফএফ। এই সভায় মূলত রাজ্য সংস্থাগুলির প্রতিনিধিত্বই প্রধান এজেন্ডা। নতুন সংবিধানে এআইএফএফ ও রাজ্য সংস্থা, দুই জায়গায় প্রতিনিধিত্ব করা যাবে না বলা হয়েছে। যা রাজ্য সংস্থার প্রতিনিধিরা মেনে নিতে চলেছেন বলে খবর। তবে আগে রাজ্য সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে দিল্লিতে এই সভা হওয়ার কথা থাকলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনলাইনে উপস্থিত থাকার আবেদনও মেনে নেওয়া হয়েছে। ফলে এই সভায় অনলাইন-অফলাইন দুইভাবেই রাজ্য সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকতে পারবেন।

স্নায়ুর সমস্যায় ভুগছেন অধিনায়ক শুভমান

মুম্বই, ২৩ নভেম্বর : চোট লেগেছিল ঘাড়ে। শক্ত হয়ে গিয়েছিল ঘাড়। নড়াচড়া বন্ধ হয়েছিল ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলের।

ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ব্যাটিংয়ের সময় পাওয়া সেই চোট ক্রমশ বড় আকার নিচ্ছে। ইডেন টেস্টের পর গুয়াহাটিতে চলতি দ্বিতীয় টেস্টের আসর থেকেও ছিটকে গিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। গুয়াহাটি ছেড়ে আপাতত গিল মুম্বইয়ে। সেখান থেকেই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নজরদারিতে চলছে তাঁর চিকিৎসা। আর সেই চিকিৎসার সময়ই সামনে এসেছে আরও সমস্যা। যার মধ্যে অন্যতম হল স্নায়ু।

জানা গিয়েছে, ভারত অধিনায়ক গিলের ঘাড়ের সমস্যা শরীরের নানা অংশের স্নায়ুতেও প্রভাব ফেলেছে। ফলে এখনই তাঁর পুরো ফিট হওয়া বা মাঠে ফেরার কোনও সম্ভাবনাই নেই। বিশেষ ইঞ্জেকশন দিতে হচ্ছে গিলকে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৩০ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা একদিনের সিরিজ থেকেও শুভমান ছিটকে গিয়েছেন। ওডিআই সিরিজের পরই প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে রয়েছে টি২০ সিরিজ। সেই সিরিজেও গিল মাঠে ফিরতে পারবেন, বোর্ডের চিকিৎসকরা এমন নিশ্চয়তা দিতে পারেননি এখনও। ফলে শুভমানের ফিটনেস নিয়ে উদ্বেগ, সংশয়, জল্পনা সবই চলছে। জানা গিয়েছে, ঘাড়ের সমস্যা অনেকটা স্বাভাবিক হলেও আচমকা স্নায়ুর সমস্যা তৈরি হওয়ার কারণে বিসিসিআইয়ের অন্দরেও শুভমানকে নিয়ে রয়েছে টেনশনের চোরাস্রোত। যার দোসর, ধীরে চলো নীতিও।

দুই বছর পর কোনও সুপার ৫০০ ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে লক্ষ্য সেন।

বছর শেষে ‘লক্ষ্যভেদ’

চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে

সিডনি, ২৩ নভেম্বর : বছরের শুরু থেকে ব্যর্থতা পিছু ছাড়ছিল না কিছুতেই। বছর শেষে এসে অবশেষে লক্ষ্যভেদ লক্ষ্য সেনের। জাপানের ইউশি তানাকাকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতলেন ভারতের তারকা শাটলার।

চলতি বছর হংকং ওপেনের ফাইনালে উঠেও হেরে গিয়েছিলেন লক্ষ্য। সম্প্রতি জাপানে কুমামোতো মাস্টার্সের সেমিফাইনালে উঠেও প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ হন তিনি। ২০২৩ সালে কানাডা ওপেনের পর এই প্রথম কোনও সুপার ৫০০ প্রতিযোগিতায় খেতাব জিতলেন ২৪ বছরের ভারতীয় তারকা।

জাপানি তারকা ইউশি ভারতীয় শাটলারের সামনে কার্যত কোনও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলেন না। রবিবার শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে খেলতে থাকেন লক্ষ্য। প্রতিপক্ষকে ন্যূনতম সুযোগ পর্যন্ত দেননি। মাত্র ৩৮ মিনিটেই স্ট্রেট গেমে ম্যাচ জিতে নেন ভারতের তরুণ শাটলার। খেলার ফল ২১-১৫, ২১-১১। জয়ের পর দুই চোখ বুজে কানে আঙুল দিয়ে অদ্ভুত সেলিব্রেশনও করেন। বোধহয় বোঝাতে চাইলেন, বাইরের সমালোচনা নয়, কোর্টে নিজের খেলাতেই মনোযোগী তিনি। পরে কোচ ইউ ইয়ং সুং এবং বাবা ডিকে সেনকে জড়িয়ে ধরেন লক্ষ্য।

পরে লক্ষ্য বলেছেন, ‘মরশুমটা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে কেটেছে। মরশুম শুরুর দিকে চোট-আঘাত সমস্যাও ছিল। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করে গিয়েছি। আজ আমি ভীষণ উচ্ছ্বসিত। এবার পরের মরশুমের জন্য অপেক্ষা শুরু।’ এই জয়ের সুবাদে বিশ্ব ক্রমতালিকায় আবার প্রথম ১০ জনের মধ্যে চলে আসবেন লক্ষ্য।

হঠাৎই অসুস্থ বাবা, বিয়ে পিছোল স্মৃতির

সাঙ্গলি, ২৩ নভেম্বর : মঞ্চ প্রস্তুত ছিল। তৈরি ছিলেন বরকনেও। কিন্তু বিপদ তো আর আগে থেকে জানিয়ে আসে না। স্মৃতি মান্ধানা ও পলাশ মুচ্চলের পরিবারও তৈরি ছিল না। রবিবার সকালে হঠাৎই স্মৃতির বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এদিনই স্মৃতি-পলাশের চার হাত এক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গেল স্মৃতি-পলাশের বহুকাঙ্ক্ষিত বিয়ে।

‘কিছু প্রতিশ্রুতি রাখার জন্যই দেওয়া হয়।’ সামাজিক মাধ্যমে এই লাইনটি অনেকদিন ধরেই ভাইরাল। সাম্প্রতিককালে যার হাতেগরম উদাহরণ স্মৃতি-পলাশ। ২০১৯ সাল থেকে সম্পর্কে রয়েছেন এই ‘লাভ বার্ডস।’ দুইজনের ব্যস্ত শিডিউল কখনোই তাঁদের প্রেমে কাঁটা হয়ে ওঠেনি। গত মাসে মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপের মাঝেই টিম ইন্ডিয়ার তারকা ওপেনার স্মৃতিকে বিয়ে করার কথা প্রকাশ্যে আনেন সংগীত পরিচালক পলাশ।

ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের পর ট্রফি নিয়ে দুইজনের ছবি পোস্ট, ইনস্টাগ্রামে ভিডিও দিয়ে বাগদানের কথা জানান স্মৃতি। তারপর বিশ্বজয়ের মাঠ ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে পলাশের হাঁটু গেড়ে বসে মান্ধানাকে বিয়ের জন্য ‘প্রোপোজ’ করা, জেমিমা রডরিগেজ-রিচা ঘোষ-শ্রেয়াঙ্কা পাতিলদের সঙ্গে স্মৃতির ‘হলদি’-র অনুষ্ঠানে মেতে ওঠা- গত কয়েকদিন ধরে সবকিছুই ছিল শিরোনামে।

> প্রাতরাশের সময় স্মৃতির বাবা হঠাৎই অসুস্থবোধ করেন। আমরা ভেবেছিলাম ক্লান্তি থেকে এমনটা হচ্ছে। কিন্তু ধীরে ধীরে ওঁর শরীর আরও খারাপ হতে শুরু করে। তাই আমরা ঝুঁকি না নিয়ে স্মৃতির বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছি।
>
> **তুহিন মিশ্র** *(স্মৃতির ম্যানেজার)*

কিন্তু তাল কাটে রবিবার। সকালে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন স্মৃতির বাবা। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল, মেয়ের বিয়ের আয়োজনের ধকল।

বাবার সঙ্গে পুরোনো ছবিতে স্মৃতি মান্ধানা।

বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবেন। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে শ্রীনিবাসের শরীর আরও বেশি খারাপ হতে থাকে। তারপরই ঝুঁকি না নিয়ে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অনির্দিষ্টকালের জন্য বিয়ের অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন স্মৃতি। যদিও স্মৃতির বাবার ঠিক কী হয়েছে, তা পরিষ্কার করে জানানো হয়নি।

এই প্রসঙ্গে মান্ধানার ম্যানেজার তুহিন মিশ্র বলেছেন, ‘প্রাতরাশের সময় স্মৃতির বাবা হঠাৎই অসুস্থবোধ করেন। আমরা ভেবেছিলাম ক্লান্তি থেকে এমনটা হচ্ছে। কিন্তু ধীরে ধীরে ওঁর শরীর আরও খারাপ হতে শুরু করে। তাই আমরা ঝুঁকি না নিয়ে স্মৃতির বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছি। উনি ডাক্তারদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। আশা করি, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন। স্মৃতি পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, বাবার অনুপস্থিতিতে কোনওভাবেই বিয়ে করবে না। তাই বিয়ের অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবারের বাকিদেরও মন ভালো নেই।’

অনেকটা পথ হাঁটা বাকি, মানছেন পেপ

লন্ডন ও লিভারপুল, ২৩ নভেম্বর : প্রিমিয়ার লিগে রবিবার উত্তর লন্ডন ডার্বিতে বড় জয় পেল আর্সেনাল। ৪-১ গোলে তারা বিধ্বস্ত করেছে টটেনহাম হটস্পারকে। ৩৬ মিনিটে লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ডের গোলে আর্সেনাল এগিয়ে যায়। এরপর ৪১, ৪৬ ও ৭৬ মিনিটে গোল করে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন এবেরেচি এজে। মাঝে টটেনহামের রিচার্লিসন একটি গোল ফেরালেও লাভ হয়নি। ১২ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে আর্সেনাল শীর্ষেই থেকে গেল।

শনিবার হোঁচট খেয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। নিউক্যাসল ইউনাইটেড ২-১ গোলে জিতেছে ম্যান সিটির বিরুদ্ধে। ম্যাচের প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। ৬৪ মিনিটে নিউক্যাসলকে এগিয়ে দেন হার্ভি বার্নস। ৪ মিনিট পরেই গোল শোধ করেন সিটির রুবেন দিয়াজ। তবে ২

লিগে বড় জয় আর্সেনালের

মিনিট পরেই ফের গোল করে সাদা-কালো ব্রিগেডের জয় নিশ্চিত করেন বার্নস। হেরেও ১২ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে ৩ নম্বরে রয়েছে সিটি। মরশুমের শুরুর দিকের খারাপ ফর্ম কাটিয়ে উঠলেও এখনও যে অনেকটা পথ পেরোনো বাকি মানছেন কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা, ‘গত দুই মাসের মতো আরও একটা ছোট্ট ধাপ পেরোতে চেয়েছিলাম। নিজেদের সর্বস্ব দিয়েছি, তবে জিততে পারলাম না। আন্তর্জাতিক বিরতির পর সেন্ট জেমস পার্কে (নিউক্যাসলের ঘরের মাঠ) খেলতে আসা সহজ কাজ নয়। এখনও অনেক, অনেকটা রাস্তা পেরোতে হবে আমাদের।’

প্রিমিয়ার লিগে শেষ ৭ ম্যাচে ৬ হার। ১৯৬৫ সালের পর প্রথমবার টানা ২ ম্যাচে ৩ গোলের ব্যবধানের হার। শনিবার ঘরের মাঠে তারা ০-৩ গোলে হারে নটিংহাম ফরেস্টের কাছে। টানা হারে ১২ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে নেমে গিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল।

দলের খারাপ পারফরমেন্সের দায় নিয়ে কোচ আর্নে স্লট বলেছেন, ‘এই হারের জন্য আমিই দায়ী। ভালো খেলার থেকে অনেকটা দূরে রয়েছি আমরা এবং এর জন্য আমিই দায়ী।’একইসঙ্গে খারাপ সময়ের কারণও তুলে ধরেছেন স্লট, ‘শেষ কয়েকটা ম্যাচে দেখা যাচ্ছে, ভালো খেলেও আমরা সুযোগ কাজে লাগাতে পারছি না। অথচ বিপক্ষ একটা সুযোগেই গোল করে দিয়ে যাচ্ছে। এটা গোটা মরশুম জুড়ে চলতে পারে না।’ তবে এখান থেকে বেরোনোর উপায় কী? স্লটের কথায়, ‘অবশ্যই খারাপ সময় কাটিয়ে উঠতে হবে। বিশেষ করে দলে যে সব প্রতিভা রয়েছে, তারপর তো ঘুরে দাঁড়াতেই হবে।’

নিউক্যাসল ইউনাইটেডের কাছে হেরে মাথায় হাত আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড, অস্কার ববের।

প্রিমিয়ার লিগে শেষ ৭ ম্যাচে ষষ্ঠ হার। চাপ টের পাচ্ছেন লিভারপুলের কোচ আর্নে স্লট।

নাসাফের তিন গোলে স্বপ্নভঙ্গ ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : টানা দ্বিতীয় হারে স্বপ্নভঙ্গ।

ইতিহাস গড়া হল না। এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিল ইস্টবেঙ্গল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করতে হলে উজবেকিস্তানের পিএফসি নাসাফ ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট পেতেই হত লাল-হলুদ প্রমীলা বাহিনীকে। কিন্তু সেই নাসাফের কাছে ৩-০ গোলে হেরে চিন থেকে খালি হাতেই ফিরছে মহিলা মশাল ব্রিগেড।

গ্রুপের প্রথম ম্যাচে বাম খাতুন এফসি-র বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের দাপুটে জয়ে লাল-হলুদ সমর্থকদের মধ্যে আশা সঞ্চার করেছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে উহান জিয়াংডা উইমেন্স এফসি-র কাছে হারলেও প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গল। তবে এদিন লাল-হলুদের খেলায় সেই তালমিলই দেখা গেল না। ১৭ মিনিটে নাসাফকে এগিয়ে দেন দিয়োরাখন খাবিবুল্লায়েভা। লাল-হলুদের ফুটবলাররা অফসাইডের আবেদন করেছিলেন। রেফারি প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে কিছুক্ষণ পর গোল নিশ্চিত করেন। ৫২ মিনিটে জারিনা নরবোয়েভার গোলে ব্যবধান বাড়ায় উজবেকিস্তানের ক্লাবটি। ম্যাচের একেবারে শেষলগ্নে খাবিবুল্লায়েভার গোলে স্বপ্ন ভাঙল লাল-হলুদের।

দুই গোলে হারলেও কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে পারত ইস্টবেঙ্গল। সেক্ষেত্রে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় তিন গ্রুপের মধ্যে থেকে গ্রুপের তৃতীয় সেরা দল হিসাবে নকআউটের ছাড়পত্র পেত মশাল বাহিনী। কিন্তু তিন গোলে হার দৌড় থেকেই ছিটকে দিল ইস্টবেঙ্গলকে।

আটকে যান ফাজিলা ইকওয়াপুট।

শনিবার ছিলেন স্মৃতি মান্ধানার মেহেন্দি অনুষ্ঠানে। রবিবার রিচা ঘোষ কলকাতায় পৌঁছালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের থেকে সংবর্ধনা নিতে। রাজভবনে ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

মহিলাদের টি২০ থেকে বিদায় শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : জোড়া ম্যাচ হেরে আন্তঃ জেলা মহিলাদের টি২০ ক্রিকেট থেকে বিদায় নিল শিলিগুড়ি। শনিবার তারা ৪৫ রানে মেদিনীপুরের বিরুদ্ধে হেরেছে। বসুন্ধরা মাঠে টসে জিতে মেদিনীপুর ৪ উইকেটে ১৬৪ রান তোলে। ইপ্সিতা মণ্ডল ৭১ ও ঐশ্বর্য ৪৮ রান করেন। রত্না বর্মন ৩৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে শিলিগুড়ি ১১৯ রানে সব উইকেট হারায়। প্রিয়া সাহানি ২৭ ও গীতাংশী দাস ১৯ রান করেন। ম্যাচের সেরা ইপ্সিতা ৮ রানে নেন ২ উইকেট।

সূচিতে সিয়াম কলেজের মাঠে শনিবার ম্যাচ ছিল শিলিগুড়ির। কিন্তু ম্যাচটি দেওয়া হয় বসুন্ধরা মাঠে। যা নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে সিএবি-র প্রতিনিধি জয়ন্ত ভৌমিক বলেছেন, ‘অনূর্ধ্ব-১৪, ১৭, ১৯ পর্যায়ে ছেলে ও মেয়েদের ম্যাচ সিএবি দিতে পারে জানিয়েছে। তাই আমরা রোটেশন করে বিভিন্ন মাঠে ম্যাচ দিচ্ছি। এই মাঠটিও ভালো ছিল। মেয়েরাও এখানে খেলতে চেয়েছিল।’

গোলের পাস বাড়ানো লামিনে ইয়ামালের বুট পালিশে ফেরান টোরেস।

চার গোল দিয়ে বার্সা ফিরল ন্যু ক্যাম্পে

বার্সেলোনা, ২৩ নভেম্বর : অপেক্ষার অবসান।

গুনে গুনে ৯০৫ দিন পর ন্যু ক্যাম্পে ফিরল বার্সেলোনা। আর ঘরের মাঠে প্রত্যাবর্তনে গোলের উৎসবে মাতল কাতালান জায়েন্টরা।

শনিবার ন্যু ক্যাম্পে অ্যাথলেটিক বিলবাওকে ৪-০ গোলে হারাল বার্সেলোনা। ম্যাচ শুরুর ৪ মিনিটের মধ্যেই রবার্ট লেওয়ানডস্কির গোলে এগিয়ে যায় বার্সা। পোলিশ তারকার নিচু শটে পরাস্ত হন বিলবাওয়ের গোলকিপার উনাই সিমোন। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ব্যবধান বাড়ান ফেরান টোরেস। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ফের গোল ফের্মিন লোপেজের। ম্যাচের একেবারে অন্তিম লগ্নে বিলবাওয়ের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন টোরেস। এই জয়ের সুবাদে রিয়াল মাদ্রিদকে টপকে সাময়িকভাবে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে উঠে আসে বার্সেলোনা।

এদিকে, ক্যাম্প ন্যু-র সুবিশাল গ্যালারি অবশ্য এখনও পুরোপুরি তৈরি নয়। বর্তমানে ধারণক্ষমতা অর্ধেকেরও কম। এদিন ৪৫ হাজার দর্শক গ্যালারিতে বসে ন্যু ক্যাম্পে বার্সেলোনার রাজকীয় প্রত্যাবর্তনের ম্যাচের সাক্ষী হওয়ার সুযোগ পেলেন। আগামী মরশুমে পুরো গ্যালারি খুলে দেওয়া হবে। তখন প্রায় ১ লক্ষ ৫ হাজার দর্শক ধারণ করতে পারবে নতুন করে সেজে ওঠা ন্যু ক্যাম্প।

সোনা জয়ের অভ্যাস জারি শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : এক রাতের দুঃস্বপ্ন।

রবিবার সকাল থেকেই ভারতী ঘোষ মেমোরিয়াল রাজ্য ও আন্তঃ জেলা টেবিল টেনিস ফিরল চেনা ছন্দে। শনিবার রাতে অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের টিম ইভেন্টের সেমিফাইনালে ১ পয়েন্ট নিয়ে দর কষাকষির শেষে পদক বয়কটের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল উত্তর ২৪ পরগনা। রবিবার সকালে প্রতিযোগিতার আয়োজক বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষক মান্তু ঘোষের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনা টেবিল টেনিস সংস্থার সচিব শান্তনু সাহার বৈঠকের পরই পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। পরে বিকেলে অবস্থান বদল করে অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের সেমিফাইনালে ওঠার সুবাদে প্রাপ্য ব্রোঞ্জও উত্তর ২৪ পরগনা নিয়েছে।

প্রতিযোগিতায় টানা চতুর্থদিন সোনা এসেছে শিলিগুড়ির ঘরে। অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের ফাইনালে তারা ৩-০ ব্যবধানে উত্তর কলকাতাকে হারিয়েছে। শ্রেয়া ধর ৩-০ গেমে জিতেছে দেবাংশী চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। প্রতীতি পাল ৩-১ গেমে রঞ্জিনী সাহাকে হারিয়েছে। পরে ডাবলসে দেবাংশী-রঞ্জিনীর বিরুদ্ধে শ্রেয়া-প্রতীতির ৩-১ গেমে জয়ে শিলিগুড়ির চ্যাম্পিয়ন হওয়া নিশ্চিত হয়। সবমিলিয়ে শিলিগুড়ির ঘরে এখন চারটি সোনা, একটি রুপো ও জোড়া ব্রোঞ্জ।

শিলিগুড়ির অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দিচ্ছেন শংকর ঘোষ। অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের পুরস্কৃত করছেন মান্তু ঘোষ। রবিবার।

গতরাতে উত্তর ২৪ পরগনা দলের আচরণের জন্য শান্তনু বলেছেন, ‘ঘটনাটির সময় আমি ট্রেনে ছিলাম। সেইসময় এখানকার খবর আমাকে জানানো হয়েছিল। এখানে আমাদের যারা ছিল আমি তাদেরই পরিস্থিতি সামলানোর কথা বলি। দূর থেকে শুধুমাত্র কথা শুনে তো কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। তবে আমরা বিশ্বাস করি, রাজ্যের টেবিল টেনিসের জন্য চ্যাপ্টার ওয়ান ও টু-কে একসঙ্গে কাজ করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আম্পায়ারের একটা ভুল হয়েছিল। তারই প্রতিবাদ ওরা করে। কিন্তু সেটা ভুল পথে চলে যায়।’

সিদ্ধান্ত বদলে ব্রোঞ্জ নিল উত্তর ২৪ পরগনা

গতকালের ঘটনার সময় উত্তর ২৪ পরগনার দলের কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে টেবিল টেনিসের বোর্ডে উঠে পড়া ও চিফ রেফারিকে ঘিরে ধরার অভিযোগ উঠেছিল। যার জেরে আঙুল ওঠে উত্তর ২৪ পরগনার কোষাধ্যক্ষ হৃষীকেশ ঘোষের দিকে। শান্তনু বলেছেন, ‘প্রত্যক্ষদর্শী ও কলকাতার বেশ কিছু সিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলে আমরা সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। এরপর আমরা পদকও নিয়েছি। সূচি অনুযায়ী অংশ নিয়েছি খেলাতেও। টেবিল টেনিসকে থামিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ নয়। বোঝানো হয়েছে হৃষীকেশকেও। এখান থেকে ফিরে গিয়েও আমরা আলোচনায় বসব।’

৩ পদক দীপকের, সোনা সোমার

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ২৩ নভেম্বর : দুর্গাপুরে আন্তর্জাতিক আমন্ত্রণমূলক মাস্টার্স গেমসে ৬৫ ঊর্ধ্ব মহিলাদের ২০০ মিটারে সোনা জিতলেন বাগডোগরার সোমা দত্ত। এছাড়াও লং জাম্পে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন তিনি। শনিবার ১০০ মিটারে সোমা দ্বিতীয় হয়েছিলেন। তিনি মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (মাফি) শিলিগুড়ি শাখার অ্যাথলিট। সবমিলিয়ে প্রতিযোগিতা থেকে মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার শিলিগুড়ি শাখার ঘরে আটটি পদক এসেছে। ৬৫ ঊর্ধ্ব পুরুষদের ১০০ মিটারে রুপো ও ৪০০ মিটারে ব্রোঞ্জ জিতেছেন দীপক পাল। ২০০ মিটার দৌড়েও ব্রোঞ্জ এসেছে তাঁর। গণেশ ধর ৬০ ঊর্ধ্ব পুরুষদের ৪০০ মিটার ও হাই জাম্পে রুপো জিতেছেন।

সোনা সংগ্রামের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার ন্যাশনালস টেবিল টেনিসে বাংলার হয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের দলগত বিভাগে সোনা জিতল শিলিগুড়ির সংগ্রাম সরকার। প্রতিযোগিতায় বাংলা ফাইনালে ৩-২ ব্যবধানে দিল্লিকে হারিয়েছে। সেমিফাইনালে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে ৩-০ ব্যবধানে জয় আসে বাংলার। সংগ্রাম শিলিগুড়িতে রেইনবো টেবিল টেনিস কোচিং সেন্টারে বীরূপাক্ষ সাহা ও শুভম বসাকের কাছে প্রশিক্ষণ নেয়।

বাতিল সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : ভিসা সমস্যায় প্রস্তুতি ম্যাচ বাতিল সিনিয়ার মহিলা ফুটবল দলের। উত্তর ম্যাসিডোনিয়াতে গিয়ে আয়োজক দেশ কসোভো ও একটি ক্লাব দলের বিপক্ষে খেলার কথা ছিল ক্রিসপিন ছেত্রীর দলের। কিন্তু সময়ে ভিসা না আসায় সফর বাতিল হয়।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন রাজা ছেত্রী। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে।

রাজার দাপটে জয়ী নেতাজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে রবিবার নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ২-১ গোলে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ১৯ মিনিটে রাহুলকুমার পাসোয়ান মহানন্দাকে এগিয়ে দেন। ২৮ মিনিটে রাজা ছেত্রী সমতা ফেরান। ৭০ মিনিটে রাজার দ্বিতীয় গোল নেতাজির জয় নিশ্চিত করে। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়ে রাজা পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। সোমবার মুখোমুখি হবে ওয়াইএমএ ও আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ।